রদ্দে গায়ের মুকাল্লিদিয়াত সিরিজ-১১

হাদীস গবেষণায় লা মাযহাবী

জুবাইর আলী যাই এর জালিয়াতি

মুহাম্মাদ আব্দুল আলিম

হাদীস গবেষণায় লা মাযহাবী জুবাইর আলী যাই এর জালিয়াতি

মুহাম্মাদ আব্দুল আলিম

জিওগ্রাফী অনার্স, (ফার্স্ট ক্লাস), বি.এড., মহর্ষী দয়ানন্দ ইউনিভার্সিটি, রোহতাক, হরিয়ানা, এম.এ. বিদ্যাসাগর ইউনিভার্সিটি

আহনাফ ফাউন্ডেশন

ইলামবাজার, বীরভূম, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

HADIS GOBESANAI LA MAZHABI JUBAIR ALI JAI ER JALIYATI

WRITTEN BY: MUHAMMAD ABDUL ALIM

প্রকাশনায়ঃ

আহনাফ ফাউন্ডেশন

প্রকাশক

হাফেজ মুহাম্মাদ ওবাইদুল্লাহ

ইলামবাজার, বাগোলবাটী, বীরভূম

মোবাইলঃ +৯১ ৯৭৩৪২০১০১২

উৎসর্গ

ফারহান আখতার আল নুমান এর উদ্দেশ্যে

প্রকাশকালঃ ১৫ আগষ্ট ২০১৬

মূল্য-৫০/- (পঞ্চাশ টাকা মাত্র)
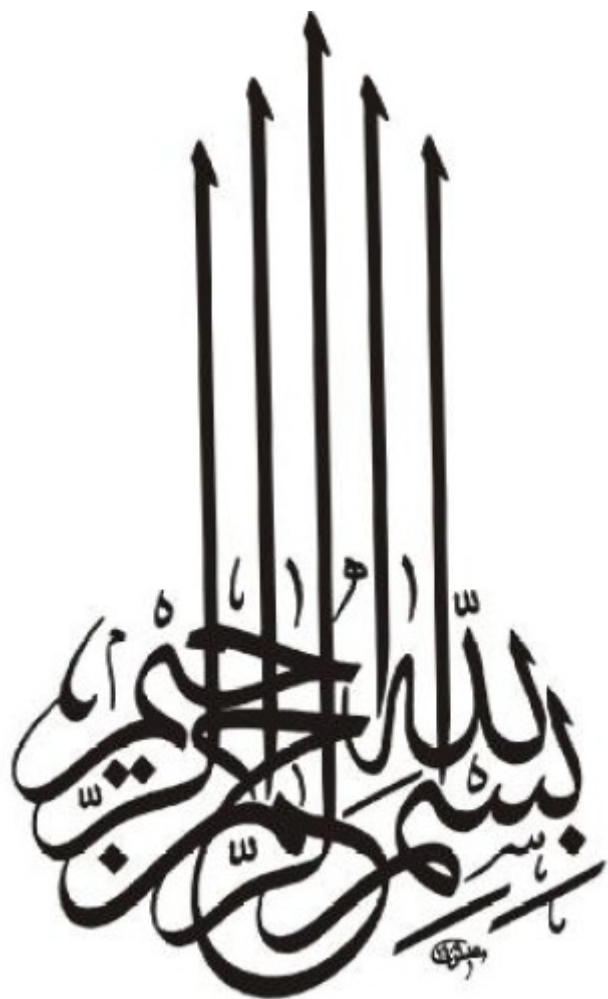
উৎসর্গ

সমস্ত উম্মতে মুসলিমার উদ্দেশ্যে

ভুমিকা

সমস্ত প্রসংসা একমাত্র মহান আল্লাহ তাআলার জন্য যিনি সারা বিশ্বের অধিশ্বর, সকলের স্রষ্টা, প্রতিপালক এবং একমাত্র উপাস্য। তাঁর প্রিয় হাবীব তাজেদারে মদীনা, আহমাদ মুজতাবা, মুহাম্মাদ মুস্তাফা রাসুলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এঁর প্রতি কোটি কোটি দরুদ ও সালাম; যিনি রাহমাতুল্লিল আলামিন, সাইয়েদুল মুরসালিন, শাফিউল মুজনেবিন।

লা মাযহাবীদের মধ্যে ফিৎনাবাজের অভাব নেই। একজন ফিৎনাবাজের যুগ সমাপ্ত হতে না হতেই আর একজন মুসলিম সমাজে বিভেদ সৃষ্টি করার জন্য খাড়া হয়ে যায়। আর এই ফিৎনাবাজদের মধ্যে পাকিস্তানের জুবাইর আলী যাই একজন। লা মাযহাবীরা তাঁকে পাকিস্তানের আলবানী আখ্যায় আখ্যায়িত করেছেন। আলবানী তো এক জালিয়াত ছিলই। তার থেকেও বড় জালিয়াত হলেন এই তথাকথিত 'মুহাক্কিক' জুবাইর আলী যাই। আমাদের পশ্চিম বঙ্গের আনওয়ারুল হক ফাইযীও 'হানাফী কেল্লার পোষ্ট মর্টেম' লিখতে গিয়ে জুবাইর আলী যাই এর কিতাবের উপর ভরশা করেই লিখেছেন এবং অনেক জায়গায় বলেছেন, 'এই হাদীসকে জুবাইর আলী যাই সহীহ বলেছেন।'

সুতরাং এক শ্রেণীর গায়ের মুকাল্লিদদের কাছে জুবাইর আলী যাই নাকি বড় মাপের মুহাক্কিক ও মুহাদ্দিস। তাই এই তথাকথিত মুহাক্কিক ও মুহাদ্দিসের স্বরুপ উন্মোচনের জন্যই আমার এই পুস্তক প্রণয়ন। হাদীসের উপর গবেষণা করতে গিয়ে জুবাইর আলী যাই যে জালিয়াতি ও স্ব-বিরোধীতার আশ্রয় নিয়েছেন তা ধারাবাহিকভাবে তুলে ধরা হল।

পাঠকদের বলি মানুষ মাত্রেই ভুল হয়। তাই এই পুস্তকের মধ্যে যদি কোনো ভুল-ভ্রান্তি নজরে পড়ে আমাকে জানাবেন। তাহলে পরবর্তী সংস্করনে সংশোণ করার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ।

পরিশেষে পাঠকদের জানাই, আপনারা দোয়া করবেন; আল্লাহ তাআলা যেন আমাদের ঈমান বৃদ্ধি করে দেন এবং খাতিমা বিল খায়ের দান করেন। (গ্রন্থাকার)

মুহাম্মাদ আব্দুল আলিম

শালজোড়, বীরভূম (পশ্চিমবঙ্গ, ভারত)

মোবাইলঃ +৯১ ৮৯২৬১৯৯৪১০

হুয়াটস এ্যাপঃ +৯১ ৯৬৩৫৪৫৮৩৩১

১ নং স্ববিরোধিতা

রাবী ইমাম মাসলামা বিন কাসিমকে কোথাও 'সিক্বাহ' কোথাও যয়ীফঃ

জুবাইর আলী যাই নিজের পছন্দনীয় রাবী ইমাম মাসলামা বিন কাসিম আল কুরতুবী (রহঃ) এর গ্রহযোগ্যতা কবুল করতে গিয়ে লিখেছেন, ''মাসলামা বিন কাসিম বলেছেন যে তিনি 'সিক্বাহ' ।'' (আল ক্বাওলুল মাতীন, পৃষ্ঠা-২৩)

অপরদিকে ইমাম মাসলামা বিন কাসিম (রহঃ) যখন হাসান বিন জিয়াদ (রহঃ) কে 'সিক্বাহ' বলেছেন তখন জুবাই আলী যাই ইমাম মাসলামা বিন কাসিম (রহঃ) কে বাতিল প্রতিপন্ন করতে গিয়ে লিখেছেন, ''মাসলামা বিন কাসিম নিজেই তো জয়ীফ ।'' (রিসালা আল হাদীস, ১৪/৩৫)

তাহলে দেখুন জুবাইর আলী যাই সাহেবের স্ববিরোধীতা এক জায়গায় একই রাবীকে 'সিক্বাহ' বলে গ্রহণ করেছেন এবং অন্যত্র যয়ীফ বলে তাঁর হাদীস গ্রহণ করতে অস্বীকার করেছেন ।

২ নং স্ববিরোধিতা

ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)কে কোথাও 'সিক্বাহ' বলেছেন আবার কোথাও যয়ীফঃ

এই জুবাইর আলী যাই বিরোধী পক্ষকে চ্যালেঞ্জ দিয়ে লিখেছেন, ''আপনারা এইসব 'সিক্বাহ' অর্থাৎ ইমাম বুখারী, ইমাম মুসলিম, ইমাম আহমদ, ইমাম শাফেয়ী, ইমাম মালিক, ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) প্রভৃতিদের থেকে প্রমান করতে পারবেন যে তারাবীহ ও তাহাজ্জুদ দুটি আলাদা আলাদা নামায?'' (তা'দাদ রাকআতে কিয়ামে রমযান, পৃষ্ঠা-৫৬)

এখানে জুবাইর আলী যাই স্বীকার করলেন যে ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) সমস্ত দল (আহলে সুন্নত ওয়াল জামাআত ও আহলে হাদীস) এর নিকট 'সিক্বাহ' এবং গ্রহণযোগ্য । কিন্তু অন্য যায়গায় এই জুবাইর আলী যাই

নিজের সমস্ত লজ্জা শরমের মাথা খেয়ে হযরত ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) এর ব্যাপারে লিখেছেন, “তিনি তো জয়ীফ।” (তুহফাতুল আকওয়া, পৃষ্ঠা-১১১)

এই হল জুবাইর আলী যাই গায়ের মুকাল্লিদের হাদীসের তাহকীক।

৩ নং স্ববিরোধিতা

ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)কে কোথাও তাবেয়ীন বলেছেন কোথাও অস্বীকার করেছেনঃ

জুবাইর আলী যাই লিখেছেন, “আমরা সমস্ত ‘সিক্বাহ’ তাবেয়ীন এবং আয়েম্মায়ে মুসলেমীন যেমন, ইমাম আবু হানীফা (রহঃ), ইমাম শাফেয়ী (রহঃ), ইমাম আহমদ বিন হাম্বাল (রহঃ), ইমাম বুখারী (রহঃ), ইমাম মুসলিম (রহঃ), ইমাম নাসায়ী (রহঃ), ইমাম তিরমিযী (রহঃ), ইমাম আবু দাউদ (রহঃ), ইমাম ইবনে মাজাহ (রহঃ) প্রভৃতিদেরকে অন্তর থেকে ভালবাসি।” (জান্নাত কা রাস্তা, পৃষ্ঠা-৪)

এখানে জুবাইর আলী যাই সাহেব পরিস্কারভাবে হযরত ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)কে ‘সিক্বাহ’ এবং তাবেয়ীনদের মধ্যে গননা করেছেন। পক্ষান্তরে অন্যত্র জুবাইর আলী যাই ইমাম আবু হানীফা সম্পর্কে লিখেছেন, “কোন একজন সাহাবীর সাথে তাঁর সাক্ষাত প্রমাণিত নেই।” (আল হাদীস, ১৮/২১)

এখানে জুবাইর আলী যাই লিখেছেন যে ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) কোন সাহাবীকে দেখেন নি আর যে ব্যাক্তি স্বচক্ষে কোন সাহাবীকে মুসলমান থাকা অবস্থায় দেখেন তাঁকেই তাবেয়ী বলা হয়। অর্থাৎ যাই সাহেবের এই ভাষ্য অনুযায়ী ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) তাবেয়ীন ছিলেন না। এই হল যাই সাহেবের তাহকীক।

৪ নং স্ববিরোধিতা

ইমাম মুহাম্মাদ (রহঃ) কে কোথাও 'সিক্বাহ' বলেছেন আবার কোথাও যয়ীফ বলেছেনঃ

হযরত ইমাম আযম আবু হানীফা (রহঃ) এর বিখ্যাত ছাত্র ইমাম মুহাম্মাদ বিন হাসান আস শায়বানী (রহঃ) এর ব্যাপারে যুবাইর আলী যাই লিখেছেন, "এর গ্রহণযোগ্যতা কোন বিখ্যাত মুহাদ্দিস থেকে প্রমাণিত নেই।" (হাশিয়া জুজ রফয়ে ইয়াদাইন, পৃষ্ঠা-৩৪)

এখানে যাই সাহেব ইমাম মুহাম্মাদ (রহঃ)কে জেরা করেছেন। অপরদিকে তিনি এটা স্বীকার করে লিখেছেন যে, "ইমাম মুহাম্মাদ (রহঃ) গ্রহণযোগ্যতা প্রমাণিত আছে।" (আল হাদীস, ২৮/৫৫)

দেখুন জুবাইর আলী যাই গায়ের মুকাল্লিদের স্ববিরোধীতা। এক জায়গায় উনি লিখছেন কোন মুহাদ্দিস থেকে ইমাম মুহাম্মাদ (রহঃ) এর ব্যাপারে গ্রহণযোগ্যতা প্রমাণিত নেই। অন্যত্র তিনি নিজেই স্বীকার করছেন, "ইমাম মুহাম্মাদ (রহঃ) গ্রহণযোগ্যতা প্রমাণিত আছে।" পাগলামী আর কাকে বলে?

৫ নং স্ববিরোধিতা

আবু বকর বিন আয়াস (রহঃ) কে এক জায়গায় যয়ীফ বলেছেন অন্য জায়গায় 'সিক্বাহ' বলেছেন

জুবাইর আলী যাই সাহেব আবু বকর বিন আয়াস (রহঃ) কে এক জায়গায় জয়ীফ অন্য জায়গায় 'সিক্বাহ' বলেছেন। তিনি লখেছেন, "হাদীসে জুমহুর মুহাদ্দিসদের নিকট তিনি দুর্বল বলে অভিহিত হয়েছেন।"

তিনি আরও লিখেছেন, "অকাট্য এবং রাজেহ দলীল দ্বারা এটা প্রমাণিত যে সহিহায়েন (বুখারী ও মুসলিমের মধ্যে) জয়ীফ এবং মজরুহ রাবী মওজুদ রয়েছে। যেমন, ওমর বিন হামজা (মুসলিম শরীফ) এবং আবু বকর বিন আয়াস (বুখারী শরীফ)।" (আল হাদীস, ২১/২৩)

তিনি অন্য এক জায়গায় লিখেছেন, “আবু বকর বিন আয়াস ‘স্মৃতিশক্তির’ জন্য জুমহুরের নিকট দুর্বল এবং অধিক ভূলকারী ছিলেন। আমি আমার কিতাব ‘নুরুল আইনাইন ফি মাসআলা রফয়ে ইয়াদাইন’ তার অগ্রহণযোগ্যতাকে দলীলসহ পরিস্কার প্রমাণ করেছি।” (আল ক্বাওলুল মাতীন, পৃষ্ঠা-৩০)

এবার দেখুন এই জুবাইর আলী যাই গায়ের মুকাল্লিদের স্ববিরোধীতা। তিনি স্বীকার করেছেন যে “আবু বকর বিন আয়াস এর অগ্রহণযোগ্যতাকে দলীলসহ পরিস্কার প্রমাণ করেছি। এবার দেখুন তিনি অন্যত্র কি লিখেছেন। তিনি লিখেছেন, “বিচক্ষন গবেষকদের সুক্ষ্ম গবেষনায় বোঝা যায় আবু বকর বিন আয়াস (রহঃ) জুমহুরের নিকট ‘সিক্বাহ’ এবং ‘স্বুদুক’ রাবী। সুতরাং তিনি হাসানুল হাদীস অর্থাৎ তাঁর হাদীস হাসান পর্যায়ের সহীহ।” (আল হাদীস, ২৮/৫৪)

তাহলে বলুন একজন অগ্রহণযোগ্য রাবী কিভাবে ‘সিক্বাহ’ এবং হাসান পর্যায়ের রাবী হয়ে গেলেন? এরকম ধরণের পাগলামো গায়ের মুকাল্লিদদের ফ্যাক্টরীতেই পাওয়া যায়।

৬ নং স্ববিরোধিতা

রাবী শাহর বিন হাওসাবকে এক জায়গায় বলেছেন হাসানুল হাদীস অন্য জায়গায় বলেছেন ছিলেন নাঃ

জুবাইর আলী যাই একজন রাবী শাহর বিন হাওসাব এর ব্যাপারে লিখেছেন, “আমার হাহকীকে এই রাবীটি হাসান পর্যায়ের রাবী।” (আল হাদীস, ১৭/২৫)

অন্য জায়গায় তিনি লিখেছেন, “আমার তাহকীকে আমি বুঝেছি যে জুমহুর মুহাদ্দিস তাঁকে ‘সিক্বাহ’ এবং ‘স্বুদুক’ রাবী হিসেবে গন্য করেছেন। সুতরাং তিনি হাসান পর্যায়ের রাবী।” (আল হাদীস, ৫/২২)

কিন্তু অন্য জায়গায় যখন এই শাহর বিন হাওসাব যখন রফয়ে ইয়াদাইন না করার ব্যাপারে হাদীস বর্ণনা করেছেন তখন এই জুবাইর আলী যাই রাবী শাহর বিন হাওসাবকে বাতিল প্রতিপন্ন করার জন্য উঠেপড়ে

লেগেছেন, তিনি লিখেছেন, "এই বর্ণনায় রাবী শাহর বিন হাওসাব রয়েছে যার উপর কালাম (জেরা) করা হয়েছে। দেখুনঃ তাহযীব।" (নুরুল আইনাইন, পৃষ্ঠা-২১১)

তাহলে দেখুন লা মাযহাবী জুবাইর আলী যাইএর ইনসাফ। যখন কোন রাবী তাদের মতবাদের পক্ষে কোন হাদীস বর্ণনা করে তখন সেই রাবী হাসান পর্যায়ের সহীহ হয়ে যায় এবং যখন ঐ একই রাবী তাদের মতবাদের বিপক্ষে হাদীস বর্ণনা করে তখন সেই রাবীটাই আবার যয়ীফ হয়ে যায়। এ এক আজব মতবাদ। এইরকম ধরণের দ্বিচারিতা গায়ের মুকাল্লিদদের কারখানাতেই পাওয়া যায়।

৭ নং স্ববিরোধিতা

রাবী আবু হেলালকে এক জায়গায় বলেছেন হাসানুল হাদীসও ছিলেন এবং অন্য জায়গায় বলেছেন যয়ীফঃ

আবু হেলাল মুহাম্মাদ বিন সলীম রাবেয়া বসরী এর ব্যাপারে জুবাইর আলী যাই লিখেছেন, "তিনি স্মৃতিশক্তি না থাকার জন্য জয়ীফ।" (তুহফাতুল আকওয়া, পৃষ্ঠা-৯৮)

যাই সাহেব অন্যত্র এই রাবীটির হাদীস থেকে এস্তেদলাল করে লিখেছেন, "এই হাদীসটি হাসান। আবু হেলাল মুহাম্মাদ বিন সলীম রাবেয়া বসরী এর ব্যাপারে এটাই রাজেহ মত যে তিনি হাসানুল হাদীস।" (হাশিয়া জুজ রফয়ে ইয়াদাইন, পৃষ্ঠা-৫৫)

এই জুবাইর আলী যাই সাহেব আবু হেলাল মুহাম্মাদ বিন সলীম রাবেয়া বসরীর একটি হাদীসকে সহীহ বলেছেন। (নসরুল বারী, পৃষ্ঠা-২১১)

লক্ষ্য করুন একজন রাবীই জুবাইর আলী যাইএর দৃষ্টিতে কখনো জয়ীফ হয়ে যায়, কখনো হাসানুল হাদীস হয়ে যায় এবং কখনো তার হাদীস সহীহ হয়ে যায়।

৮ নং স্ববিরোধিতা

আবু জাফর রাযী যয়ীফ ছিলেন এবং হাসানুল হাদীসও ছিলেবঃ

আবু জাফর রাজী (ইসা বিন মাহান) এর হাদীস থেকে জুবাইর আলী যাই এস্তেদলাল করতে গিয়ে জুবাইর আলী যাই লিখেছেন, “আবু জাফর রাজী হলেন হাসানুল হাদীস এবং জুমহুর উলামা তাঁকে ‘সিক্বাহ’ বলে গণ্য করেছেন।” (আল হাদীস, ২/১৪)

অন্য জায়গায় এই জুবাইর আলী যাই আবু জাফর রাজীর হাদীস জয়ীফ বলতে গিয়ে লিখেছেন, “আবু জাফর রাজী বিতর্কিত।” (নসরুল বারী, পৃষ্ঠা-৯৯)

দেখুন জুবাইর আলী যাইএর ইনসাফ। একজন রাবীকেই কখনো হসানুল হাদীস আবার কখনো জয়ীফ বলেছেন।

৯ নং স্ববিরোধিতা

শরীক নাখয়ী (রহঃ) যয়ীফও ছিলেন আবং হাসানও ছিলেনঃ

শরীক বিন আব্দুল্লাহ নখয়ী (রহঃ) এর ব্যাপারে জুবাইর আলী যাই ইমাম বুখারী (রহঃ) থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে লিখেছেন যে তিনি অধিক ভূলকারী এবং বিভ্রান্তিকর। (তুহফাতুল আকওয়া, পৃষ্ঠা-১৪৫)

জুবাইর আলী যাই সাহেব অন্যত্র লিখেছেন, “এই হাদীসে শরীক এবং লাইস রয়েছেন এবং এঁরা দুজনেই স্মৃতিশক্তির জন্য জয়ীফ।” (নুরুল আইনাইন, পৃষ্ঠা-১৪৮)

তিনি আরও লিখেছেন, “এই হাদীসের সনদ শরীক এবং লাইস বিন আবী সলীম এর জন্য জয়ীফ।” (হাশিয়া জুজ রফয়ে ইয়াদাইন, পৃষ্ঠা-৪৮)

এবার দেখুন জুবাইর আলী যাই সাহেব এই শরীক বিন আব্দুল্লাহ নখয়ী (রহঃ) এর হাদীস গ্রহণ করতে গিয়ে লিখেছেন, “জুমহুর তাঁকে গ্রহণযোগ্য বলেছেন। তিনি সহীহ মুসলিম শরীফের রাবী। হাফিয যাহাবী (রহঃ) বলেছেন যে ‘তাঁর হাদীস হাসান শ্রেণীভূক্ত’ (তাযকিরাতুল হুফফায, খন্ড-১, পৃষ্ঠা-২৩২) [মাসআলা ফাতেহা খলফল ইমাম, পৃষ্ঠা-৭৭]

দেখুন হানাফীদের বেলায় রাবী শরীক বিন আব্দুল্লাহ নখয়ী (রহঃ) জয়ীফ এবং লা মাযহাবীদের বেলায় সেই রাবীটিই আবার হাসান হয়ে গেল। জুবাইর আলী যাই সাহেবের দ্বিচারিতা দেখুন।

১০ নং স্ববিরোধিতা

ইমাম হাকিম (রহঃ) এর উপর জেরা মরদুদও বটে এবং গ্রহণযোগ্যও বটেঃ

‘মুস্তাদরাক হাকিম’ নামক বিখ্যাত হাদীসগ্রন্থের লেখক জলিলুল ক্বাদীর মুহাদ্দিস ইমাম আবু আব্দুল্লাহ হাকিম নিশাপুরী (রহঃ) সম্পর্কে জুবাইর আলী যাই পরস্পরবিরোধী মন্তব্য করেছেন। জুবাইর আলী যাই সাহেব ইমাম হাকিম (রহঃ) থেকে নিজেদের মতবাদের পক্ষের হাদীস উল্লেখ করে তাঁকে হাদীসের ‘বিখ্যাত ইমাম’, এবং ‘স্বুদুক’ প্রভৃতি বলে উল্লেখ করেছেন এবং লিখেছেন, “তাঁর উপর সমস্ত জেরা মরদুদ বা প্রত্যাখ্যানযোগ্য।” (নুরুল আইনাইন, পৃষ্ঠা-১৪৯)

কিন্তু অন্য যায়গায় নিজেই জুবাইর আলী যাই জেরা করে লিখেছেন, “মুস্তাদরাক কিতাবখানি সন্দেহের তালিকা থেকে বিচক্ষন মুহাদ্দিসদের নিকট গোপন নয়। অনেক জায়গায় মুদ্রনগত ভূল রয়ে গেছে এবং কিছু জায়গায় স্বয়ং ইমাম হাকিমেরও সন্দেহ হয়েছে। দৃষ্টান্তস্বরুপ দেখুন ‘আল মুস্তাসরাক’ ১/১৪৬।”

জুবাইর আলী যাই আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী (রহঃ) এর হাওয়ালা দিয়ে লিখেছেন, “হাফিয ইবনে হাজার আসকালানী বলেছেন, কিছু লোক বলেছেন যে তিনি (ইমাম হাকিম) শেষ বয়সে অবস্থার পরিবর্তনের জন্য গাফেল হয়ে গেছিলেন। (লিসানুল নিযান, ২২৩৫)” [আল হাদীস, ২৮/৫৭)

তাহলে দেখুন জুবাইর আলী যাই এর অবস্থা। এক জায়গায় তিনি ইমাম হাকিমের ব্যাপারে সব জেরাকে মরদুদও বলছেন এবং অন্য জায়গায় নিজেই কঠিনভাবে জেরাহ করছেন।

১১ নং স্ববিরোধিতা

আলী বিনুল জাআদ মজরুহ রাবী এবং এস্তেদলাল করার যোগ্যও রাবীঃ

আলী বিনুল জাআদ হলেন বুখারী শরীফের রাবী। তিনি যখন ২০ রাকআত তারাবীহর নামাযের হাদীস বর্ণনা করেছেন তখন জুবাইর আলী যাই তাঁকে কঠিনভাবে জেরাহ করে লিখেছেন, "সে আহলে সুন্নত ওয়াল জামাআত থেকে খারিজ ছিল। সে বলত আল্লাহ যদি হযরত আমীর মুয়াবিয়া (রাঃ) কে শাস্তি দেন তাহলে আমার সেটা অপছন্দনীয় নয়। এবং সে সাহাবাদেরকে খারাপ বলত।" (হাদীয়াতুল মুসলেমীন, পৃষ্ঠা-৯১)

অন্য জায়গায় লিখেছেন, "আলী বিন জাআদ বিতর্কিত এবং মজরুহ রাবী।" (আমীন ওকাড়বী কা তা'কুফ, পৃষ্ঠা-৬৫)

কিন্তু অন্য জায়গায় এই জুবাইর আলী যাই নিজেদের মতবাদের পক্ষের হাদীস যা বর্ণনা করেছেন সেটাকে সহীহ বলে সেখান থেকে এস্তেদলাল করেছেন। দেখুন আলী বিন জাআদ ইমাম আবু হানীফার বিরুদ্ধে হাদীস বর্ণনা করেছেন সেটাকে উল্লেখ করে জুবাইর আলী যাই লিখেছেন, "ইসনাদু সহীহুন" অর্থাৎ "এর সনদ সহীহ।" (আল হাদীস, ১৭/২১)

অন্য জায়গায় হাকীম বিন উতবা (রহঃ) থেকে আলী বিন জাআদের হাদীস উল্লেখ করে জুবাইর আলী যাই লিখেছেন, "ইসনাদুহু সহীহুন" অর্থাৎ "এর সনদ সহীহ।"

অনুরুপ ইব্রাহীম নাখয়ী (রহঃ) থেকে আলী বিন জাআদের হাদীস উল্লেখ করে জুবাইর আলী যাই সেই হাদীসকে শক্তিশালী বলেছেন। (আল হাদীস)

দেখুন জুবাইর আলী যাইএর দ্বিচারিতা। যখন আলী বিন জাআদের বর্ণনা তাদের মতবাদের বিপক্ষে চলে যাচ্ছে তখন সেই রাবীকে আহলে সুন্নত ওয়াল জামাআত থেকে খারিজ, সাহাবাদের শত্রু, বিতর্কিত, মজরুহ রাবী বলে প্রত্যাখ্যান করে দিচ্ছে কিন্তু সেই রাবীটাই যখন তাদের মতবাদের পক্ষে বর্ণনা করছে বা ইমাম আবু হানীফার বিরুদ্ধে কথা বলছে তখন সেই রাবীটাই 'সিক্বাহ' হয়ে যাচ্ছে এবং তার হাদীস শক্তিশালী হয়ে যাছে। এর থেকে পাগলামো আর কি হতে পারে?

১২ নং স্ববিরোধিতা

ইবরাহীম আসলামী (রহঃ) মাতরুক এবং গ্রহণযোগ্য দুটোইঃ

জুবাইর আলী যাই হযরত ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) এর উস্তাদ হযরত ইবরাহীম বিন মুহাম্মাদ আসলামী (রহঃ) 'মাতরুক' এবং 'সন্দেহযুক্ত' বলেছে এবং আল্লামা নিমুবী (রহঃ) এর উপর অভিযোগ করেছে যে তিনি এই রাবীর উপর জেরা করা সত্যেও এর একটি মুরসাল বর্ণনাকে শক্তিশালী বলেছেন। (দেখুন আল হাদীস, ১৫/২৩)

পক্ষান্তরে যখন বিখ্যাত গায়ের মুকাল্লিদ আলেম সাদিক শিয়ালকুটি সাহেব তাঁর 'স্বলাতুর রসুল' কিতাবে এই ইবরাহীম বিন মুহাম্মাদ আসলামী (রহঃ) এর মুরসাল হাদীস থেকে এস্তেদলাল করেছেন তখন তখন জুবাইর আলী যাই 'স্বলাতুর রসুল' কিতাবের তাখরিজের মধ্যে এই হাদীসটাকে মিশকাত শরীফের হাওয়ালা দিয়ে নিরব থেকেছে এবং এর উপর সামান্যও অভিযোগ করেনি। (দেখুন তসবীহুল উসুল, পৃষ্ঠা-৩৪১, হাসিয়া নং ৫)

যদিও এই হাদীসের রাবী ইবরাহীম বিন মুহাম্মাদ আসলামী (রহঃ) রয়েছেন কিন্তু তাকে জুবাইর আলী যাই কোন জেরা করেন নি। অর্থাৎ ইবরাহীম বিন মুহাম্মাদ আসলামী (রহঃ) হানীফের দলীলের বেলায় 'মাতরুক' এবং 'সন্দেহযুক্ত' আর গায়ের মুকাল্লিদদের বেলায় এস্তেদলালের যোগ্য। এ এক জুবাইর আলী যাইএর মারাত্মক স্ববিরোধীতা।

১৩ নং স্ববিরোধিতা

উসমান বিন ইবরাহীমকে জেরাও করেছেন এবং জেরা থেকে মুক্তও করেছেনঃ

জুবাইর আলী যাই লিখেছেন, "উসমান বিন আল হাকীমকে কেউ যয়ীফ বলেনি।" (নুরুল আইনাইন, পৃষ্ঠা-৩৩)

কিন্তু এর কয়েক লাইন পরেই যুবাইর আলী যাই বিভিন্ন মুহাদ্দিস থেকে উক্ত রাবীর ব্যাপারে 'সিক্বাহ' প্রমাণ করার পর লিখেছেন, "এর মুকাবিলায় আবু হাতিম বলেছেন, 'তিনি শক্তিশালী নন'। (তাহযীব ও মীযান) আবু উমর বলেছেন, 'তিনি শক্তিশালী নন'। (মীযানুল এ'তেদাল) [(নুরুল আইনাইন, পৃষ্ঠা-৩৩]

এখানে জুবাইর আলী যাই প্রথমে বললেন যে কোন মুহাদ্দিস, "উসমান বিন আল হাকীমকে কেউ যয়ীফ বলেনি।" অপরদিকে তিনিই দুইজন মুহাদ্দিসের জেরা উল্লেখ করেছেন।

১৪ নং স্ববিরোধিতা

তালহা বিন আমরুকির একটিই হাদীস কখনো যয়ীফ আবার কখনো সহীহঃ

ডাঃ শাফিকুর রহমান গায়ের মুকাল্লিদ 'সুনানে ইবনে মাজাহ' থেকে হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) এর হাদীস উল্লেখ করেছেন যে, রাসুলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, যেরকম ইহুদীরা সালাম এবং আমীন বলাকে হিংসা করে সেরকম অন্য কোন কিছুতে হিংসা করেনা। (নামাযে নববী, পৃষ্ঠা-১৫৩)

এই হাদীসের তাখরিজ করতে গিয়ে জুবাইর আলী যাই লিখেছেন, "এই হাদীসকে ইবনে খুযাইমাহ, ১/২৮৮, হাদীস নং-৫৭৪, ৩/৩৮ হাদীস নং-১৫৮৫ এবং বুশরী সহীহ বলেছেন।

কিন্তু যখন এই একই হাদীসকে মাওলানা সাদিক শিয়ালকুটি গায়ের মুকাল্লিদ 'স্বলাতুর রসুল' এর মধ্যে উল্লেখ করেছেন তখন তখন জুবাইর আলী যাই এর তাখরিজ করতে গিয়ে লিখেছেন, "এই হাদীসের সনদ তালহা বিন আমরুকি থাকার জন্য কঠিন যয়ীফ।" (তাসহুল উসুল, পৃষ্ঠা-১৬৫, হাসিয়া নং-৪)

সুবহান আল্লাহ তালহা বিন আমরুকির বর্ণিত হাদীসকে তথাকথিত মুহাক্কিক জুবাইর আলী যাই কখনো সহীহ আবার কখনো কঠিন যয়ীফ বলছেন।

১৫ নং স্ববিরোধিতা

মুহাম্মাদ বিন জাবির ইয়ামেনী (রহঃ) মাতরুকও এবং গ্রহণযোগ্যওঃ

মুহাম্মাদ বিন জাবির ইয়ামেনী (রহঃ) যখন রফয়ে ইয়াদাইন না করার ব্যাপারে হাদীস বর্ণনা করেছেন তখন জুবাইর আলী যাই সেই রাবীকে কঠিনভাবে জেরা করে এবং যয়ীফ এবং মাতরুক বলেছেন। তিনি লিখেছেন যে মুহাম্মাদ বিন জাবির ইয়ামেনী (রহঃ) থাকার জন্য হাদীসটি সমস্ত আয়েম্মায়ে মুসলেমীন এবং মোমেনীনের দৃষ্টিতে হাদীসটি যয়ীফ। (দেখুন-নুরুল আইনাইন, পৃষ্ঠা-১৩৮)

জুবাইর আলী যাই দলীল দিয়েছেন যে উক্ত রাবীর স্মৃতিশক্তি খারাপ ছিল।

কিন্তু অন্য এক জায়গায় এই জুবাইর আলী যাই সমস্ত লজ্জা ও শরমের মাথা খেয়ে ইমামে আযম আবু হানীফা (রহঃ) এর বিরুদ্ধে এই জাবির ইয়ামেনী (রহঃ) যখন বলেছেন যে, "আবু হানীফা হাম্মাদের কিতাব আমার কাছ থেকে চুরি করেছেন। (জারাহ ওয়া তা'দিল, ৮/৪৫০) এই হাদীসের সনদ সহীহ। বুঝা গেল এই জন্যই আবু হানীফা মুদাল্লিস।" (নসরুল বারী, পৃষ্ঠা-২৪১)

তাহলে দেখুন জুবাইর আলী যাই কাজ্জাবের ইনসাফ। রফয়ে ইয়াদাইন না করার হাদীসের রাবীকে জুবাইর আলী যাই নিজেই বলছেন যে স্মৃতিশক্তি খারাপ থাকার জন্য হাদীসটি সমস্ত আয়েম্মায়ে মুসলেমীন এবং মোমেনীনের দৃষ্টিতে হাদীসটি যয়ীফ। সেই রাবী যদি ইমাম আবু হানীফার বিরুদ্ধে কিছু বললে তা কি করা সহীহ

হয়ে যায়। হানাফীদের মাসআলার পক্ষে কোন হাদীস থাকলে সেই হাদীসের রাবী যয়ীফ আর সেই রাবীই ইমাম আবু হানীফার বিরুদ্ধে কিছু বললে তা সহীহ? এরকম আজব তামাশা গায়ের মুকাল্লিদদের ফ্যাক্টারীতেই পাওয়া যায়।

উক্ত যে হাদীসে ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) কে চোর বলা হয়েছে সেই হাদীসের অনেক খারাবী রয়েছে যেমন, উক্ত হাদীসে একজন রাবী রয়েছেন, ইবরাহীম বিন ইয়াকুব জুজজানীও রয়েছেন। এই রাবীকে অন্য জায়গায় স্বয়ং জুবাইর আলী যাই বিদআতী এবং আহলে বায়েতের দুশমন বলেছেন যা পরে বর্ণনা করা হবে ইনশাআল্লাহ। এতদসত্ত্বেও জুবাইর আলী যাই উক্ত হাদীসের সনদকে সহীহ বলে নিজের ইনসাফ এবং ন্যায়নিষ্ঠার জানাজা বের করে ছেড়েছেন।

১৬ নং স্ববিরোধিতা

হাফিজ জুজজানীর উপর জেরাকে এক জায়গায় গ্রহণযোগ্য বলেছেন এবং অন্য জায়গায় বর্জনযোগ্য বলেছেনঃ

১৬ নং স্ববিরোধীতায় দেখেছেন যে জুবাইর আলী যাই ইবরাহীম বিন ইয়াকুব জুজজানীর বর্ণনার উপর ভিত্তি করে ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) এর উপর চুরি এবং তাদলীসের অপবাদ লাগাতেও কুণ্ঠাবোধ করেনি। এই ইবরাহীম বিন ইয়াকুব জুজজানী ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) এর ছাত্র ইমাম আসাদ বিন আমরু (রহঃ), ইমাম মুহাম্মাদ বিন হাসান (রহঃ), ইমাম হাসান বিন জিয়াদ লাওলাবী (রহঃ) প্রভৃতিদের বিরুদ্ধে এক ফালতু কালাম "আল্লাহ তাআলা এই তিনজন থেকে ফারিগ হয়ে গেছেন।" এই জেরাকে উল্লেখ করে জুবাইর আলী যাই ইমাম আবু আবু হানীফা (রহঃ এর ছাত্রদেরকে আক্রমণ করেছেন।

কিন্তু যখন জুবাইর আলী যাই এর পছন্দনীয় রাবীকে এই জুজজানী জেরা করেছেন তখন তাকে আহলে বায়েতের দুশমন বলে তার জেরাকে বাতিল সাব্যস্ত করেছেন। (আল ক্বাওলুল মাতীন, পৃষ্ঠা-৪৩)

অন্য জায়গায় তিনি এই রাবীকে বিদআতী বলেছেন। (আল হাদীস, ২/৯)

তাহলে দেখুন যুবাইর আলী যাই এর স্ববিরোধীতা এই ইবরাহীম বিন ইয়াকুব জুজজানী যখন ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) এর ছাত্রদেরকে জেরা করছেন তখন জুবাইর আলী যাই সেখান থেকে এস্তেদলাল করছেন কিন্তু যখন জুবাইর আলী যাই এর পছন্দনীয় রাবীকে জেরা করছেন তখন তিনি সেই রাবীকে আহলে বায়েতের দুশমন ও বিদআতী বলে বাতিল সাব্যস্ত করছেন। এই হল জুবাইর আলী যাই গায়ের মুকাল্লিদের ইনসাফ।

১৭ নং স্ববিরোধিতা

সালমা বিন কাসিমকে এক জায়গায় 'সিক্কাহ' অন্য জায়গায় মরদুদ বলেছেনঃ

ইমাম সালমা বিন কাসিম (রহঃ) একজন বিখ্যাত মুহাদ্দিস ছিলেন। তিনি ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) এর জলিলুল কাদির ছাত্র ইমাম হাসান বিন জিয়াদ (রহঃ) 'সিক্কাহ' বলেছেন। (লিসানুল মীযান, ২/৩৫০)

যেহেতু জুবাইর আলী যাই গায়ের মুকাল্লিদ আয়েম্মায়ে আহনাফকে চরম ভাবে ঘৃণা করেন তাই তিনি কিভাবে সহ্য করবেন যে কেউ ইমাম হাসান বিন জিয়াদ (রহঃ)কে 'সিক্কাহ' বলেন। সেজন্য জুবাইর আলী যাই ইমাম সালমা বিন কাসিমের এই 'সিক্কাহ' বলাকে বাতিল সাব্যস্ত করার জন্য লিখেছেন, "সালমা বিন কাসিম তো নিজেই যয়ীফ।" (আল হাদীস, ১৪/৩৫)

কিন্তু জুবাইর আলী যাই নিজের পছন্দনীয় রাবী ইসহাক বিন ইবরাহীম আল জুবাইদী (রহঃ) কে 'সিক্কাহ' প্রমাণ করার জন্য লিখেছেন, "(একে) সালমা বিন কাসিম 'সিক্কাহ' বলেছেন।" (আল ক্কাওলুল মাতীন, পৃষ্ঠা-২২)

এই হল জুবাইর আলী যাই এর তাহকীক। যখন ইমাম সালমা বিন কাসিম (রহঃ) আহনাফের কোন বুযর্গকে 'সিক্কাহ' বলেন তখন সেটা যয়ীফ হয়ে যায়, পক্ষান্তরে যখন জুবাইর আলী যাই এর কোন পছন্দনীয় রাবীকে 'সিক্কাহ' বলে তখন সেই সনদের রাবীকে 'সিক্কাহ' এবং ইমামুল জারাহ ওয়া তা'দীল হয়ে যান।

১৮ নং স্ববিরোধিতা

'মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক' কিতাবটিকে কোথাও গ্রহণযোগ্য আবার কোথাও বর্জনযোগ্য বলেছেনঃ

'মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক' একটি হাদীসের বিখ্যাত কিতাব। এই কিতাবটি ইমাম আব্দুর রাযযাক (রহঃ) এর লেখা। এই কিতাবটিকে ইসহাক বিন ইবরাহীম আদদাবরী (রহঃ) রেওয়ায়েত করেছেন।

জুবাইর আলী যাই এই কিতাবের একটি বর্ণনা যা তাদের মাসলাকের বিপক্ষে ছিল সেটাকে যয়ীফ সাব্যস্ত করার জন্য এই কিতাবের মূল রাবী ইসহাক বিন ইবরাহীম আদদাবরী (রহঃ) কে জেরা করে তাঁকে যয়ীফ এবং অধিক ভূল বর্ণনাকারী বলেছেন। জুবাইর আলী যাই লিখেছেন,

"মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক এর রাবী আদদাবরী যয়ীফ এবং ভূল বর্ণনাকারী।......

মুসান্নাফ উঠিয়ে দেখুন। এর রাবীর নাম অনুসন্ধান করুন। এর মধ্যে কি আদদাবরী নেই? এবং এর কি তাসহিফাত হয়নি? তার সেই সময় কত বয়স ছিল যখন সে মুসান্নাফ শুনে ছিল?" (তা'দাদ কিয়ামে রমযান, পৃষ্ঠা-৪৮-৪৮)

জুবাইর আলী যাই এর দ্বিচারিতা দেখুন। 'মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক' কিতাবটিকে সন্দেহযুক্ত কিতাব প্রমাণ করার জন্য সেই কিতাবের মূল রাবী আদদাবরী (রহঃ)কে কিরকম হামলা করছেন। কিন্তু অন্য জায়গায় যখন এই 'মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক' কিতাবে নিজেদের মতবাদের পক্ষে কোন হাদীস পেয়ে যান তখন জুবাইর আলী যাই এর নিকট সেই কিতাব গ্রহণযোগ্য হয়ে যায় এবং এর সনদও সহীহ হয়ে যায়। উদাহারণস্বরুপ নিচে তার কয়েকটি নমূনা পেশ করা হল,

১) জুবাইর আলী যাই 'মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক' এর খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা-১৪০ থেকে মাআমর বিন রাশীদ একটি বর্ণনা থেকে দলীল গ্রহণ করে লিখেছেন, "এর সনদ সহীহ।" (আল হাদীস, ১৫/২২)

২) 'মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক' এর হাদীস নং-৬৪২৮ থেকে হযরত আবু হুরাইরাহ (রাঃ) একটি বর্ণনা থেকে দলীল গ্রহণ করে লিখেছেন, "এর সনদ সহীহ।" (আল হাদীস, ১৬/২৬)

৩) 'মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক' এর খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-৬৯ থেকে ওহাব বিন মিম্বার বর্ণনা থেকে দলীল গ্রহণ করে লিখেছেন, "এর সনদ সহীহ।" (নুরুল আইনাইন, পৃষ্ঠা-১৬২)

৪) হযরত আলী (রাঃ) ও হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) এর একটি হাদীসের ব্যাপারে জুবাইর আলী যাই লিখেছেন, "এই বর্ণনাটি 'মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক' এর মধ্যেও রয়েছে এবং এর সনদ সহীহ।" (আল ক্বাওলুল মাতীন, পৃষ্ঠা-৩৬)

৫) 'মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক' এর হাদীস নং-৬৩৪৭ থেকে আসার বর্ণনা করার পর লিখেছেন, "এই আসারটা সহীহ।" (আল হাদীস, ১৭/৪৩)

৬) 'মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক' এর খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা-৪৮৯-৪৯০ থেকে একটি বর্ণনা নকল করে লিখেছেন, "এর সনদ সহীহ।" (আল হাদীস, ১৭/৩৬)

এখন প্রশ্ন হল, এই 'মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক' এর বুনিয়াদী রাবী ইসহাক বিন ইবরাহীম আদদাবরী (রহঃ) যদি যয়ীফ হন তাহলে সেই 'মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক' এর বর্ণিত রেওয়ায়েতগুলিকে জুবাইর আলী যাই সহীহ বলেছেন সেটা আহলে হাদীস নামধারী গায়ের মুকাল্লিদদের কিরকম গায়ের মুকাল্লিদিয়ানা উসুল?

১৯ নং স্ববিরোধিতা

ইবনে হাজার মাক্কী (রহঃ) বিদআতী এবং গ্রহণযোগ্য দুটোইঃ

শাফেয়ী মাযহাবের বিখ্যাত আলেম আল্লামা ইবনে হাজার মাক্কী (রহঃ) এর মিশকাত শরীফের ব্যাখ্যাগ্রন্থের উপর জুবাইর আলী যাই বড়ই ক্রোধ প্রকাশ করে বলেছেন যে, ইবনে হাজার মাক্কী (রহঃ) কেন ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) এর মানাক্বিব (প্রশংসাসূচক) গ্রন্থ 'আল খাইরাতুল হিসান' লিখেছেন?

জুবাইর আলী যাই ইবনে হাজার মাক্কী (রহঃ) এর বিরুদ্ধে ক্রোধ প্রকাশ করতে গিয়ে লিখেছেন, "এই ব্যাক্তি নিজেই বিদআতী ছিল। সে হাদীসের বর্ণনার ব্যাপারে কঠিন যয়ীফ এবং মাতরুক।" (হাশিয়া ইবাদাত মে বিদআত, পৃষ্ঠা-১৬৫)

অন্য জায়গায় এই জুবাইর আলী যাই কাজ্জাব এবং মাতরুক রাবী মুহাম্মাদ বিন ইসহাককে 'সিক্কাহ' প্রমাণ করার জন্য এবং আল্লামা ইবনে হাজার মাক্কী (রহঃ) কে মাশায়েখদের মধ্যে গণ্য করেছেন এবং তাঁর নামের পাশে 'রহমাতুল্লাহি আলাইহে' বলে প্রশংসা করেছেন।" (নুরুল আইনাইন, পৃষ্ঠা-৪৩)

জুবাইর আলী যাই এর ইনসাফ দেখুন যখন ইবনে হাজার মাক্কী (রহঃ) ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) এর প্রশংসায় 'আল খাইরাতুল হিসান' লিখেছেন তখন তাঁকে বিদআতী, কঠিন যয়ীফ এবং মতরুক বলে গালিগালাজ করছেন কিন্তু এই ইবনে হাজার মাক্কী (রহঃ) যখন মুহাম্মাদ বিন ইসহাককে 'সিক্কাহ' বলেছেন তখন তাঁকে 'আল্লামা' আখ্যায়িত করে এবং তাঁর নামের পাশে 'রহমাতুল্লাহি আলাইহে' বলে প্রশংসা করেছেন এবং মাশায়েখদের মধ্যে গন্য করেছেন। কেননা এই মুহাম্মাদ বিন ইসহাক তিন তালাককে এক তালাক বলার রাবী। ধন্য লা মাযহাবীদের দ্বিচারিতার উপর।

২০ নং স্ববিরোধিতা

ইমাম জাসসাস (রহঃ) মুতাযিলাও ছিলেন এবং গ্রহণযোগ্যও ছিলেনঃ

ইমাম আবু বকর জাসসাস (রহঃ) এর 'আহকামুল কুরআন' এর উপর কঠিন অভযোগ করে বলেছেন যে তাঁকে মুতাযিলা বলা হয়েছে। (নসরুল বারী, পৃষ্ঠা-২০)

কিন্তু অন্য জায়গায় নিজেদের মাসলাক প্রমাণ করার জন্য এই ইমাম আবু বকর জাসসাস (রহঃ) এর 'আহকামুল কুরআন' থেকে দলীল গ্রহণ করে এর সনদকে সহীহ বলেছেন। তিনি লিখেছেন যে, "যদিও এই কিতাবে সহীহ সনদে হামলাকারীদের সেনাদের সেনাপতি আব্দুর রহমান বিন খালিদ বিন আল ওলিদ রয়েছে।"

এরপর জুবাইর আলী যাই ইমাম আবু বকর জাসসাস (রহঃ) এর ‘আহকামুল কুরআন’এর হাওয়ালা দিয়েছে। (আল হাদীস, ৬/৬-৭)

২১ নং স্ববিরোধিতা

ইমাম মালিক (রহঃ) কে প্রশংসাও করেছেন এবং অভিযোগও করেছেনঃ

জুবাইর আলী যাই ইমাম মালিক (রহঃ) এর প্রশংসা করে লিখেছেন, “আরয এটাই যে দারুল হিজরতের ইমামের ব্যাক্তিত্ব কোন কোন সাধারণ ব্যাক্তিত্ব নাকি? (অর্থাৎ মহান ব্যাক্তিত্ব)” [তা’দাদ কিয়ামে রমযান, পৃষ্ঠা-৭)

কিন্তু যখন এই ইমাম মালিক (রহঃ) ইমামের পিছনে ফাতেহা পড়ার হাদীসের ব্যাপারে সেই হাদীসের রাবী মুহাম্মাদ বিন ইসহাক জেরা করেছেন তখন জুবাইর আলী যাই এই দারুল হিজরতের ইমামের ব্যাক্তিত্বের উপর হামলা করে লিখেছেন, “এই হাদীসের একটি রাবী মুহাম্মাদ বিন ইসহাক বিন ইয়াসির একজন বিতর্কিত রাবী। ইমাম মালিক (রহঃ) ব্যাক্তিগত শত্রুতার জন্য একে কঠিন জেরা এবং নিশানা বানিয়েছেন।” (মাসআলা ফাতেহা খলফল ইমাম, পৃষ্ঠা-৪৩)

দেখুন জুবাইর আলী যাই এর বেয়াদবী। তারাবীহর নামাযের ব্যাপারে ইমাম মালিক (রহঃ) এর প্রশংসা করেছেন কিন্তু ইমাম মালিক যখন ইমামের পিছনে সুরা ফাতেহা পড়ার ব্যাপারে মুহাম্মাদ বিন ইসহাককে জেরা করছেন তখন যাই সাহেব ইমাম মালিককে ব্যাক্তিগত শত্রুতার অপবাদ দিয়ে সেই জেরাকে বাতিল সাব্যস্ত করছে। তবে যেহেতু ইমাম মালিক (রহঃ) ইমামের পিছনে সুরা ফাতেহা না পড়ার মত পোষন করতেন তাই জুবাইর আলী যাই সাহেবের যে ইমাম সাহেবেরর উপর ব্যাক্তিগত ক্রোধ তা আমাদের বুঝতে বাকি নেই।

২২ নং স্ববিরোধিতা

ইমাম বুখারী (রহঃ) এর থেকে বর্ণিত জেরা রাজেহ এবং মরজুহ দুটোইঃ

জুবাইর আলী যাই নিজেদের মাসলাকের পক্ষের হাদীসকে সমর্থন করতে গিয়ে ইমাম বুখারী (রহঃ) এর জেরাকে কঠিনভাবে গুরুত্ব দিয়েছেন। এমনকি নিজেদের মাসলাকের বিরোধী হাদীস বর্ণনাকারী রাবী ইয়াহইয়া বিন আবী সুলাইমানের বিরুদ্ধে ইমাম বুখারী (রহঃ) এর জেরাকে উল্লেখ করে ইবনে হাজার (রহঃ) এর হাওয়ালা দিয়ে লিখেছেন, "এর মাজরুহ হওয়ার ব্যাপারে ইমাম বুখারীর মত ইমামের এই জেরাটাই যথেষ্ট।" (নসরুল বারী, পৃষ্ঠা-২৬২)

কিন্তু এই ইমাম বুখারী (রহঃ) যখন জুবাইর আলী যাই এর পছন্দনীয় রাবীকে জেরা করেছেন তখন তাঁর দৃষ্টিতে ইমাম বুখারীর জেরার কোন গুরুত্ব থাকে না। একটি রাবীকে নিয়ে জুবাইর আলী যাই পর্যালোচনা করেছেন। সেই রাবীকে ইমাম বুখারী (রহঃ) জেরা করেছেন এবং ইমাম যাহাবী সেটাকে সমর্থন করেছেন। কিন্তু উক্ত দুই ইমামের জেরাকে বাতিল সাব্যস্ত করার জন্য জুবাইর আলী যাই লিখেছেন, "ইমাম বুখারীর এই বক্তব্য মারজুহ। যদিও ইমাম যাহাবী সেটাকে সমর্থন করেছেন।" (তুহফাতুল আকওয়া, পৃষ্ঠা-২০৯, ২১০, ৩৮৩)

জুবাইর আলী যাই ওয়ায়েস কারনী (রহঃ) এর ব্যাপারে লিখেছেন, ইমাম বুখারীর এর উপর জেরা করা সঠিক নয়। (আল হাদীস, ২২/১৪)

জুবাইর আলী যাই এর ইনসাফ দেখুন, ইমাম বুখারী (রহঃ) যখন তাদের মাসলাকের বিপক্ষের হাদীস বর্ণিত রাবীকে জেরা করছেন তখন সেটা মাজরুহ হবার জন্য ইমাম বুখারীর একা জেরাই যথেষ্ট। কিন্তু যখন জুবাইর আলী যাই এর মাসলাকের পক্ষের কোন হাদীসের রাবীকে ইমাম বুখারী জেরা করছেন তখন সেটা মাজরুহ হবার জন্য যথেষ্ট নয়। যদিও ইমাম যাহাবী থেকে শুরু করে অন্যান্য আয়েম্মারাও সেই জেরাটাকে গ্রহণ করে থাকেন।

২৩ নং স্ববিরোধিতা

কাযী আহমদ বিন কামিল ‘সিক্বাহ’ এবং ‘অপ্রমাণিত’ দুটোইঃ

কাযী আহমদ বিন কামিল (রহঃ) যখন ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ)কে ‘সিক্বাহ’ ঘোষণা করেছেন তখন জুবাইর আলী যাই কাযী আহমদ বিন কামিল (রহঃ) এর উপর ক্রোধ প্রকাশ করে লিখেছেন, “কাযী আহমদ বিন কামিল স্বয়ং নিজেই যয়ীফ। কোন গ্রহণযোগ্য মুহাদ্দিস থেকে তার ‘সিক্বাহ’ হওয়া প্রমাণিত নেই।” (আল হাদীস, ১৯/৪৬)

তিনি আরও লিখেছেন, “কাযী সাহেবের স্পষ্টতঃ ‘সিক্বাহ’ হওয়া কোন মুহাদ্দিস থেকে প্রমাণিত নেই। ইমাম দারাকুতনী বলেছেন যে, ‘সে হাদীসের ব্যাপারে অসাবধানতা অবলম্বন করত। কোন কোন সময় সে নিজের মুখস্ত শক্তি থেকে এমন এমন হাদীস বর্ণনা করত যা সেইসব কিতাবে থাকত না। অহংকার তাকে ধ্বংস করে দিয়েছে। (সাওয়ালাত, ১৭৬)’ বোঝা গেল সেই কিতাবের কোন সনদ নেই।” (আল হাদীস, ২/২৫)

এবার জুবাইর আলী যাই এর দ্বিচারিতা দেখুন। এই কাযী আহমদ বিন কামিল (রহঃ) এর একটি বর্ণনা যখন ইমাম মুহাম্মাদ বিন হাসান (রহঃ) এর বিরুদ্ধে রয়েছে তখন জুবাইর আলী যাই তৎক্ষনাৎ সেখান থেকে দলীল গ্রহণ করে ইমাম সাহেবকে হামলা করেছে। কাল পর্যন্ত যার ব্যাপারে সে বলছিল যে, সে নিজেই যয়ীফ, কোন গ্রহণযোগ্য মুহাদ্দিস থেকে তার ‘সিক্বাহ’ হওয়া প্রমাণিত নেই, তার ব্যাপারে সে বলতে শুরু করল যে, “আহমদ বিন কামিল বিন শাজরাহ আল কাযী আল বাগদাদীকে জুমহুর (অধিকাংশ) মুহাদ্দিসের নিকট ‘স্বদুক’ এবং হাসানুল হাদীস। ইবনে রাযকিয়া তাঁর প্রচুর প্রশংসা করেছেন। ইমাম হাকিম ও ইমাম যাহাবী (আল মুস্তাদরাক ও তালখীস ৪/৫২৪, হাদীস নং ৮৫৯৮) প্রভৃতিরা তাঁর হাদীসকে সহীহ বলেছেন। সুতরাং ইমাম দারাকুতনীর অভিযোগ মরদুদ।” (আল হাদীস, ৫৫/৩০-৩১)

জুবাইর আলী যাই এর হঠকারিতা ও জালিয়াতি দেখুন। যখন কাযী আহমদ বিন কামিল (রহঃ) ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ)কে ‘সিক্বাহ’ ঘোষণা করেছেন তখন জুবাইর আলী যাই কাযী আহমদ বিন কামিল (রহঃ) এর

উপর ক্রোধ প্রকাশ করে লিখেছেন, "কাযী আহমদ বিন কামিল স্বয়ং নিজেই যয়ীফ। কোন গ্রহণযোগ্য মুহাদ্দিস থেকে তার 'সিক্কাহ' হওয়া প্রমাণিত নেই।" এবং ইমাম দারাকুতনীর জেরাও উল্লেখ করছে।

পক্ষান্তরে এই কাযী আহমদ বিন কামিল (রহঃ) এর বর্ণনা ইমাম মুহাম্মাদ বিন হাসান (রহঃ) এর বিরুদ্ধে যাচ্ছে তখন সেটা সহীহ হয়ে যাচ্ছে। এবং ইমাম দারাকুতনীর জেরাও মরদুদ হয়ে যাচ্ছে। এর থেকে পাগলামো আর কি হতে পারে। এক কথায় যেন তেন প্রকারেন হানাফী মাযহাবের উক্ত দুই মুহাদ্দিসকে হেয় প্রতিপন্ন করতে পারলেই জুবাইর আলী যাই ও সমস্ত গায়ের মুকাল্লিদরা সন্তুষ্ট।

২৪ নং স্ববিরোধিতা

হুসাইন দারানীকে এক জায়গায় বলেছেন মুহাক্কিক ছিলেন অন্য জায়গায় বলেছেন মুহাক্কিক ছিলেন নাঃ

হুসাইন সলীম আসাদ দারানী মুসনাদের আবী ইয়ালা ও মুসনাদে হুমাইদী প্রভৃতি হাদীস গ্রন্থের তাহকীক লিখেছেন, সেই হুসাইন সলীম আসাদ দারানী মুসনাদের আবী ইয়ালার তাহকীক করতে গিয়ে জুবাইর আলী যাই এর মাসলাকের বিরোধী হয়ে গেছে এমন কথার প্রতিবাদ করতে গিয়ে যাই সাহেব উক্ত হুসাইন সলীম আসাদ দারানীকে মুহাক্কিকদের কাতার থেকেই বাইরে করে দিয়েছেন এবং লিখেছেন,

"হুসাইন সলীম আসাদ তো হাদীসের তাহকীকের ব্যাপারে যয়ীফ এবং অগ্রহণযোগ্য।" (আল হাদীস, ৪/১৩)

তিনি আরও লিখেছেন, "আবু ইদরিস এর সনদকে ইবনে ইদরিস (আব্দুল্লাহ বিন ইদরিস) মনে করে সেই বর্ণনাকে সহীহ বলে গন্য করা হুসাইন আদ দারীর মত ব্যাক্তিদেরই কাজ।" (আল হাদীস, ৪/১৩)

কিন্তু এই হুসাইন সলীম আসাদ দারানী যখন মাসআলা রফয়ে ইয়াদাইনের ব্যাপারে জুবাইর আলী যাই এর মাসলাকের পক্ষের হাদীসের ব্যাপারে সমর্থন করেছেন তখন এই কাজ্জাব জুবাইর আলী যাই তাঁকে মুহাক্কিকদের কাতারে শামিল করেছেন। এবং হুসাইন সলীম আসাদ দারানীর তাহকীককে চোখের মনী বানিয়ে

লিখেছে, "হুসাইন সলীম আসাদ দারানী এর তাহকীকে মুসনাদের হুমাইদীর প্রকাশিত গ্রন্থে 'ফালা ইয়ারফা' বা 'রফয়ে ইয়াদাইন করতেন না' শব্দটি নেই বরং রফয়ে ইয়াদাইন করার প্রমাণ রয়েছে।......হুসাইন সলীম আসাদ দারানীর নুসখায় উক্ত হাদীসের সনদ পেশ করা হল।" (নুরুল আইনাইন, পৃষ্ঠা-২১৮, নতুন সংস্করণ)

জুবাইর আলী যাই একটি হাদীসের ব্যাপারে লিখেছেন, "মুসনাদে আবী ইয়ালার মুহাক্কিক হুসাইন সলীম আসাদ দারানী লিখেছেন যে, এর সনদ যয়ীফ।" (আল হাদীস, ৩৩/৪৫)

সুতরাং এই হুসাইন সলীম আসাদ দারানী যখন জুবাইর আলী যাই এর মাসলাকের বিরুদ্ধে লিখছেন তখন তিনি যয়ীফ আর যখন পক্ষে লিখছেন তখন মহান মুহাক্কিক হয়ে যাচ্ছেন। এই হল জুবাইর আলী যাই গায়ের মুকাল্লিদের তাহকীক।

২৫ নং স্ববিরোধিতা

যে জেরার সনদ 'মুনক্বাতি' সেই সনদকে কখনো কবুল করেছেন কখনো বর্জন করেছেনঃ

জুবাইর আলী যাই ইমাম বুখারী (রহঃ) ইমাম আবু ইউসুফের বিরুদ্ধে একটি জেরা ইমাম ইয়াহইয়া (রহঃ), ইমাম ইবনে মাহদী (রহঃ) এবং ইমাম ওয়াকী (রহঃ) থেকে নকল করেছেন যদিও তা থেকে তাঁরা রুজু করে নিয়েছিলেন। সেই জেরাটি 'মুনক্বতি' কেননা, উক্ত তিন আয়েম্মাকে ইমাম বুখারী (রহঃ) এর সাক্ষাত এবং বর্ণনা প্রমাণিত নেই। এতদসত্বেও জুবাইর আলী যাই ইমাম আবু ইউসুফের বিরুদ্ধে সেই জেরাকে উল্লেখ করেছেন।

কিন্তু জুবাইর আলী যাই এর কিরকম বেইনসাফীর সীমা ছাড়িয়ে গেছে দেখুন। যখন একই রকম 'মুনক্বতি' বর্ণনা জুবাইর আলী যাই এর পছন্দনীয় রাবীর বিরুদ্ধে বর্ণিত হয়েছে তখন তিনি সেই বর্ণনাকে গ্রহণ করতে অস্বীকার করেছেন। উদাহারণস্বরুপ একটি রাবীর ব্যাপারে ইমাম ইবনে মায়ীন (রহঃ) এর বক্তব্য যে, "ইমাম শায়বা তাকে যয়ীফ বলতেন।" এটাকে বাতিল সাব্যস্ত করার জন্য জুবাইর আলী যাই লিখেছেন, "ইবনে মায়ীন ১৫৭ হিজরী সনে জন্মগ্রহণ করেছেন এবং শায়বা বিন আল জিজাজ ১৬০ হিজরী সনে ইন্তেকাল করেন। অর্থাৎ এই বর্ণনাটি 'মুনক্বতি' হওয়ার জন্য মরদুদ।" (আল হাদীস, ৩২/১৭)

অনুরুপভাবে জুবাইর আলী যাই এর একজন পছন্দনীয় রাবীর ব্যাপারে ইমাম আবু দাউদ (রহঃ) এর বক্তব্যকে খন্ডন করতে গিয়ে লিখেছেন, “সনদের ‘ইনক্বিতা’র জন্য তাঁর (ইমাম আবু দাউদ) বক্তব্য মরদুদ।” (আল ক্বাওলুল মাতীন, পৃষ্ঠা-২০)

অর্থাৎ হানাফীদের বিপক্ষের ‘মুনক্বতি’ জেরা গ্রহণযোগ্য আর গায়ের মুকাল্লিদদের বিপক্ষের ‘মুনক্বতি’ জেরা মরদুদ। এরকম দ্বিচারিতা গায়ের মুকাল্লিদদের ফ্যাক্টারি ছাড়া আর কোথাও পাওয়া যাবে না।

২৬ নং স্ববিরোধিতা

‘তারাকু’ শব্দের অর্থ কোথাও বলেছেন মতরুকুল হাদীস আবার কোথাও বলেছেন নয়ঃ

জুবাইর আলী যাই লিখেছেন, “এর অর্থ কখনোই এই নয় যে মুহাদ্দিসগণ বা কোন ইমাম কোন রাবী থেকে বর্ণনা তরক (ছেড়ে) করে দিয়েছেন তাহলে সেই রাবী মতরুক হয়ে যায়।” (আল হাদীস, ৫৫/২১)

কিন্তু অন্য জায়গায় একটি রাবীর ব্যাপারে জুবাইর আলী যাই লিখেছেন, “ইমাম বুখারী বলেছেন, “তরকু অর্থাৎ মুহাদ্দিসরা তাকে মতরুক বলেছেন।” (আল হাদীস, ৭১/৭) এই হল জুবাইর আলী যাই এর দ্বিচারিতা।

২৭ নং স্ববিরোধিতা

সনদের ‘ইনক্বিতা’ (সূত্র ছিন্ন) থাকার জন্য কখনো জেরাকে বাতিল কখনো সেখান থেকে দলীল নিয়েছেনঃ

ইমাম আবু দাউদ (রহঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে তিনি আব্দুল্লাহ বিন সালিম আল সাওরীকে আহলে বায়েতের শত্রু বলেছেন এবং তার ব্যাপারে এও বলেছেন যে সে হযরত আলী (রাঃ), হযরত আবু বকর (রাঃ) কে হত্যা করাতে আনন্দিত হয়েছিল। এবং আবু দাউদ (রহঃ) তাকে কঠিন সমালোচনা করেছেন।

জুবাইর আলী যাই ইমাম আবু দাউদের জেরাকে উল্লেখ করার পর জবাব দিতে গিয়ে লিখেছেন, “আজরির বক্তব্য অনুযায়ী ইমাম আবু দাউদ ২০২ হিজরী সনে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। (তাহযীব, ৪/১৫১)। আর আজরি বলেছেন, ‘আবু দাউদ থেকে বর্ণিত।’ আব্দুল্লাহ বিন সালিম ১৭৯ হিজরী সনে ইন্তেকাল করেন। (তাহযীব, ৫/২০০) অর্থাৎ তার মৃত্যুর ৩৩ বছর পর ইমাম আবু দাউদ জন্মগ্রহণ করেন। তাই তাঁর (ইমাম আবু দাউদের) বক্তব্য কিভাবে জানল? সুতরাং সনদের ‘ইনক্বিতা’র (সূত্র ছিন্ন হওয়ার) জন্য তার (আব্দুল্লাহ বিন সালিমের) কথা মরদুদ।” (আল ক্বাওলুল মাতীন, পৃষ্ঠা-২০)

পক্ষান্তরে জুবাইর আলী যাই ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) এর সাথে শত্রুতা পোষন করতে গিয়ে লিখেছেন যে, আবু যুরআ (রহঃ) ‘কিতাবুল যুআফা’ এর মধ্যে ইমাম আবু হানীফার ব্যাপারে খোলাখুলি বর্ণনা করেছেন। (খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-৬৬৪), তরজমা নং-৩৩৮) এবং বলেছেন যে ইমাম আবু হানীফা জাহমীয়া ফিরকার (অর্থাৎ অ-সুন্নী) লোক ছিলেন। ইমাম আবু যুরআ জনাব আবু হানীফাকে আহলে সুন্নত ওয়াল জামাআত থেকে বের করে বিদআতী ফিরকা জাহমীয়ার মধ্যে শামিল করে দিয়েছে।” (নসরুল বারী, পৃষ্ঠা-৩৬)

অথচ জুবাইর আলী যাই এর উসুলের ভিত্তিতে এই বর্ণনাটি ‘মুনক্বতি’ বা সূত্রছিন্ন। কেননা ইমাম আবু যুরআ (রহঃ) ২০২ হিজরী সনে জন্মগ্রহণ করেন (তাহযীবুত তাহযীব, ৪/২৪) পক্ষান্তরে ইমামে আযম আবু হানীফা (রহঃ) এর ইন্তেকার তাঁর জন্মের ৫২ বছর আগে ১৫০ হিজরী সনে হয়ে গেছে। (তাহযীব)

তাহলে জুবাইর আলী যাই উসুল দ্বারাই প্রশ্ন করছি যে ইমাম আবু যুরআ কিভাবে বুঝলেন যে ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) জাহমীয়া ফিরকার লোক ছিলেন?

জুবাইর আলী যাই এর বেইমানী ও বদদিয়ানতি সব সীমা ছাড়িয়ে গেছে। যখন তাঁর পছন্দনীয় রাবী আব্দুল্লাহ বিন সালিমের ব্যাপারে ইমাম আবু দাউদ (রহঃ) জেরা করছেন তখন এই বলে সেই জেরাকে বাতিল সাব্যস্ত করছেন যে আব্দুল্লাহ বিন সালিমের মৃত্যুর ৩৩ বছর পর ইমাম আবু দাউদ জন্মগ্রহণ করেছেন তাই সেই সনদ ‘মুনক্বতি’ বা সূত্রছিন্ন। কিন্তু অন্য জায়গায় এই বদবখত (হতভাগা) জুবাইর আলী যাই ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)কে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত থেকে বের করার জন্য ইমাম আবু যুরআ (রহঃ) এর দিকে মনসুব বা সম্বন্ধিত করা একটি বর্ণনার সাহয্য নিয়েছে। যদিও সেই বর্ণনায় ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) এবং ইমাম আবু যুরআ

(রহঃ) এর মধ্যে ৫২ বছরের সূত্রছিন্নতা রয়েছে। তাহলে কিভাবে এই বক্তব্য থেকে দলীল গ্রহণ করা যেতে পারে?

২৮ নং স্ববিরোধিতা

একা ইবনে হিব্বানের 'সিক্কাহ' বলাকে কোথাও গ্রহণ করেছেন কোথাও বর্জন করেছেনঃ

জুবাইর আলী যাই লিখেছেন, "খাজলা বিন আবী সুলাইমানকে একমাত্র ইবনে হিব্বান ছাড়া কেউ 'সিক্কাহ' বলেন নি।" (নসরুল বারী, পৃষ্ঠা-৮)

অন্য জায়গায় তিনি আরও লিখেছেন, "বোঝা গেল ইবনে হিব্বান মজহুল রাবীদেরকে 'সিক্কাহ' বলাতে শামিল ছিলেন।" (আল হাদীস, ৫৫/৪২)

এর দ্বারা পরিস্কার বোঝা গেল যে জুবাইর আলী যাই এর নিকট একা ইবনে হিব্বান কোন রাবীকে 'সিক্কাহ' বলে সেটা যথেষ্ট নয়। কিন্তু জুবাইর আলী যাই নিজের এই উসুলকে নিজেই কিভাবে জবাই করে ইবনে হিব্বানের একা 'সিক্কাহ' বলাকে সাহায্য নিয়ে কোন রাবীকে নিজেও 'সিক্কাহ' বলেছে। উদাহারণস্বরুপ আব্দুল্লাহ বিন আহমদ বিন সববীয়ার ইমাম আবু ইউসুফের বিরুদ্ধে একটি বর্ণনাকে শুধুমাত্র এই জন্যই সহীহ বলে দিয়েছেন যে সেই রাবীকে ইবনে হিব্বান (রহঃ) 'মুস্তাকীমুল হাদীস' বলেছেন। (আল হাদীস, ১৯/৫০)

এমনিতে জুবাইর আলী যাই এর নিকট একা কোন রাবীকে 'সিক্কাহ' বলাকে গ্রহণযোগ্য মনে করেন না কিন্তু হানাফীদের অন্যতম ইমাম হযরত আবু ইউসুফ (রহঃ) এর বিরুদ্ধে কোন বর্ণনা থাকলে আর সেই বর্ণনার রাবীকে একা ইবনে হিব্বান 'মুস্তাকীমুল হাদীস' বললে সেই রাবী 'সিক্কাহ' হয়ে যায়। হানাফী শত্রুতা আর কাকে বলে?

২৯ নং স্ববিরোধিতা

মুহাদ্দিসরা কোন হাদীসকে সহীহ বা হাসান বলার অর্থ সেই হাদীসের সমস্ত রাবীকে ‘সিক্বাহ’ এটাকে জুবাইর আলী যাই কোথাও গ্রহণযোগ্য বলেছেন আবার কোথাও অগ্রহণযোগ্যঃ

জুবাইর আলী যাই একটা উসুল লিখেছেন, “যদি কোন মুহাদ্দিস কোন বর্ণনা বা কোন সনদকে সহীহ অথবা হাসান বলেন তাহলে এর অর্থ এটাই যে সের বর্ণনার সমস্ত রাবী সেই মুহাদ্দিসের নিকট ‘সিক্বাহ’ এবং ‘স্বুদুক’ পর্যায়ের রাবী। এর পর সের সনদের কোন রাবীকে ‘মজহুল’ (অজ্ঞাত) বলাটা ভূল। (আল হাদীস, ৩২/১৪, নুরুল আইনাইন, পৃষ্ঠা-৫৩, নসরুল বারী, পৃষ্ঠা-১৭২, আল ক্বাওলুল মাতীন, পৃষ্ঠা-২০)

জুবাইর আলী যাই এর এই উসুল কেবলমাত্র নিজেদের জন্যই মানেন। এই উসুল দ্বারা যদি হানাফীদের ফায়দা হয় তখন জুবাইর আলী যাই পালটি মেরে চেঁচামেচি শুরু করে দেন এবং হানাফীদের পক্ষের হাদীস বর্ণনাকারী রাবীকে যয়ীফ সাব্যস্ত করার জন্য পাঁয়তারা শুরু করে দেন।

উদাহারণস্বরুপ, ইমাম মুহাম্মাদ বিন সাআদ (রহঃ) ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) এর বক্তব্য সনদসহ উল্লেখ করেছেন যে, “ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) বলেছেন, আমি হযরত আনাস বিন মালিক (রাঃ) কে বেশ কয়েকবার দেখেছি।” বিখ্যাত মুহাদ্দিস হাফিয শামসুদ্দীন যাহাবী (রহঃ) এই বর্ণনাটিকে বলেছেন, “নিঃসন্দেহে এই বর্ণনাটি সহীহ।” (মানাক্বিবে আবী হানীফা, পৃষ্ঠা-৭/৮)

জুবাইর আলী যাই এর বানানো উসুলের আলোকে এই বর্ণনার প্রত্যেক রাবী ‘সিক্বাহ’ হওয়া আবশ্যক। এবং কোন মুহাদ্দিস থেকে এই বর্ণনাকে জেরা করা প্রমাণিত নেই। বরং আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী (রহঃ) আল্লামা যাহাবী (রহঃ) এর সমর্থন করতে গিয়ে ‘ফাতাওয়া’ এর মধ্যে এই বর্ণনাটিকে সহীহ মেনেছেন। (দেখুন-উকুদুল জুম্মান, পৃষ্ঠা-৫০)

সুতরাং জুবাইর আলী যাই এর উসুল অনুযায়ী এর সনদ হাসান।

যেহেতু জুবাইর আলী যাই এর অপাদমস্তক ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) এর ব্যাপারে হিংসায় ভরপুর তাই তিনি এই বর্ণনাটিকে সহ্য করতে পারেন নি। তাই তিনি নিজের উসুলকে নিজেই জবাই করে দিয়ে ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) এর উক্ত বর্ণনার ব্যাপারে সন্দেহ ঢোকাতে শুরু করেন। এবং তিনি লেখেন, "এই বর্ণনার রাবী আবু বকর বিন আবী আমরু 'সিক্বাহ' হওয়াটা অজ্ঞাত। তাই বোঝা গেল যে, এই সনদ না ইবনে সাআত থেকে প্রমানিত আর না ইমাম আবু হানীফা থেকে প্রমাণিত। সুতরাং ইমাম যাহাবীর 'নিঃসন্দেহে এই বর্ণনাটি সহীহ' বলাটা ভূল। (আল হাদীস, ১৭/২০)

অনুরুপ জুবাইর আলী যাই অন্য একটি বর্ণনার ব্যাপারে লিখেছেন, "এই বর্ণনার ব্যাপারে নিমুবী সাহেব হাফিয হায়শামী থেকে উল্লেখ করেছেন যে, 'এর সনদ সহীহ' (আসারুস সুনান, পৃষ্ঠা-১২৫) এই বর্ণনার সনদ ইবরাহীম বিন মুহাম্মাদ আল বু'শরী অজ্ঞাত এবং মজহুল।" (আল হাদীস, ৫১/২৮)

অর্থাৎ জুবাইর আলী যাই থেকে শুরু করে সমস্ত গায়ের মুকাল্লিদের নিকট উক্ত উসুল, "যদি কোন মুহাদ্দিস কোন বর্ণনা বা কোন সনদকে সহীহ অথবা হাসান বলেন তাহলে এর অর্থ এটাই যে সের বর্ণনার সমস্ত রাবী সেই মুহাদ্দিসের নিকট 'সিক্বাহ' এবং 'স্বুদুক' পর্যায়ের রাবী। এর পর সের সনদের কোন রাবীকে 'মজহুল' (অজ্ঞাত) বলাটা ভূল।" শুধু তাদের নিজেদের জন্যই প্রযোজ্য হানাফীদের জন্য নয়।

৩০ নং স্ববিরোধিতা

বিদআতের দিকে আহ্বনকারী রাবীর বর্ণনাকে কোথাও গ্রহণযোগ্য বলেছেন কোথাও বর্জনযোগ্য বলেছেনঃ

জুবাইর আলী যাই সব সময় সবসময় জুমহুর উলামার নাম নিয়ে ঢাক পিটিয়ে বেড়ায় এবং প্রচার করে বেড়ায় যে জারাহ তা'দিলে মতভেদের সময় জুমহুর মুহাদ্দিসের কথায় প্রাধান্য পাবে। কিন্তু যখন কোন হাদীস তাঁদের মাসলাকের বিপক্ষে যায় তখন জুমহুর মুহাদ্দিসের রশি ছেড়ে দিয়ে কমসংখ্যক মুহাদ্দিসের পিছনে ছুটতে শুরু করেন। উদাহারণস্বরুপ, মুহাদ্দিসদের এ ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে যে, যদি বিদআতী রাবী নিজের বিদআতের দিকে যদি দায়ী (বা আহ্বানকারী) হয় তাহলে তার বর্ণনা গ্রহণযোগ্য হবে কি হবে না। স্বয়ং জুবাইর

আলী যাই ইবনে কাসীর (রহঃ) এর বক্তব্য নকল করেছেন যে, জুমহুর মুহাদ্দিসের নিকট এরকম বর্ণনা গ্রহণযোগ্য হবে না। যাই হোক ইমাম ইবনে কাসীর (রহঃ) এর 'ইখতেসার উলুমুল হাদীস' থেকে নকল করে লিখেছেন, "অর্থাৎ (বিদআতের দিকে) আহ্বানকারী এবং আহ্বান করে না এমন ব্যাক্তির ব্যাপারে পার্থক্য করা হবে কি হবে না? সেই প্রাচীন যুগ থেকে এ নিয়ে মতভেদ চলে আসছে। জুমহুর উলামা উটাই বলেছেন যে, আহ্বানকারী এবং আহ্বান করে না এমন ব্যাক্তির ব্যাপারে পার্থক্য করা হবে।" (আল হাদীস, ৫৫/৪৩)

অর্থাৎ বিদআতের দিকে আহ্বানকারীর বর্ণনা মরদুদ এবং বিদআতের দিকে আহ্বান করে না এমন ব্যাক্তির বর্ণনা গ্রহণযোগ্য হবে।

উপরিউক্ত হাওয়ালায় জুবাইর আলী যাই বিদআতের দিকে আহ্বানকারী বিদআতের দিকে আহ্বান করে না এমন ব্যাক্তির মধ্যে পার্থক্যকে জুমহুরের বক্তব্য বলে ঘোষনা করেছেন। কিন্তু অন্য এক জায়গায় জুমহুর মুহাদ্দিসদের বক্তব্যের বিরুদ্ধাচারণ করে লিখেছেন যে, "উত্তম কথা এটাই যে যদি রাবী জুমহুরের নিকট 'সিক্বাহ' এবং 'স্বুদুক' হয় তাহলে তার ত্রুটিমুক্ত বর্ণনা মুতলাকভাবে গ্রহণযোগ্য। যদিও সে নিজের বিদআতের দিকে আহ্বানকারী দায়ী হোক আর না ঝোক।" (নুরুল আইনাইন, পৃষ্ঠা-৬৩)

এই হল জুবাইর আলী যাই এর জুমহুর মুহাদ্দিসদেরকে গ্রহণ করার নমূনা। তিনি কেবল নিজেদের মতলবের হাদীসকে গ্রহণ করার ব্যাপারে জুমহুর মুহাদ্দিসদেরকে গ্রহণ করার কথা বলে থাকেন কিন্তু তাঁদের মতলবের বিরুদ্ধে কোন হাদীস থাকলে সেক্ষেত্রে তিনি জুমহুর মুহাদ্দিসদেরকে লাত্থি মেরে দূরে সরিয়ে দেন।

৩১ নং স্ববিরোধিতা

ইমাম ইবনে মাহদী (রহঃ) যার কাছ থেকে বর্ণনা নেন তাঁকে কোথাও বলেছেন 'সিক্বাহ' আবার কোথাও বলেছেন 'সিক্বাহ' নয়ঃ

জুবাইর আলী যাই নিজের পছন্দনীয় রাবী ইয়াকুব বিন আব্দুল্লাহ আলকামীকে 'সিক্বাহ' প্রামাণ করার জন্য লিখেছেন, "(আব্দুর রহমান) ইমাম ইবনে মাহদী এটাকে বর্ণনা করেছেন। (তাহযীবুত তাহযীব, খণ্ড-১১,

পৃষ্ঠা-৩৪২-৩৪৩) এবং ইমাম ইবনে মাহদী শুধুমাত্র 'সিক্বাহ' রাবী থেকেই বর্ণনা করেন। (তাদরীবুর রাবী, খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-৩১৭)।" [তা'দাত রাকআতে কিয়ামে রমযান, পৃষ্ঠা-১৭)

কিন্তু অন্য জায়গায় এই জুবাইর আলী যাই পালটি মেরে বলেছেন, "ইমাম আব্দুর রহমান ইবনে মাহদী ফাযাইলের ক্ষেত্রে জোরপুর্বক যয়ীফ রাবী থেকে হাদীস বর্ণনাকারী ছিলেন।" (আল হাদীস, ৪/৫)

এখন প্রশ্ন হল, জুবাইর আলী যাই এর বক্তব্য অনুযায়ী যদি আব্দুর রহমান ইবনে মাহদী ফাযাইলের ক্ষেত্রে যয়ীফ রাবীদের থেকেও বর্ণনা করতেন তাহলে এমন কেন দাবী করেছেন যে তিনি শুধুমাত্র 'সিক্বাহ' রাবী থেকেই হাদীস বর্ণনা করতেন। এটা কেমন ইনসাফ?

৩২ নং স্ববিরোধিতা

ইমাম বুখারী (রহঃ) কোন রাবী থেকে মুতাবাআত থেকে বর্ণনা করলে সেই রাবীকে কোথাও 'সিক্বাহ' আবার কোথাও যয়ীফ বলেছেনঃ

জুবাইর আলী যাই নিজের পছন্দনীয় রাবী মুআম্মাল বিন ইসমাইলকে 'সিক্বাহ' প্রমাণ করার জন্য একটা উসুল বানিয়েছেন যে, ইমাম বুখারী (রহঃ) যদি তাঁর সহীহ বুখারী গ্রন্থে যে রাবী থেকে মুতাবাআত বর্ণনা করেন তাহলে সেই রাবী ইমাম বুখারীর নিকট 'সিক্বাহ' বা গ্রহণযোগ্য। তাই জুবাইর আলী যাই লিখেছেন, "সহীহ বুখারীতে মুআম্মালের বর্ণনা রয়েছে। (দেখুন হাদীস নং ২৭০০, ৭০৮৩, ফাতহুল বারী) ইমাম মিযযী বলেছেন, এর থেকে বুখারী মুতাবাআত বর্ণনা নিয়েছেন। (তাহযীবুল কামাল, ১৮/৫২৭) হাফিয মুহাম্মাদ বিন তাহির আল মাকদেসী (মৃত্যু ৫০৭ হিজরী) একজন রাবীর ব্যাপারে লিখেছেন, 'বরং তিনি (বুখারী) বেশ কয়েক জায়গায় মুতাবাআত বর্ণনা নিয়েছেন তাতে পরিস্কার হয়ে যায় যে তিনি 'সিক্বাহ' বা নির্ভরযোগ্য। (সুরুতুল আয়েম্মাতুল সাতেয়া, পৃষ্ঠা-১৮) এর দ্বারা বোঝা গেল মুআম্মাল ইমাম বুখারীর নিকট 'সিক্বাহ' তিনি 'মুনকিরুল হাদীস' নন।" (আল হাদীস, ২১/১৯)

এখানে জুবাইর আলী যাই মুতাবাআত বর্ণনাকারী রাবীদেরকে 'সিক্বাহ' বলেছেন। কিন্তু অন্য জায়গায় জুবাইর আলী যাই নিজের এই উসুলকে নিজেই জবাই করে করে দিয়ে 'সহীহায়েন' (বুখারী ও মুসলিম) এর মুতাবাআত বর্ণনাকারী রাবীদেরকে যয়ীফও বলে দিয়েছেন। সেজন্য তিনি লিখেছেন,

"সহীহায়েন (বুখারী ও মুসলিম) এর রাবীগুলি 'সিক্বাহ' এবং 'স্বুদুক' হয়ে যাওয়ায় এটা দলীল নয় যে সহীহায়েন (বুখারী ও মুসলিম) এর মুতাবাআত বর্ণনাকারী রাবীরাও আবশ্যিকভাবে 'সিক্বাহ' এবং 'স্বুদুক' হয়ে যাবে। অকাট্য এবং স্পষ্ট দলীল দ্বারা প্রমাণিত যে সহীহায়েন (বুখারী ও মুসলিম) এর মুতাবাআতের মধ্য যয়ীফ এবং মজরুহ রাবীও রয়েছেন। উদাহারণস্বরুপ, ওমর বিন হামযা (মুসলিম শরীফ), আবু বকর বিন আয়াস (বুখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফ), ইয়াযীদ বিন আবী জিয়াদ (মুসলিম শরীফ) এবং ইবরাহীম বিন ইসমাইল বিন মজমী (বুখারী শরীফ, ৩২৯৯ মুতাবাআত) প্রভৃতি রাবীগণ যয়ীফ।" (আল হাদীস, ২৩/২১)

জুবাইর আলী যাই এর দ্বিচারিতা ও জালিয়াতি দেখুন আর তার হঠকারিতার উপর মাতম করুন।

৩৩ নং স্ববিরোধিতা

ইমাম বুখারী (রহঃ) এর সনদবিহীন বর্ণনাকে কোথাও নিয়েছেন আবার কোথাও ছেড়ে দিয়েছেনঃ

জুবাইর আলী যাই মুআম্মাল বিন ইসমাইলকে 'সিক্বাহ' প্রমাণ করার জন্য লিখেছেন, "ইমাম বুখারী (রহঃ) মুআম্মাল বিন ইসমাইল থেকে 'সহীহ বুখারী' এর মধ্যে শর্তের উপর নির্ভর করে বর্ণনা নিয়েছেন। সুতরাং সে (মুআম্মাল বিন ইসমাইল) তাঁর (ইমাম বুখারী) নিকট সহীহুল হাদীস অর্থাৎ 'সিক্বাহ' এবং স্বুদুক।" (আল হাদীস, ২১/২১)

কিন্তু অন্য জায়গায় এমন কয়েকজন এমন রাবী রয়েছেন যাঁদেরকে ইমাম বুখারী (রহঃ) শর্তের উপর নির্ভর করে তাঁদের বর্ণনা নিয়েছেন এবং সেই সাথে তাঁদেরকে 'সিক্বাহ'ও বলেছেন তা সত্ত্বেই জুবাইর আলী যাই তাঁদেরকে 'সিক্বাহ' ও 'স্বুদুক' মানতে রাজি নয়। উদাহারণস্বরুপ ইবরাহীম বিন ইসমাইল আল আনসারী

থেকে ইমাম বুখারী (রহঃ) শর্তের উপর নির্ভর করে তাঁর বর্ণনা নিয়েছেন এবং বলেছেন যে, “এর হাদীস লেখা যায়।” গায়ের মুকাল্লিদ মাওলানা ইরশাদুল হক আসরী বক্তব্য অনুযায়ী, এই রাবী ‘সিক্কাহ’। (তাওযীহুল কালাম, খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-২৩৪)

এতদসত্ত্বেও জুবাইর আলী যাই সেই ইবরাহীম বিন ইসমাইল আল আনসারীকে যয়ীফ বলেছেন। (দেখুন তুহফাতুল আকওয়া, পৃষ্ঠা-৯)

অনুরূপ ইমাম বুখারী (রহঃ) হারিশ বিন আবী মতর থেকে শর্তের উপর নির্ভর করে তাঁর বর্ণনা নিয়েছেন, তা সত্ত্বেও জুবাইর আলী যাই তাঁকে যয়ীফ বলেছেন। (তুহফাতুল আকওয়া, পৃষ্ঠা-৩৪)

এই হল জুবাইর আলী যাই এর জালিয়াতি ও প্রতারণা।

৩৪ নং স্ববিরোধিতা

জারাহ তা’দিলের ব্যাপারে শুধুমাত্র একজন মুহাদ্দিসের ফায়সালাকে কোথাও গ্রহণযোগ্য আবার কোথাও মরদুদ বলেছেনঃ

জুবাইর আলী যাই একটি উসুল লিখেছেন, “যদি কোন রাবীকে কিছু সংখ্যক মুহাদ্দিসও ‘সিক্কাহ’ বলে থাকে তাহলে সে আর মজহুল থাকে না বরং ‘সিক্কাহ’ ও ‘স্বদুক’ হয়ে যায়।” (আল হাদীস, ২৫/৪৫)

এর দ্বারা বুঝা যায় যে জুবাইর আলী যাই এর নিকট কোন রাবীকে ‘সিক্কাহ’ হতে গেলে একজন মুহাদ্দিস তাকে ‘সিক্কাহ’ বললে হবে না, বরং কিছু সংখ্যক মুহাদ্দিসের ‘সিক্কাহ’ হওয়ার ব্যাপারে সাক্ষী থাকা চায়। কিন্তু অন্য জায়াগায় জুবাইর আলী যাই নিজের এই বানানো উসুলকে নিজেই ভেঙ্গে দিয়ে আল্লামা ইবনে কাসীর (রহঃ) এর হাওয়ালা দিয়ে লিখেছেন, “সত্য এটাই যে জেরা তা’দিলের ব্যাপারে একজন মুহাদ্দিস ইমামের বক্তব্যই যথেষ্ট।” (আল হাদীস, ৫৫/৪০, হাওয়ালা ইখতেসার উলুমুল হাদীস)

এখন বলুন জুবাইর আলী যাই এর কোন কথাটি সত্য?

৩৫ নং স্ববিরোধিতা

মুহাদ্দিসরা সিক্বাহ বলা সত্ত্বেও রাবীকে কোথাও বলেছেন মজহুল আবার কোথাও বলেছেন মজহুল নয়ঃ

জুবাইর আলী যাই এটা স্বীকার করেছেন যে, কোন রাবীর ব্যাপারে কিছু সংখ্যক মুহাদ্দিস যদি ‘সিক্বাহ’ বলেন তাহলে সেই রাবীকে মজহুল বলা যাবে না। এতদসত্ত্বেও জুবাইর আলী যাই একটি রাবীর ব্যাপারে লিখেছেন, “তাঁকে ইমাম আবু হাতিম (রহঃ), ইমাম ইবনে হিব্বান (রহঃ) শক্তিশালী এবং ‘সিক্বাহ’ বলেছেন। পক্ষান্তরে ইমাম বুখারী (রহঃ) এবং ইমাম উকাইলী (রহঃ) তাকে দুর্বল বলেছেন। কিন্তু সেই রাবীটির হাল মজহুল। (তুহফাতুল আকওয়া, পৃষ্ঠা-১৯)

সুবহান আল্লাহ! দেখুন জুবাইর আলী যাই কত বড় মাপের মুহাক্কিক (আসলে জাল মুহাক্কিক) যে তিনি নিজেই স্বীকার করেছেন যে সেই রাবীকে ইমাম আবু হাতিম (রহঃ), ইমাম ইবনে হিব্বান (রহঃ) শক্তিশালী এবং ‘সিক্বাহ’ বলেছেন তবুও তাকে কিভাবে মজহুল বলা যাবে? তিনি এটা বলতে পারতেন ইমাম আবু হাতিম (রহঃ), ইমাম ইবনে হিব্বান (রহঃ) শক্তিশালী এবং ‘সিক্বাহ’ বলেছেন, কিন্তু ইমাম বুখারী (রহঃ) এবং ইমাম উকাইলী (রহঃ) এর জেরার মুকাবিলায় তা মরজুহ। তাই হাদীসটা যয়ীফ। কিন্তু দুইজন মুহাদ্দিস থেকে ‘সিক্বাহ’ প্রমাণিত হওয়া সত্ত্বেও তাকে মজহুল বলা জুবাইর আলী যাই এর মত জাল মুহাক্কিকেরই স্পর্ধা হতে পারে। মনে হয় জুবাইর আলী যাই এই লেখাগুলি লেখার সময় এই কবিতাগুলি পড়ছিলেন,

বক রহা হুঁ জুনুন মে ক্যা ক্যা
কুছ না সমঝে খুদা করে কোই।

৩৬ নং স্ববিরোধিতা

কোথাও বলেছেন সহীহায়েন এর মধ্যে কাদরীয়া ফিরকার রাবী আছে আবার কোথাও বলেছেন নেইঃ

জুবাইর আলী যাই সহীহায়েনের (বুখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফ) মধ্যে কোন কাদরীয়া ফিরকার রাবী রয়েছে এটা জোরালোভাবে অস্বীকার করেছেন। আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী (রহঃ) জুবাইর আলী যাই এর পছন্দীনীয় রাবীর ব্যাপারে বহু আগেই অভিযোগ দিয়েছেন যে সে কাদেরিয়া ফিরকার লোক ছিল। এটাকে জুবাইর আলী যাই খণ্ডন করতে গিয়ে লিখেছেন, "সহীহায়েনে (বুখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফ) থাকার জন্য এই রাবীর উপর কাদেরিয়া ফিরকার হওয়ার অভিযোগ মরদূদ।" (আল ক্বাওলুল মাতীন, পৃষ্ঠা-৩৩)

কিন্তু অন্য জায়গায় নিজেই ঘোষনা করেছেন, "সহীহায়েনের (বুখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফ) মধ্যেও একটি দলের হাদীস রয়েছে যাদের উপর কাদেরিয়া হওয়ার অভিযোগ রয়েছে। উদাহারণস্বরুপ, ক্বাতাদা তাবেয়ী প্রভৃতি।" (নুরুল আইনাইন, পৃষ্ঠা-৯৫)

অন্য জায়গায় লিখেছেন, "বিদআতীদের মধ্যে কাদেরিয়া প্রভৃতিদের বর্ণনা সহীহায়েনের (বুখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফ) মধ্যে মওজুদ রয়েছে।" (আল হাদীস, ৩৩/১১)

এবার বলুন জুবাইর আলী যাই এর কোন কথাটি সত্য?

৩৭ নং স্ববিরোধিতা

জাহমী ফিরকার রাবীকে কোথাও গ্রহণযোগ্য বলেছেন আবার কোথাও বর্জনযোগ্য বলেছেনঃ

জুবাইর আলী যাই লিখেছেন, "বিদআত হল দুই প্রকার,

১) বিদআতে মুফাসসাকাহ كبدعة الخوارج (খাওয়ারেজ) [দেখুন ফাতহুল বারী, খণ্ড-১০, পৃষ্ঠা-৪৬৬, হাদীয়ুস সারী, পৃষ্ঠা-৩৮৭]

২) বিদআতে মুকাফফারা كبدعة الجهمية (জাহামীয়া)

যদি বিদআতে মুকাফফারা হয় তাহলে সেই ব্যাক্তির বর্ণনা মরদূদ। (দেখুন ইখতেসার উলুমুল হাদীস, ইবনে কাসীর, পৃষ্ঠা-৮৭) [বিদআতী কে পিছে নামায কা হুকুম, পৃষ্ঠা-৮)

এই শ্রেণীবিভাগ থেকে জানা গেল জুবাইর আলী যাই এর নিকট জাহমীয়া ফিরকার লোকেরা বিদআতে মুকাফফারার অন্তর্গত। এবং জাহমীয়া ফিরকার রাবীর বর্ণনা মরদূদ। কিন্তু অন্য জায়গায় জুবাইর আলী যাই লজ্জা শরমের মাথা খেয়ে জাহমীয়া ফিরকার বিদআতী রাবীর বর্ণনাকে গ্রহণযোগ্য বলে লিখেছেন, "মাযহাবী দ্বন্দ হাদীস সহীহ হওয়ার বিরুদ্ধে চলে যায় না। উদাহারণস্বরুপ যে রাবীর ব্যাপারে 'সিক্কাহ' এবং 'স্বদুক' হওয়াটা প্রমাণিত হয়ে গেছে সেই রাবী কাদেরিয়া, খারেজী, শিয়া, মু'তাযিলা, জাহমীয়া প্রভৃতি হয়ে যাওয়াটা হাদীস সহীহ হওয়ার বিপরীত হয় না।" (নুরুলুল আইনাইন, পৃষ্ঠা-৫৯)

এবার বলুন জুবাইর আলী যাই এর কোন কথাটি সত্য?

৩৮ নং স্ববিরোধিতা

রাবী যদি নিজের বর্ণনার বিরুদ্ধে ফতোয়া দেয় তাহলে কোথাও গ্রহণযোগ্য বলেছেন আবার কোথাও বর্জনযোগ্য বলেছেনঃ

জুবাইর আলী যাই ইমামের পিছনে সুরা ফাতেহা না পড়ার সহীহ হাদীসকে অস্বীকার করতে গিয়ে বাহানা বলেছেন যে যেহেতু এই বর্ণনাটি উক্ত হাদীসের রাবী আবু হুরাইরাহ (রাঃ) এর ফতোয়ার বিপরীত তাই সেজন্য

সেই বর্ণনাটি মনসূখ। সেজন্য তিনি লিখেছেন, “এই বর্ণনাটি শাহিদ এবং সেই সাথে সহীহ। কিন্তু রাবীর (আবু হুরাইরা) ফতোয়ার কারণে মনসুখ।” (নসরুল বারী, পৃষ্ঠা-২৮৬)

অন্যত্র লিখেছেন, “রাবীর আমলের পর এই বর্ণনাকে রফয়ে ইয়াদাইন ছাড়ার ব্যাপারে দলীল গ্রহণ করা উক্ত হাদীসের রাবীর বিরোধীতা করার সামিল।” (আল হাদীস, ২৩/৫১)

কিন্তু জুবাইর আলী যাই যখন দেখলেন এই উসুল দ্বারা তাঁদের নিজেদের পক্ষের হাদীস মনসুখ হয়ে যাচ্ছে তখন তিনি পাঁয়তারা পরিবর্তন করে লিজের উসুলকে নিজেই জবাই করে দিলেন এবং লিখলেন, “এই উসুলটাই মুখতালাত ফিহ। মুহাদ্দিসদের একটি জামাআত এই উসুলের বিরোধী রয়েছেন এবং তাঁরা বলেন যে, সতর্কবানী তো বর্ণনার মধ্যে রয়েছে রাবীর মধ্যে তো নেই।” (তা’দাত রাকআতে কিয়ামে রমযান, পৃষ্ঠা-১৯২)

জুবাইর আলী যাই এর দুমুখো নীতি দেখুন ইমামের পিছনে সুরা ফাতেহা না পড়ার সহীহ হাদীস হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত থাকলেও তিনি সেটাকে তাঁর ফতোয়ার বিপরীত বলে মানতে অস্বীকার করছেন কিন্তু সেই উসুল দিয়ে তাঁদেরই কোন আমল মনসুখ হয়ে যাচ্ছে দেখে সেটাকে ‘মুখতালাফ ফিহ’ বলে পলায়ন করেছেন। এর থেকে জালিয়াতি আর কি হতে পারে?

৩৯ নং স্ববিরোধিতা

মুআত্তা ইমাম মালিকের সমস্ত বর্ণনাকে কোথাও সহীহ আবার কোথাও যয়ীফ বলেছেনঃ

জুবাইর আলী যাই ‘মুআত্তা ইমাম মালিকের নিজেদের মতবাদের পক্ষের একটি হাদীসকে সহীহ সাব্যস্ত করার জন্য লিখেছেন, “শাহ ওয়ালীউল্লাহ দেহলবী (রহঃ) ‘আহলুল হাদীস’ থেকে নকল করেছেন যে মুআত্তার সমস্ত হাদীস সহীহ।” (তা’দাদ রাকআতে কিয়ামে রমযান, পৃষ্ঠা-২৩)

কিন্তু অন্য জায়গায় এই জুবাইর আলী যাই পালটি মেরে মুআত্তা ইমাম মালিকের বেশ কয়েকটি হাদীসকে সহীহ মানতে অস্বীকার করেছেন। উদাহারণস্বরুপ, দেখুন 'তা'দাদ রাকআতে কিয়ামে রমযান, পৃষ্ঠা-২৫, মাসিক আল হাদীস পত্রিকার সংখ্যা-৩০/৪, ৩৬/১২ প্রভৃতি।

৪০ নং স্ববিরোধিতা

'আল মুখতার'এ কোন হাদীস থাকা মানেই সহীহ' এটাকে কোথাও মেনেছেন আবার কোথাও মানেননিঃ

জুবাইর আলী যাই একটা উসুল লিখেছেন যে হাফিয জিয়া মাকদেসী (রহঃ) এর কিতাব 'আল মুখতার' এ কোন হাদীস বর্ণনা করা মানেই সেই হাদীস সহীহ। সেজন্য একজন রাবীকে 'সিক্কাহ' প্রমাণ করার জন্য জুবাইর আলী যাই লিখেছেন, "হাফিয জিয়া আল মাকদেসী সেই হাদীসকে 'আল মুখতার' এ এনে প্রমাণ করে দিয়েছেন যে সেই রাবী 'সিক্কাহ' বা নির্ভরযোগ্য।" (আল হাদীস, ৬/১১)

অন্য জায়গায় তিনি একটি হাদীসকে সহীহ প্রমাণ করার জন্য লিখেছেন, "জিয়া আল মাকদেসী 'আল মুখতার'এ এই আসারটাকে এনে প্রমাণ করে দিয়েছেন যে সেটা সহীহ।" (তা'দাদ রাকআতে কিয়ামে রমযান, পৃষ্ঠা-২০)

কিন্তু অন্য জায়গায় যখন হাফিয জিয়া আল মাকদেসী 'আল মুখতার' এ খণ্ড-৫, পৃষ্ঠা-২৪৬ এর মধ্যে একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন যা জুবাইর আলী যাই এর মতবাদের বিরোধী তখন পালটি মেরে দিয়েছেন এবং সেই হাদীসকে সহীহ মানতে অস্বীকার করে সেটাকে যয়ীফ বলেছেন। তাই জুবাইর আলী যাই লিখেছেন, "এই হাদীসের সনদে হাফস বিন আয়াস নামক মুদাল্লিস রাবীর তাদলীদের জন্য যয়ীফ।" (আল হাদীস, ১৭/৪১)

তিনি অন্য জায়গায় হাফিয জিয়া আল মাকদেসী 'আল মুখতার' এর একটি হাদীসের ব্যাপারে লিখেছেন, "এই হাদীসের সনদে আব্দুর রহমান বিন ইসহাক আল ওয়াসেতী থাকার জন্য যয়ীফ।" (আল হাদীস, ৫৭/৪)

দেখুন জুবাইর আলী যাই এর দ্বিচারিতা। যখন তাঁদের মসলকের পক্ষে কোন হাদীস রয়েছে তখন হাফিয জিয়া আল মাকদেসী ‘আল মুখতার’ কিতাবের সব হাদীসকে সহীহ বলছেন কিন্তু যখন তাদের মতবাদের বিপক্ষে হাদীস চলে আসছে তখন হাফিয জিয়া আল মাকদেসী ‘আল মুখতার’ এর হাদীসগুলি যয়ীফ ইয়ে যাচ্ছে। জুবাইর আলী যাই কোন মুহাদ্দিস নাকি পাগলা গারদ থেকে পালিয়ে যাওয়া কোন মেন্টাল রোগী।

৪১ নং স্ববিরোধিতা

আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী (রহঃ) যে হাদীস বর্ণনা করার পর ‘স্বুক্রুত’ গ্রহণ করেছেন তাকে জুবাইর আলী যাই কোথাও হাসান আবার কোথাও যয়ীফ বলেছেনঃ

জুবাইর আলী যাই নিজেদের মতবাদের পক্ষের কোন হাদীসকে সহীহ প্রমাণ করার জন্য একটি উসুল বর্ণনা করেছেন যে আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী (রহঃ) ‘ফাতহুল বারী’ তে কোন বর্ণনাকে উল্লেখ করে যদি তার উপর ‘স্বুক্রুত’ গ্রহণ করেন তাহলে সেই বর্ণনাটি কমপক্ষে হাসান হয়ে যায়। তাই জুবাইর আলী যাই একটি হাদীসকে সহীহ প্রমাণ করার জন্য লিখেছেন,

“হাফিয আব্দুল মান্নান বলেছেন যে, হাফিয ইবনে হাজার উকবা বিন আমির (রাঃ) এর এই আসারকে ‘ফতহুল বারী’তে উল্লেখ করে ‘স্বুক্রুত’ গ্রহণ করেছেন। (দেখুনঃ খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-১৭৩, ১৭৪) সুতরাং তাঁর শর্ত অনুযায়ী এই আসারটি তাঁর নিকট কমপক্ষে হাসান হওয়া আবশ্যিক।” (নুরুল আইনাইন, পৃষ্ঠা-১৭১)

কিন্তু আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী (রহঃ) যখন তাঁর কিতাবে জুবাইর আলী যাই এর মতবাদের বিপক্ষে কোন হাদীস উল্লেখ করার পর ‘স্বুকুত’ গ্রহণ করেন তখন জুবাইর আলী যাই নিজের এই উসুল মানতে অস্বীকার করে পালটি মারেন। উদাহারণস্বরুপ, আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী (রহঃ) তাঁর ‘ফাতহুল বারী’ তে ২০ রাকআত তারাবীহর ব্যাপারে সম্বন্ধিত দুটি বর্ণনা উল্লেখ করে ‘স্বুকুত’ গ্রহণ করেছেন। যেহেতু এই দুটি বর্ণনাই জুবাইর আলী যাই এর মতবাদের বিপক্ষে সেজন্য উক্ত দুই বর্ণনাকে হাসান অথবা সহীহ না বলে যয়ীফ বলেছেন। (দেখুনঃ তা’দাত রাকআতে কিয়ামে রমযান, পৃষ্ঠা-২৩)

দেখুন জুবাইর আলী যাই এর দু-মুখো নীতি। আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী (রহঃ) তাদের মতবাদের পক্ষের কোন হাদীস বর্ণনা করার পর 'স্বুকুত' গ্রহণ করলে সেটা হাসান ও সহীহ আর হানাফী মাযহাবের পক্ষে কোন হাদীস উল্লেখ করার পর 'স্বুকুত' গ্রহণ করলে সেটা যয়ীফ হয়ে যায়। এরকম পাগলের মত উসুল গায়ের মুকাল্লিদদের ফ্যাক্টারীতেই পাওয়া যায়।

৪২ নং স্ববিরোধিতা

সহীহ ইবনে আওয়ানাহর রাবীকে কোথাও 'সিক্বাহ' আবার কোথাও মওযু বলেছেনঃ

জুবাইর আলী যাই আব্দুল হামীদ বিন জা'ফর এবং মুহাম্মাদ বিন আমরু বিন আত্বা প্রভৃতি পছন্দনীয় রাবীদেরকে 'সিক্বাহ' প্রমাণ করার জন্য একটা উসুল লিখেছেন যে, "ইমাম আবু আওয়ানাহ নিজের সহীহ কিতাবে কোন রাবীর ব্যাপারে বর্ণনা করা এ ব্যাপারে দলীল যে সেই রাবী তাঁর নিকট 'সিক্বাহ' এবং তাঁর সেই হাদীস সহীহ।" (আল হাদীস, ১৮/১৭-১৮)

তিনি আরও লিখেছেন, "তাঁর সহীহ কিতাবে কোন রাবীকে 'সহীহ' বলে ইখরাজ করা মানেই সেই রাবী তাঁর নিকট 'সিক্বাহ' বা নির্ভরযোগ্য।" (তা'দাদ রাকআতে কিয়ামে রমযান, পৃষ্ঠা-৭১)

কিন্তু কোন রাবী যখন সহীহ আবু আওয়ানাহতে জুবাইর আলী যাই এর মতবাদের বিপক্ষে বর্ণনা করেন তখন সেই রাবীকে 'সিক্বাহ' এবং সহীহ মানতে রাজী নন। উদাহারণস্বরুপ, ইমামে আযম আবু হানীফা (রহঃ) এর ছাত্র ইমাম হাসান বিন জিয়াদ লাওলাবী (রহঃ) এর একটি বর্ণনা সহীহ আবু আওয়ানাহর মধ্যে এসেছে। জুবাইর আলী যাই এর বানানো উসুল দ্বারা ইমাম হাসান বিন জিয়াদ লাওলাবী (রহঃ) 'সিক্বাহ' হওয়াটা প্রমাণ হয়। কিন্তু এখানে জুবাইর আলী যাই নিজের বানানো উসুললে নিজেই জবাই করে দিয়ে কেবলমাত্র হানাফীদের প্রতি শত্রুতাকে জাগ্রত করার জন্য এবং রাগের বশবর্তী হয়ে ইমামে আযম আবু হানীফা (রহঃ) এর ছাত্র ইমাম হাসান বিন জিয়াদ লাওলাবী (রহঃ) কে 'সিক্বাহ' না মেনে আসওয়াসা সৃষ্টি করা শুরু করেন। সেজন্য তিনি লিখেছেন, "সহীহ আবী আওয়ানাহর মধ্যে তো আব্দুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ আল লাওলাবীর মত রাবীর মওজু হাদীসও মওজুদ রয়েছে।" (আল হাদীস, ১৬/৩৫)

জুবাইর আলী যাই এর দ্বিচারিতা দেখুন। তিনি নিজেদের মতবাদের পক্ষের রাবীকে 'সিক্কাহ' প্রমাণ করার জন্য এটা দাবী করছেন যে, 'সহীহ আবী আওয়ানা'র মধ্যে কোন রাবী থাকাটাই রাবীটার 'সিক্কাহ' এবং হাদীস সহীহ হওয়ার দলীল। কিন্তু অন্যদিকে হানাফীদের প্রতি শত্রুতার জন্য তিনি নিজের উসুলকে অমান্য করে বলছেন যে সহীহ আবু আওয়ানাহতে কাজ্জাব এবং মওজু রাবীদের হাদীসে ভরপুর রয়েছে।

তাহলে এই জুবাইর আলী যাইকে দাজ্জাল ও কাজ্জাব বলা যাবে বা না তো কি বলা যাবে?

৪৩ নং স্ববিরোধিতা

যে হাদীসের ব্যাপারে ইমাম আবুব দাউদ (রহঃ) 'স্বুক্কুত' গ্রহণ করেছেন সেই হাদীসকে কোথাও হাসান হওয়ার দলীল বলেছেন আবার নয়ও বলেছেনঃ

হাফিয ইবনুস স্বালাহ (রহঃ) বলেছেন যে, "যে হাদীসের ব্যাপারে ইমাম আবু দাউদ (রহঃ) 'স্বুক্কুত' গ্রহণ করেন সেই হাদীস হাসান হয়ে যায়।" এই কথার প্রতিবাদ করতে গিয়ে জুবাইর আলী যাই লিখেছেন, "ইবনুস স্বালাহ উক্ত বক্তব্য সঠিক নয়। বরং এটাই সঠিক যে ইমাম আবু দাউদ 'স্বুক্কুত' গ্রহণ করলে সেই হাদীস হাসান হওয়ার দলীল নয়।" (আল হাদীস, ৫১/৪০)

কিন্তু অন্য জায়গায় জুবাইর আলী যাই স্বয়ং ইমাম আবু দাউদ (রহঃ) এর 'স্বুকুত' এর সাহায্য নিয়ে নিজের পছন্দনীয় রাবীকে 'সিক্কাহ' প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন। উদাহারণস্বরুপ, মাসরাহ বিন হায়ানকে 'সিক্কাহ' প্রমাণ করার জন্য লিখেছেন, "আবু দাউদ এর হাদীসের উপর 'স্বুকুত' গ্রহণ করেছেন।" (নুরুল আইনাইন, পৃষ্ঠা-১৭১)

এখন প্রশ্ন হল, যখন জুবাইর আলী যাই নিজে বলছেন যে, ইমাম আবু দাউদ 'স্বুক্কুত' গ্রহণ করলে সেই হাদীস হাসান হওয়ার দলীল নয় তাহলে মাসরাহ বিন হায়ানের ব্যাপারে ইমাম আবু দাউদ (রহঃ) 'স্বুক্কুত' গ্রহণ করলে সেই হাদীস হাসান হয় কি করে? এটা কি জুবাইর আলী যাই এর স্পষ্ট দ্বিচারিতা নয়?

৪৪ নং স্ববিরোধিতা

আল্লামা ইবনে কাসীর (রহঃ) এর বক্তব্যকে কোথাও গ্রহণযোগ্য আবার কোথাও বাতিল বলেছেনঃ

জুবাইর আলী যাই সুনানে আবী দাউদের একটি বর্ণনা সম্পর্কে হাফিয ইবনে কাসীর (রহঃ) এর বক্তব্য উল্লেখ করে লিখেছেন, "ইবনে মাদীনী এবং তিরমিযীর একটি বক্তব্য হল, এই হাদীসের সনদ শক্তিশালী নয় আর সেটা মাওলা আবী বকরের জেহালতের (মূর্খতার) জন্যই। কিন্তু সেই ব্যাক্তির জেহালত (মূর্খতা) অনিষ্টকারক নয়। কেননা তিনি বড় তাবেয়ীন ছিলেন। আর এ জন্য আবু বকরের নিসবতটাই যথেষ্ট। আল্লাহই ভাল জানেন।"

জুবাইর আলী যাই এই বক্তব্যকে উল্লেখ করার পর তাহকীক করতে গিয়ে লিখেছেন, "এই বক্তব্য যদিও মরজুহ কিন্তু এর দ্বারা বোঝা গেল যে আব্দুল্লাহ বিন আল কাসিম, হাফিয ইবনে কাসীরের নিকট হাসানুল হাদীস।" (নুরুল আইনাইন, পৃষ্ঠা-১৯১-১৯২)

দেখুন জুবাইর আলী যাই এর আশ্চর্য্য তাহকীক। যখন হাফিয ইবনে কাসীর (রহঃ) এর বক্তব্য জুবাইর আলী যাই এর নিকট মরজুহ হয় তাহলে তাঁর নিকট আব্দুল্লাহ বিন আল কাসিমের হাসানুল হাদীস হওয়াটা কিভাবে প্রমাণিত হয়?

৪৫ নং স্ববিরোধিতা

সায়ীদ বিন আল মুসায়্যিব (রহঃ) এর বক্তব্যকে প্রমাণিত নয় বলেছেনঃ

জুবাইর আলী যাই হযরত সায়ীদ বিন আল মুসায়্যিব এর দিকে সম্বন্ধিত একটি বক্তব্যের ব্যাপারে লিখেছেন যে, "সায়ীদের এই বক্তব্যটি সায়ীদ থেকে প্রমাণিত নয়।" (ইবাদাত মে বিদআত, পৃষ্ঠা-১৬৭)

লক্ষ্য করুন জুবাইর আলী যাই কিরকম পাগল অবস্থায় রয়েছেন যে, তিনি নিজেও জানেন না যে তিনি কি লিখছেন। তিনি এখানে স্বীকার করছেন যে উক্ত কথাটি সায়ীদের আবার সঙ্গে সঙ্গে অস্বীকার করছেন যে সায়ীদ থেকে কথাটি প্রমাণিত নয়। এখন যদি এই বক্তব্য সায়ীদ (রহঃ) থেকে প্রমাণিত নয় তাহলে এটা তাঁর কথা কিভাবে হতে পারে?

৪৬ নং স্ববিরোধিতা

ইমাম ইবনুল কায়েস (রহঃ) এর সনদকে কোথাও জ্ঞাত আবার কোথাও অজ্ঞাত বলেছেঃ

আল্লামা যাহাবী (রহঃ) উদ্ধৃতিসহকারে ইমাম ইবনুল কায়েস ইয়াহইয়া (রহঃ), ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) থেকে ইমাম মুহাম্মাদ বিন হাসান শায়বানী (রহঃ) এর প্রশংসা নকল করেছেন সেটাকে জুবাইর আলী যাই বাতিল সাব্যস্ত করতে গিয়ে লিখেছেন, "এই বর্ণনাটি দুটি কারণে মরদূদ,

১) ইবনে কায়েস ইয়াহইয়া পর্যন্ত সনদ অজ্ঞাত।

২) হাফিয যাহাবী 'বক্তব্যটি মুনকির' বলে গণ্য করেছেন। আর এটা প্রকাশ্য যে রাবী নিজের বর্ণনাকে অন্যের থেকে বেশী জানেন।" (আল হাদীস, ৫৫/৩২)

জুবাইর আলী যাই যে এর এই দুটি শ্রেণীবিভাগ করেছেন তা পরস্পরবিরোধী। ১ নং এ তিনি বলেছেন যে হাফিয যাহাবী (রহঃ) থেকে ইবনে কায়েস ইয়াহইয়া (রহঃ) পর্যন্ত সনদ অজ্ঞাত। কিন্তু ২ নং এ তিনি হাফিয যাহাবী (রহঃ) কে এই সনদের রাবী বলে গণ্য করছেন। এখন যদি হাফিয যাহাবী (রহঃ) থেকে ইবনে কায়েস ইয়াহইয়া (রহঃ) পর্যন্ত সনদ অজ্ঞাত হয় তাহলে জুবাইর আলী যাই ইমাম যাহাবী (রহঃ) কে এই সনদের রাবী কিভাবে বলতে পারেন? আর যদি ইমাম যাহাবী (রহঃ) সত্যই এই সনদের রাবী হন তাহলে এই সনদটি অজ্ঞাত থাকে কি করে?

যে ফিরকায় জুবাইর আলী যাই এর মত ব্যাক্তি মুহাক্কিকের স্থানে রয়েছেন সেই ফিরকা থেকে আমাদেরকে আল্লাহ হিফাজত করুন।

৪৭ নং স্ববিরোধিতা

‘মুদাল্লিস’ রাবীর ‘আন’ দিয়ে বর্ণনাকে কোথাও গ্রহণযোগ্য আবার কোথাও বর্জনযোগ্য বলেছেনঃ

জুবাইর আলী যাই লিখেছেন, “মুদাল্লিস রাবীর ‘আন’ দ্বারা বর্ণনা গ্রহণযোগ্য নয়। মুদাল্লিসের ‘আন’ দ্বারা বর্ণনা সবসময় যয়ীফ হয়।” (হাদিয়াতুল মুসলেমীন, পৃষ্ঠা-৮৮)

তিনি অন্যত্র লিখেছেন, “সাধারণ তালিবে ইলমরাও (ছাত্র) জানে যে মুদাল্লিসের ‘আন’ দ্বারা বর্ণনা সবসময় যয়ীফ হয়।” (আল হাদীস, ৩২/১৫)

তা সত্ত্বেও মাকহুল, শামী (রহঃ) প্রভৃতি মুদাল্লিসের ‘আন’ দ্বারা বর্ণিত হাদীসকে জুবাইর আলী যাই হাসান বলেছেন। (দেখুনঃ তাসহুল উসুল, পৃষ্ঠা-১৬৮)

দেখুন জুবাইর আলী যাই নিজের উসুলকে নিজেই কেমন ভেঙ্গেছেন।

৪৮ নং স্ববিরোধিতা

মাকহুলের মুদাল্লিস হওয়াটাকে কোথাও বলেছেন প্রমাণিত এবং কোথাও বলেছেন প্রমাণিত নয়ঃ

জুবাইর আলী যাই লিখেছেন, “মাকহুলের মুদাল্লীস হওয়াটা প্রমাণিত নয়। (দেখুনঃ তাবক্বাতুল মুদাল্লিসীন, (তাহকীকসহ, খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা-১০৮) তাঁকে শুধুমাত্র ইবনে হিব্বান ও ইমাম যাহাবী মুদাল্লিস বলেছেন। তাঁরা দুজনে ইরসালকেও তাদলীস মনে করতেন। (দেখুন আস সিক্বাত লি ইবনে হিব্বান, খণ্ড-৬, পৃষ্ঠা-৯৮, আল মাওয়াক্বিযাত লিয যাহাবী, পৃষ্ঠা-৪৭, মীযানুল এ’তেদাল, খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-৩২৬)

সুতরাং যতক্ষন পর্যন্ত অন্য মুহাদ্দিস এদের ব্যাপারে মুতাবাআত না করে অথবা পরিস্কার দলীল না থাকে ততক্ষন পর্যন্ত তাদেরকে মুদাল্লিস বলা যথেষ্ট নয়।” (নসরুল বারী, পৃষ্ঠা-২৪)

এর দ্বারা বোঝা যায় জুবাইর আলী যাই এর নিকট মাকহুলকে শুধুমাত্র ইবনে হিব্বান (রহঃ) ও ইমাম যাহাবী (রহঃ) এর দুজনেই মুদাল্লিস বলেছেন। কিন্তু জুবাইর আলী যাই অন্য এক জায়গায় লিখেছেন, “মাকহুলকে ইলানী, আবু যুরআ, ইবনুল ইরাকী, যাহাবী এবং দিশী (রহঃ) মুদাল্লিস বলেছেন।” তিনি আরও লিখেছেন, “হাফিয আবু মাহমুদ আল মাকদেসী, (তালিয লিয যাহাবী) এবং হাফিয সুয়ুতী (রহঃ) প্রভৃতিরাও মাকহুলকে মুদাল্লিস বলে উল্লেখ করেছেন।” (নসরুল বারী, পৃষ্ঠা-৮৬, ৯৭)

এছাড়াও ইমাম শাহাবুদ্দীন বু’শরী (রহঃ) তাঁর গ্রন্থেও মাকহুলকে মুদাল্লিস বলেছেন। তাহলে জুবাইর আলী যাই এর কোন কথাটা সত্য? প্রথমটা না দ্বিতীয়টা?

৪৯ নং স্ববিরোধিতা

একই তাবক্বাতের (শ্রেণীর) দুজনা মুদাল্লিসের একজনকে গ্রহণ করেছেন অন্যজনকে বর্জন করেছেনঃ

মাওলানা আব্দুর রহমান মুবারকপুরীকে জুবাইর আলী যাই ‘হাশিয়াতুল মুসলেমীন’ কিতাবে নিজেদের মতবাদের ইমাম বলেছেন। সেই মুবারকপুরী লিখেছেন, “ইমাম জুহরী (রহঃ) এবং ইমাম মাকহুল (রহঃ) একই তাবক্বাতের (শ্রেণীর) মুদাল্লিস ছিলেন।” (আবকারুল মিনান, পৃষ্ঠা-৬০)

এখানে দেখুন জুবাইর আলী যাই এর ইমাম ইমাম জুহরী (রহঃ) এবং ইমাম মাকহুল (রহঃ) একই তাবক্বাতের (শ্রেণীর) মুদাল্লিস বলছেন, কিন্তু তা সত্বেও জুবাইর আলী যাই ইমাম মাকহুল (রহঃ) কে মুদাল্লিস মানতে অস্বীকার করেছেন (যা ৪৮ নংএ আলোচনা করা হয়েছে) আর ইমাম জুহরী (রহঃ) কে স্বীকার করেছেন যে তিনি মুদাল্লিস ছিলেন। (আল ফাতহুল মুবীন, পৃষ্ঠা-৬২)

এখানে জুবাইর আলী যাই এর পাগলামী দেখুন দুজনেই একই স্তরের মুদাল্লিস হওয়া সত্ত্বেও একজনকে মুদাল্লিস মানছেন আর অন্যজনকে অস্বীকার করছেন।

৫০ নং স্ববিরোধিতা

আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী (রহঃ) এর তাদলীসের ব্যাপারে তাহকীককে কোথাও গ্রহণ করেছেন আবার কোথাও বর্জন করেছেনঃ

জুবাইর আলী যাই আবু কিলাবাকে মুদাল্লিস হওয়াকে স্বীকার করেননা। সেজন্য তিনি লিখেছেন, “আমাদের নিকট যেসব রাবীদের ব্যাপারে তাদলীসের অভিযোগ আছে তাদের তাবক্কাত রয়েছে। ১) তাবক্কাতে উলা বা প্রথম শ্রেণীর তাবক্কাত। তাদের উপর তাদলীসের অভিযোগ বাতিল। তাহকীক দ্বারা এটা প্রমাণ হয়ে গেছে যে, তাঁরা মুদাল্লিস ছিলেন না। দেখুন আন নুকাত লিল আসকালানী, খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-৬৩৭।” (আল হাদীস, ৩৩/৫৫)

জুবাইর আলী যাই আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী (রহঃ) ‘আন নুকাত আলা কিতাব ইবনুস স্বালাহ’ এর হাওয়ালা দিয়েছেন। তাঁর সেই হাওয়ালাকৃত পৃষ্ঠায় যেখানে আবু কিলাবার মুদাল্লিস হওয়াকে অস্বীকার করা হয়েছে ঠিক সেখানেই হাফস বিন আয়াস (রহঃ) প্রভৃতিদেরকেও মুদাল্লিস হওয়াকে অস্বীকার করার কথা রয়েছে। যেমন আরশাদুল হক আসরী গায়ের মুকাল্লিদ লিখেছেন, “হাফিয ইবনে হাজার (রহঃ) ‘আন নুকাত আলা কিতাব ইবনুস স্বালাহ’ (খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-৬৩৬) এর মধ্যে সাহীহায়েনের (বুখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফ) মুদাল্লিসদের তাবক্কাতের শ্রেণীবিভাগ করা হয়েছে। প্রথম তাবক্কাতের ব্যাপারে লিখেছেন,

প্রথম তাবক্কাত তাঁরাই যাঁরা খুব কম তাদলীস করেন এবং তাঁদের অধিকাংশই শ্রবণ এবং স্পষ্টতা সাব্যস্ত থাকে। ……এবং কিছু এমন ব্যাক্তি রয়েছেন যাদেরকে মুদাল্লিস বলা হয়েছে ঠিকই কিন্তু তাহকীক সেগুলির বিরুদ্ধে। যেমন শায়বার ব্যাপারে আমরা এর আগে বর্ণনা করেছি। এই অংশে আইউব সাখতিয়ানী, জাবির বিন হাযম, হুসাইন বিন আওকাদ, হাফস বিন আয়াস, সুলাইমান তাইমি, তাওস এবং আবু কিলাবা প্রভৃতিরা গণনার মধ্যে রয়েছেন।” (তাওযীহুল কালাম, পৃষ্ঠা-৩৭৩)

দেখুন এখানে আবু কিলাবা ছাড়াও হফস বিন আয়াস প্রভৃতিদেরকেও মুদাল্লিস হওয়াকে অস্বীকার করা হয়েছে। কিন্তু জুবাইর আলী যাই এর ইনসাফ দেখুন তিনি আবু কিলাবার ব্যাপারে আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী (রহঃ) এর তাহকীককে সাদরে গ্রহণ করেছেন কিন্তু হফস বিন আয়াস প্রভৃতিদের ব্যাপারে তাঁর তাহকীককে মানতে অস্বীকার করেছেন। সেজন্য তিনি হফস বিন আয়াস (রহঃ) এর একটি বর্ণনাকে যয়ীফ প্রমাণ করার জন্য লিখেছেন, "হফস বিন আয়াসকে মুদাল্লিসীনদের শ্রেবী থেকে বের করে দেওয়া ঠিক নয়।" (আল হাদীস, ১৭/৪১)

উপরে দেখুন আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী (রহঃ) সুলাইমান তাইমি কে মুদাল্লিস বলাকে অস্বীকার করেছেন কিন্তু জুবাইর আলী যাই তাঁর একটি বর্ণনার ব্যাপারে লিখেছেন, "এর সনদে সুলাইমান বিন তারখান তাইমী (রহঃ) এর 'আন' এর জন্য যয়ীফ। সুলাইমান আল তাইমি মুদাল্লিস ছিলেন।" (আল হাদীস, ৩১/২৭)

জুবাইর আলী যাই এর নিকট এটাই কি ইনসাফ যে, আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী (রহ্লঃ) এর যে কথা তাঁদের পক্ষে থাকবে সেটাকে তাহকীকের নাম নিয়ে গ্রহণ করা হবে এবং যে কথা তাঁদের বিরুদ্ধে থাকবে সেটাকে তাহকীকবিহীন বলে আস্তাকুড়ে দূরে ছুড়ে ফেলে দেওয়া হবে।

৫১ নং স্ববিরোধিতা

কোথাও বলেছেন ইমাম বাইহাকী (রহঃ) আবু জুবাইরকে মুদাল্লিস বলেছেন আবার এও বলেছেন যে মুদাল্লিস বলেন নিঃ

জুবাইর আলী যাই লিখেছেন, "ইমাম হাকিম ছাড়া সমস্ত মুহাদ্দিস আবু জুবাইরকে মুদাল্লিস বলেছেন।" (আল হাদীস, ৩৩/৪৮)

তিনি অন্য জায়গায় লিখেছেন, "ইমাম বাইহাকী আবু জুবাইরকে মুদাল্লিস মানেন না। আবু জুবাইরের এই বর্ণনাকে "এই হাদীসটি সহীহ" বলেছেন।" (নুরুল আইনাইন, পৃষ্ঠা-৪৭)

এখানে জুবাইর আলী যাই প্রথমে বলেছেন যে ইমাম হাকিম ছাড়া সমস্ত মুহাদ্দিস আবু জুবাইরকে মুদাল্লিস বলেছেন। আবার তিনি এও বলছেন যে ইমাম বাইহাকীও তাঁকে মুদাল্লিস মানেন না? তাহলে জুবাইর আলী যাই কি ইমাম বাইহাকী (রহঃ) কে মুহাদ্দিস মনে করেন না?

৫২ নং স্ববিরোধিতা

শরীক নাখয়ীর বর্ণনাকে কোথাও সহীহ আবার কোথাও যয়ীফ বলেছেনঃ

জুবাইর আলী যাই কাযী শরীক বিন আব্দুল্লাহ নাখয়ী (রহঃ) এর একটি বর্ণনার ব্যাপারে লিখেছেন, "এর সনদ হাসান।" (ফাতেহা খলফল ইমাম, পৃষ্ঠা-৭৭)

কিন্তু অন্য জায়গায় জুবাইর আলী যাই কাযী শরীক বিন আব্দুল্লাহ নাখয়ী (রহঃ) এর অন্য একটি বর্ণনাকে যয়ীফ বলেছেন। তিনি লিখেছেন, শরীক আল কাযী মুদাল্লিস রাবী। আমি তাঁর শ্রবণের কোন প্রমাণ পাইনি।" (নসরুল রাবী, পৃষ্ঠা-১০৫, ১০৬)

দেখুন জুবাইর আলী যাই এর কেমন স্ববিরোধীতা? এক জায়গায় একটাই রাবীকে তিনি সহীহ বলছেন আবার অন্য জায়গায় সেই রাবীকেই মুদাল্লিস বলে তার হাদীস মানতে অস্বীকার করছেন।

৫৩ নং স্ববিরোধিতা

সুফিয়ান বিন উয়াইনাহর হাদীস কোথাও গ্রহণযোগ্য আবার কোথাও বলেছেন বর্জনযোগ্যঃ

ইমাম সুফিয়ান উয়াইনাহ (রহঃ) এর ব্যাপারে ইমাম ইবনে হিব্বান (রহঃ) এবং ইমাম দারাকুত্বনী (রহঃ) প্রভৃতিরা পরিস্কার করে দিয়েছেন যে তিনি শুধুমাত্র 'সিক্বাহ' রাবীদের থেকেই তাদলীস করতেন। জুবাইর আলী যাই এইসব মুহাদ্দিসদের বিরোধীতা করতে গিয়ে লিখেছেন, "সুফিয়ানের উস্তাদদের মধ্যে মুহাম্মাদ বিন আজলান, আল আমাশ এবং সুফিয়ান সাওরী প্রভৃতিরা রয়েছে। এবং তাঁরা সকলেই তাদলীস করতেন। তাই

একজন মুহাক্কিক ইমাম কিভাবে সুফিয়ান বিন উয়াইনাহর 'আন' 'আন' দ্বারা বর্ণিত হাদীসকে চোখ বন্ধ করে গ্রহণ করে নিতে পারে?" (আল হাদীস, ৩৩/৫২)

জুবাইর আলী যাই অন্য জায়গায় ইমাম সুফিয়ান উয়াইনাহ (রহঃ) এর একটি হাদীসকে যয়ীফ প্রমাণ করার জন্য লিখেছেন, "এই হাদীসের মধ্যে ইমাম সুফিয়ান উয়াইনাহ রয়েছে। তিনি 'সিক্কাহ' এবং যয়ীফ দুই ধরণের রাবী থেকেই হাদীস বর্ণনা করেন। সুতরাং তাঁর 'আন' 'আন' দ্বারা বর্ণিত হাদীস যয়ীফ।" (নসরুল বারী, পৃষ্ঠা-২৫৪)

কিন্তু জুবাইর আলী যাই অন্য জায়গায় নিজেদের মতবাদের পক্ষের হাদীস গ্রহণ করার জন্য ইমাম সুফিয়ান উয়াইনাহ (রহঃ) এর 'আন' 'আন' দ্বারা বর্ণিত হাদীসকে সহীহ বলে সেখান থেকে এস্তেদলাল করতে গিয়ে লিখেছেন, "ইমাম সুফিয়ান উয়াইনাহ সিহাহ সিত্তাহর রাবী এবং 'সিক্কাহ', হাফিয, ইমাম এবং হুজ্জত ছিলেন। তাঁর শেষ জীবনে স্মৃতিশক্তি নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। এবং তিনি কখনো কখনো তাদলীসও করতেন। কিন্তু তিনি 'সিক্কাহ' রাবী থেকেইব তাদলীস করতেন। (তাকরীব, পৃষ্ঠা-১২৮)" [আল ক্বাওলুল মাতীন, পৃষ্ঠা-৩৯)

দেখুন জুবাইর আলী যাই এর স্ববিরোধীতা। যখন ইমাম সুফিয়ান উয়াইনাহ (রহঃ) গায়ের মুকাল্লিদদের বিপক্ষে হাদীস বর্ণনা করছেন তখন তাঁর 'আন' 'আন' দ্বারা বর্ণিত হাদীসকে যয়ীফ আর যখন পক্ষে হাদীস বর্ণনা করছেন তখন তাঁর 'আন' 'আন' দ্বারা বর্ণিত হাদীসকে সহীহ বলে সাদরে গ্রহণ করছেন। এইরকম দ্বিচারিতা গায়ের মুকাল্লিদদের কারখানাতেই পাওয়া যায়।

৫৪ নং স্ববিরোধিতা

সুফিয়ান সাওরীর 'আন' দ্বারা বর্ণিত হাদীসকে কোথাও সহীহ আবার কোথাও যয়ীফ বলেছেনঃ

ইমাম সুফিয়ান সাওরীর ব্যাপারে বিখ্যাত গায়ের মুকাল্লিদ আলেম আব্দুর রহমান মুবারকপুরী লিখেছেন, "নিঃসন্দেহে হাদীসের আয়েম্মাগণ সুফিয়ান সাওরীর তাদলীসকে গ্রহণ করেছেন।" (আবকারুল মিনান, পৃষ্ঠা-১৯৮)

কিন্তু সেইসব হাদীসের আয়েম্মাদের বিরুদ্ধে জুবাইর আলী যাই বিষোদগীরণ করতে গিয়ে লিখেছেন, “সুফিয়ান সাওরী যয়ীফ রাবী থেকে তাদলীস করতেন। তাই তাঁর ‘আন’ ‘আন’ দ্বারা বর্ণনা করা হাদীসগে গ্রহণ করা মানেই নিজের ইনসাফকে খুন করার সমতুল্য। আল্লাহ নিশ্চয় জালিমদের কাছ থেকে হিসাব নেবেন। সেই দিন তাঁর পাকড়াও থেকে কেউ বাঁচতে পারবে না।” (নুরুল আইনাইন, পৃষ্ঠা-১২১)

তিনি আরও লিখেছেন, “এই বিস্তারিত ব্যাখ্যার দ্বারা প্রমাণিত হল যে জনাব সুফিয়ান সাওরী একজন অবিবেচনাকারী মুদাল্লিস ছিলেন।” (নুরুল আইনাইন, পৃষ্ঠা-১২২)

তিনি আরও লিখেছেন, “সুতরাং সুফিয়ান সাওরী (রহঃ) যিনি যয়ীফ এবং মজহুল রাবী থেকে তদলীস করতেন তাই তাঁর হাদীস একেবারেই যয়ীফ।” (নুরুল আইনাইন)

দেখুন এখানে হাদীসের আয়েম্মারা সুফিয়ান সাওরী (রহঃ) এর ‘আন’ দ্বারা বর্ণিত হাদীস গ্রহণ করার জন্য জুবাইর আলী যাই তাঁদেরকে জালিম পর্যন্ত বলতে কুন্ঠাবোধ করছেন না। এবং সুফিয়ান সাওরী (রহঃ)কে মুদাল্লিস বলে তাঁর ‘আন’ দ্বারা বর্ণিত হাদীসকে যয়ীফ সাব্যস্ত করছেন। কিন্তু জুবাইর আলী যাই এর দ্বিচারিতা দেখুন সুফিয়ান সাওরী (রহঃ) যখন ‘আন’ দিয়ে তাঁদের মতবাদের পক্ষে কোন হাদীস বর্ণনা করছেন তখন সেটাকে গ্রহণ করে নিচ্ছেন। উদাহারণস্বরুপ সুনানে নাসাই এর (হাদীস নং ১৭০১) একটি হাদীসে যেখানে সুফিয়ান সাওরী (রহঃ) রয়েছেন এবং তিনি ‘আন’ দিয়ে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন সেটাকে জুবাইর আলী যাই সহীহ বলে লিখেছেন, “এই হাদীসটাকে ইবনে তুরকুমানী এবং ইবনুল সাকীন সহীহ বলেছেন।” (তাখরীজে নামাযে নববী, পৃষ্ঠা-২৩৬)

এই হল জুবাইর আলী যাই এর ইনসাফ। সুফিয়ান সাওরী (রহঃ) গায়ের মুকাল্লিদদের পক্ষে হাদীস বর্ণনা করলে সহীহ আর বিপক্ষে বর্ণনা করলে যয়ীফ।

৫৫ নং স্ববিরোধিতা

ইমাম আব্দুর রাযযাক (রহঃ) এর 'আন' দ্বারা বর্ণিত হাদীস থেকে এস্তেদলাল করাকে কোথাও জায়েয আবার কোথাও নাজায়েয বলেছেনঃ

একটি হাদীসকে যয়ীফ প্রমাণ করার জন্য তার কারণ লিখেছেন, "ইমাম জুহরীর মুদাল্লিস হওয়া ছাড়া ইমাম আব্দুর রাযযাক বিন হুমাম আল সানআনী (রহঃ)ও মুদাল্লিস। দেখুনঃ তাবক্কাতুল মুদাল্লিসীন, (২/৫৮, দ্বিতীয় স্তর) কিন্তু সত্য এটাই যে তিনি তৃতীয় স্তরের ছিলেন। (আল হাদীস, ৩২/১৩)

তিনি আরও লিখেছেন, "মুসান্নাফের লেখক আব্দুর রাযযাক সানআনী মুদাল্লিস ছিলেন। তাই যতক্ষন না তাঁর বর্ণনা করা সনদে শ্রবণ সাব্যস্ত না থাকবে, ততক্ষন সেখান থেকে এস্তেদলাল জায়েয হবে না।" (আল হাদীস, ২৪/৪৪)

জুবাইর আলী যাই এখানে ইমাম আব্দুর রাযযাক (রহঃ) তৃতীয় স্তরের মুদাল্লিস বলে তাঁর বর্ণনাকে যইয়ীফ বলছেন এবং তাঁর 'আন' দ্বারা বর্ণিত হাদীস থেকে এস্তেদলাল করাকে নাজায়েয বলছেন। কিন্তু যখন এই ইমাম আব্দুর রাযযাক (রহঃ) এর কোন 'আন' দ্বারা বর্ণিত হাদীস জুবাইর আলী যাই এর মতবাদের পক্ষে রয়েছে সেই হাদীসকে তিনি সহীহ বলে গ্রহণ করে নিয়েছেন। উদাহারণস্বরুপ ইমামের পিছনে সুরা ফাতেহা পড়ার ব্যাপারে একটি বর্ণনা রয়েছে যেটাকে ইমাম আব্দুর রাযযাক (রহঃ) 'আন' দ্বারা বর্ণনা করেছেন সেই হাদীসকে জুবাইর আলী যাই শুধুমাত্র এই জন্যই সহীহ বলেছেন যে সেই হাদীসটি তাঁদের মতবাদের পক্ষে রয়েছে। (দেখুন নসরুল বারী, পৃষ্ঠা-১৬৪)

৫৬ নং স্ববিরোধিতা

মুত্তালিব বিন আব্দুল্লাহর মুতাবাআত বর্ণনা থেকে কোথাও এস্তেদলাল করেছেন আবার কোথাও করেননিঃ

জুবাইর আলী যাই বিখ্যাত মুহাদ্দিস আল্লামা নিমুবী (রহঃ) এর উপর অভিযোগ করে লিখেছেন যে, তিনি (আল্লামা নিমুবী) মুত্তালিব বিন আব্দুল্লাহ বিন খাত্বীবের উপরে মুদাল্লিস হওয়ার অভিযোগ লাগানোর সত্ব্যেও তার থেকে ‘আন’ দ্বারা বর্ণিত হাদীস থেকে ইমাম ইবনে খুযাইমাহ থেকে সহীহ হওয়া উল্লেখ করেছেন। (আল হাদীস, ৫১/২৭)

যদিও আল্লামা নিমুবী থেকে যে হাদীস ইবনে খুযাইমাহ (রহঃ) থেকে সহীহ হওয়া উল্লেখ করেছেন সেই হাদীসটা হল মসজিদ পরিস্কার করার ফজিলতের ব্যাপারে। আর এই ব্যাপারে অন্য সহীহ হাদীস রয়েছে যা এই হাদীসের শাহিদ। কিন্তু তা সত্ত্বেও জুবাইর আলী যাই আল্লামা নিমুবী (রহঃ) এর উপর স্ববিরোধীতার অভিযোগ লাগিয়েছেন। কিন্তু অন্য জায়গায় স্বয়ং জুবাইর আলী যাই মুত্তালিব বিন আব্দুল্লাহ বিন খাত্বীবকে মুদাল্লিস বলা সত্ত্বেও তাঁর থেকে ‘আন’ দ্বারা বর্ণিত হাদীসকে শাহিদের জন্য হাসান বলেছেন। সেজন্য তিনি একটি হাদীসের ব্যাপারে লিখেছেন, “মুত্তালিব বিন আব্দুল্লাহ বিন খাত্বীব মুদাল্লিস। তাই এই সনদ যয়ীফ। কিন্তু এর শাহিদ মওজুদ আছে, তার সাথেই এই বর্ণনাটি হাসান।” (নসরুল বারী, পৃষ্ঠা-৩০৫)

এখানে জুবাইর আলী যাই এর ইনসাফ দেখুন। যদি আল্লামা নিমুবী (রহঃ) এর ‘আন’ দ্বারা বর্ণিত হাদীসের শাহিদ থাকার পর মুহাদ্দিস থেকে সহীহ হওয়াকে উল্লেখ করেছেন তবুও জুবাইর আলী যাই তাঁকে সমালোচনার শিকার বানিয়েছে। কিন্তু নিজে মুদাল্লিস রাবী থেকে ‘আন’ দ্বারা বর্ণিত হাদীসের শাহিদ থাকার পর সেটাকে হাসান বলছেন। এখন আমাদের প্রশ্ন জুবাইর আলী যাই সেই ‘আন’ দ্বারা বর্ণিত শাহিদের জন্য সহীহ বলেছেন এইজন্যই যে সেই হাদীসটা তাদের মতবাদের পক্ষে রয়েছে।

৫৭ নং স্ববিরোধিতা

মুহাদ্দিসদের তাবক্বাতকে কোথাও স্বীকার করেছেন আবার কোথাও অস্বীকার করেছেনঃ

আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী (রহঃ) যে মুদাল্লিসদের তাবক্বাত (স্তর) বর্ণনা করেছেন এটাকে জুবাইর আলী যাই স্বীকার করেন না। স্বীকার না করার কারণ বর্ণনা করতে গিয়ে লিখেছেন, "হাফিয ইবনে হাজার যে মুদাল্লিসদের তাবক্বাত (স্তর) কায়েম করেছেন সেই নিয়মটা সঠিক নয়।" (আল হাদীস, ৩৩/৫৫)

এখানে জুবাইর আলী যাই মুদাল্লিসদের তাবক্বাতকে অস্বীকার করেছেন। কিন্তু অন্য জায়গায় নিজেই মুদাল্লিসদেরকে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন। যেমন তিনি ইমাম আব্দুর রাযযাক (রহঃ) কে ইবনে হাজার আসকালানী (রহঃ) দ্বিতীয় স্তরের মুদাল্লিস বলাতে জুবাইর আলী যাই প্রতিবাদ করেন এবং তাঁকে তৃতীয় স্তরের মুদাল্লিস বলে গণ্য করে লিখেছেন, "ইমাম জুহরীর মুদাল্লিস হওয়া ছাড়া ইমাম আব্দুর রাযযাক বিন হুমাম আল সানআনী (রহঃ)ও মুদাল্লিস। দেখুনঃ তাবক্বাতুল মুদাল্লিসীন, (২/৫৮, দ্বিতীয় স্তর) কিন্তু সত্য এটাই যে তিনি তৃতীয় স্তরের ছিলেন। (আল হাদীস, ৩২/১৩)

অনুরুপ তিনি সায়ীদ বিন আবী আরবীয়াকে তৃতীয় স্তরের মুদাল্লিস বলে লিখেছেন, "সায়ীদ বিন আবী আরবীয়া বিখ্যাত 'সিক্বাহ' ও মুদাল্লিস রাবী। একে ইবনে হাজার আসকালানী দ্বিতীয় স্তরের মুদাল্লিস বলেছেন। দেখুন আমার কিতাব 'ফাতহুল মুবীন ফি তাহকীকুল মুদাল্লিসীন' (২/৫০ পৃষ্ঠা-৫৯) তবে এটাই উত্তম যে তিনি তৃতীয় স্তরের মুদাল্লিস ছিলেন।" (আল হাদীস, ৫১/২৪)

ইমাম সুফিয়ান সাওরীকে আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী (রহঃ) দ্বিতীয় স্তরের মুদাল্লিস বলেছেন কিন্তু এটাকে অস্বীকার করতে গিয়ে জুবাইর আলী যাই তৃতীয় স্তরের মুদাল্লিস বলেছেন। (ফাতহুল মুবীন, পৃষ্ঠা-৪০)

জুবাইর আলী যাই আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী (রহঃ) এর উপর অভিযোগ করে লিখেছেন, "জনাব সুফিয়ান সাওরী অবিবেচক মুদাল্লিস ছিলেন। তাই তাকে দ্বিতীয় স্তরের মুদাল্লিস বলা ভূল। কিন্তু হাফিয ইবনে হাজার তাঁকে দ্বিতীয় স্তরের বলেছেন।" (নুরুল আইনাইন, পৃষ্ঠা-১২৩)

তিনি আরও লিখেছেন, “হাফিয ইবনে হাজারের কথা ভুল।” (প্রাগুপ্ত)

অনুরুপ আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী (রহঃ) সাবিক জামী (রহঃ), ইমাম ইবরাহীম নাখয়ী (রহঃ) এবং ইমাম হাম্মাদ বিন আবী সুলাইমান (রহঃ) প্রভৃতিদেরকেকে দ্বিতীয় স্তরের তাবক্কাতের বলেছেন, কিন্তু জুবাইর আলী যাই সেটাকে অস্বীকার করে নিজের ভূয়া তাহকীকের উপর ভিত্তি করে তাঁদেরকে তৃতীয় স্তরের মুদাল্লিস বলেছেন।” (দেখুনঃ ফাতহুল মুবীন, পৃষ্ঠা-২২, ২৩, ৩৩)

এখানে আমাদের প্রশ্ন জুবাইর আলী যাই এর নিকট যখন ইবনে হাজার আসকালানী (রহঃ) এর তাবক্কাতের শ্রেণীবিভাগ করাটাই ভূল এবং দলীলবিহীন তখন জুবাইর আলী যাই নিজে কেন মুদাল্লিসদেরকে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করতে লেগে গেলেন? এটা কি তাঁর সুস্পষ্ট জালিয়াতি নয়?

৫৮ নং স্ববিরোধিতা

মুদাল্লিসের দুয়ের বেশী তাবক্কাতকে স্বীকার করেছেন এবং কোথাও অস্বীকার করেছেনঃ

জুবাইর আলী যাই লিখেছেন, “আমাদের নিকট যেসব রাবীদের উপর মুদাল্লিস হওয়ার অভিযোগ আছে তারা শুধুমাত্র দুই ভাগে বিভক্ত।” (আল হাদীস, ৩৩/৫৫)

এখন প্রশ্ন হল মুদাল্লিস রাবী যদি দুই ভাগে বিভক্ত হয় তবে জুবাইর আলী যাই সাবিক জামী (রহঃ), ইমাম ইবরাহীম নাখয়ী (রহঃ) এবং ইমাম হাম্মাদ বিন আবী সুলাইমান (রহঃ) সুফিয়ান সাওরী (রহঃ) প্রভৃতি রাবীদেরকে তৃতীয় স্তরের মুদাল্লিস বললেন কেন? এরকম পাগল মুহাক্কিকের হাত থেকে আল্লাহ আমাদেরকে রক্ষা করুন।

৫৯ নং স্ববিরোধিতা

মুআত্তা ইমাম মুহাম্মাদ ও কিতাবুল আসার দুটিকে কোথাও বলেছেন ইমাম মুহাম্মাদ লিখেছেন আবার কোথাও বলেছেন লেখেন নিঃ

জুবাইর আলী যাই মুআত্তা ইমাম মুহাম্মাদ ও কিতাবুল আসার দুটি কিতাবকে ইমাম মুহাম্মাদ (রহঃ এর নয় বলে লিখেছেন, ‘‘শায়বানীর দিকে সম্বন্ধিত ‘আল মুআত্তা’ ও ‘কিতাবুল আসার’ এই দুটি কিতাবই অপ্রমাণিত। এই দুটি কিতাবকেই মিথ্যাবাদীরা এবং মু’তাযীলারা বানিয়েছে।’’ (আল হাদীস, ৭/২০)

বোঝা গেল জুবাইর আলী যাই এর নিকট এই দুটি কিতাব মুআত্তা ইমাম মুহাম্মাদ ও কিতাবুল আসার হযরত ইমাম মুহাম্মাদ (রহঃ) এর লেখা নয়। বরং এই দুটি কিতাবকে মিথ্যাবাদীরা এবং মু’তাযীলারা নিজেদের পক্ষ থেকে বানিয়েছে। কিন্তু জুবাইর আলী যাই অন্য জায়গায় নিজের লজ্জা শরমের মাথা খেয়ে লিখেছেন যে, ‘‘এটা আমরা অস্বীকার করি না যে মুহাম্মাদ বিন হাসান আস শায়বানী মুআত্তা প্রভৃতি কিতাব লিখেছেন।’’ (আল হাদীস, ৫৫/৩৪)

দেখুন জুবাইর আলী যাই এর স্ববিরোধীতা। এক জায়গায় বলছেন ইমাম মুহাম্মাদ (রহঃ)মুআত্তা ইমাম মুহাম্মাদ ও কিতাবুল আসার দুটি লিখেছেন আবার অন্য জায়গায় বলছেন লেখেন নি।

৬০ নং স্ববিরোধিতা

ইমাম মুহাম্মাদ (রহঃ) এর কিতাবগুলিকে কোথাও বলেছেনব সনদসহ প্রামাণিত আছে আবার কোথাও বলেছেন প্রমাণিত নেইঃ

জুবাইর আলী যাই লিখেছেন, ‘‘মুহাম্মাদ বিন হাসান আস শায়বানীর দিকে মনসুব করা নিম্নলিখিত কিতাবগুলি রয়েছে,

১) কিতাবুল হুজ্জাহ আলা আহলাল মাদীনাহ, ২) আল মুআত্তা, ৩) আল জামেউস সাগীর, ৪) আস সিয়ারুস সাগীর, ৫) আস সিয়ারুল কাবীর প্রভৃতি।

এগুলির মধ্যে আল মুআত্তা এবং আল আসার ইমাম মুহাম্মাদ থেকে সনদসহ প্রমাণিত নেই।” (আল হাদীস, ৫৫/৩৬)

এর দ্বারা বোঝা গেল মুআত্তা ইমাম মুহাম্মাদ আর কিতাবুল আসার ছাড়া বাকি ইমাম মুহাম্মাদ (রহঃ) এর বাকি কিতাবগুলি সনদসহ প্রমাণিত রয়েছে। কিন্তু অন্য জায়গায় জুবাইর আলী যাই ইমাম মুহাম্মাদ (রহঃ) এর সমস্ত কিতাবগুলিকে অপ্রমাণিত বলেছেন, তাই ইমাম মুহাম্মাদ (রহঃ) এর বিরুদ্ধে গালিগালাজ করতে গিয়ে এই বদবখত (হতভাগা) জুবাইর আলী যাই লিখেছেন, “মুহাম্মাদ বিন হাসান আস শায়বানী একজন কাজ্জাব, যয়ীফ এবং মরদূদ রাবী। এর দিকে মনসুব করা কিতাবগুলি সনদসহ প্রমাণিত নেই।” (আল হাদীস, ৭/২০)

নির্লজ্জ্য, বদবখত, বেইমান আর কাকে বলে?

৬১ নং স্ববিরোধিতা

ইমাম মুহাম্মাদ (রহঃ) এর কিতাবগুলিকে কোথাও স্বীকার করেছেন আবার কোথাও এস্তেদলাল করেছেনহঃ

জুবাইর আলী যাই এর অন্তর থেকে আল্লাহর ভয় সম্পূর্ণ মুছে গেছে। সেজন্যই তিনি কোথাও ইমাম মুহাম্মাদ (রহঃ) কে কাজ্জাব, যয়ীফ এবং হাদীসের ব্যাপারে মরদুদ বলেছেন, তাঁর কিতাবকে অপ্রমাণিত বলেছেন। কিন্তু আবার অন্যদিকে নিজের সমস্ত লজ্জা শরমের মাথা খেয়ে এই দাজ্জাল ও কাজ্জাব জুবাইর আলী যাই হযরত ইমাম মুহাম্মাদ (রহঃ) এর কিতাব থেকে এস্তেদলালও করেছেন। উদাহারণস্বরুপ তাহাজ্জুদের ব্যাপারে হযরত আয়েশা (রাঃ) এর হাদীসের ব্যাপারে জুবাইর আলী যাই লিখেছেন, “এর উপর আয়েম্মায়ে মুহাদ্দিসগণ কিয়ামে রমযান ও তারাবীহর বাব বেঁধেছেন।

১) সহীহ বুখারী শরীফ, কিতাবুস সওম, (রোজার কিতাব), কিতাবু স্বালাতুত তারাবীহ (তারাবীহর কিতাব), বাব ফাজলে মিন কিয়ামে রমযান।

২) মুআত্তা ইমাম মুহাম্মাদ আস শায়বানী, পৃষ্ঠা-১৪১, বাব-শাহরে রমযান ওয়া মা ফি মিন ফাজলে। (তা'দাদ রাকআতে কিয়ামে রমযান, পৃষ্ঠা-১৩)

অনুরুপ ভাবে জুবাইর আলী যাই রফয়ে ইয়াদাইনের ব্যাপারে মুআত্তা ইমাম মুহাম্মাদ থেকে মাসআলা এস্তেদলাল করেছেন। (দেখুনঃ নুরুল আইনাইন, পৃষ্ঠা-৬৩)

ইমাম মাকহুল (রহঃ) কে ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) এর উস্তাদ প্রমাণ করার জন্য জুবাইর আলী যাই ইমাম মুহাম্মাদ (রহঃ) এর থেকে এস্তেদলাল করতে গিয়ে লিখেছেন, "হযরত মাকহুল (রহঃ) ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) এর উস্তাদও ছিলেন। এটা কিতাবুল আসার, পৃষ্ঠা-৩৫০ এ রয়েছে। (মাসআলা কিরআত খালফল ইমাম, পৃষ্ঠা-৩৯)

অনুরুপভাবে জুবাইর আলী যাই ইমাম মুহাম্মাদ (রহঃ) এর লেখা 'কিতাবুল হাজ্জাহ আলা আহলিল মাদীনাহ' কিতাবের বেশ কয়েকটি স্থান থেকে এস্তেদলাল করেছেন। উদাহারণস্বরুপ আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) এর একটি হাদীসের তাখরীজ থেকে এস্তেদলাল করতে গিয়ে লিখেছেন, "মুহাম্মাদ বিন হাসান শায়বানী 'কিতাবুল হাজ্জা' (১১/৯৭) এ ইমাম সুফিয়ান সাওরীর শ্রবণ সাব্যস্ত করে দিয়েছেন।" (নুরুল আইনাইন, পৃষ্ঠা-১৫৯)

জুবাইর আলী যাই ইমাম মুহাম্মাদ (রহঃ) এর আর এক জায়গা থেকে এস্তেদলাল করে লিখেছেন, "মুহাদ্দিসদের মধ্যে ইমাম নাসায়ী, ইমাম নববী, ইমাম আবু দাউদ, মুহাম্মাদ বিন হাসান শায়বানী রাহিমাহুল্লাহ প্রভৃতিরা (ফিল হাজ্জাহ আলা আহলাল মাদীনাহ) প্রভৃতি কিতাবে এর উপর সালামের বাব বেঁধেছেন।" (নুরুল আইনাইন, পৃষ্ঠা-২১২)

জুবাইর আলী যাই এর লজ্জা কেন লাগে না যে এক জায়গায় তিনি বলছেন যে ইমাম মুহাম্মাদ (রহঃ) কাজ্জাব, যয়ীফ এবং রেওয়েতের ব্যাপারে মরদুদ। তাঁর কিতাবকে অপ্রমাণিত বলেছেন। কিন্তু অন্য জায়গায় আবার নিজের লজ্জা শরমের সমস্ত সীমা লঙ্ঘন করে নিজের মতলব হাসিলের জন্য ইমাম মুহাম্মাদ (রহঃ) কে

আয়েম্মায়ে মুহাদ্দিসদের মধ্যে গণ্য করেছেন এবং তাঁর কিতাব থেকে এস্তেদলাল করেছেন। এই হল গায়ের মুকাল্লিদ মুহাক্কিক।

৬২ নং স্ববিরোধিতা

ইমাম মুহাম্মাদ (রহঃ) কে কোথাও ফুকাহা স্বীকার করেছেন আবার কোথাও করেন নিঃ

জুবাইর আলী যাই ইমাম মুহাম্মাদ (রহঃ) মুহাদ্দিস এবং ফুকাহা স্বীকার করে লিখেছেন, "মুহাদ্দিসদের মধ্যে ইমাম নাসায়ী, ইমাম নববী, ইমাম আবু দাউদ, মুহাম্মাদ বিন হাসান শায়বানী রাহিমাহুল্লাহ প্রভৃতিরা (ফিল হাজ্জাহ আলা আহলাল মাদীনাহ) প্রভৃতি কিতাবে এর উপর সালামের বাব বেঁধেছেন।" (নুরুল আইনাইন, পৃষ্ঠা-২১২)

এখানে জুবাইর আলী যাই ইমাম মুহাম্মাদ (রহঃ) কে মুহাদ্দিস স্বীকার করেছেন। কিন্তু তিনি আবার অন্য জায়গায় লিখেছেন, "ফুকাহা শুধুমাত্র মুহাদ্দিসরাই হন। ওকাড়বী (আমীন সফদর ওকাড়বী) সাহেবের মুহাম্মাদ বিন হাসান শায়বানী কে ফুকাহা মনে করা মিথ্যা এবং স্পষ্ট বাতিল।" (আমীন ওকাড়বী কা তা'কুব, পৃষ্ঠা-৫৩)

দেখুন জুবাইর আলী যাই এর দ্বিচারিতা। তিনি নিজেই ইমাম মুহাম্মাদ (রহঃ) কে মুহাদ্দিসদের কাতারে শামিল করে ফুকাহাদের মধ্যে গণ্য করলেন কিন্তু মাওলানা আমীন সফদর ওকাড়বী (রহঃ) যখন ইমাম মুহাম্মাদ (রহঃ) কে ফুকাহাদের মধ্যে গণ্য করেছেন তখন তিনি তাঁর প্রতিবাদ করে ইমাম মুহাম্মাদ (রহঃ) কে ফুকাহাদের কাতার থেকে বের করে দিলেন।

৬৩ নং স্ববিরোধিতা

বিদআতীদেরকে কোথাও আহলে হাদীসদের মধ্যে গণ্য করেছেন আবার কোথাও করেন নিঃ

জুবাইর আলী যাই লিখেছেন, "স্মরণ থাকে যে আহলে হাদীস আহলে সুন্নাতেরই আর একটি নাম। কিছু বিদআতী বলে থাকে যে আহলে হাদীস মুহাদ্দিসদেরকে বলা হয়। যদিও তারা আহলে সুন্নাতের হোক বা বিদআতীদের মধ্যে হোক। তাদের এই বক্তব্য সলফে সালেহীনদের বিপরীত হওয়ার জন্য মরদুদ।" (আল হাদীস, ২৯/৩১)

সুতরাং জুবাইর আলী যাই এর নিকট যারা বিদআতীদেরকে আহলে হাদীসদের মধ্যে গণ্য করে তারা নিজেরাই বিদআতী। কিন্তু জুবাইর আলী যাই নিজেই বিদআতীদেরকে আহলে হাদীসদের মধ্যে গণ্য করেছেন। যেমন, জুবাইর আলী যাই এর পছন্দনীয় রাবীকে ইমাম জুজজানী জেরা করেছেন তখন তাকে আহলে বায়েতের দুশমন বলে তার জেরাকে বাতিল সাব্যস্ত করেছেন। (আল ক্বাওলুল মাতীন, পৃষ্ঠা-৪৩)

অন্য জায়গায় তিনি এই রাবীকে বিদআতী বলেছেন। (আল হাদীস, ২/৯)

কিন্তু তা সত্ত্বেও জুবাইর আলী যাই এই জুজজানীকে আহলে হাদীসের মধ্যেও গণ্য করেছেন। (দেখুনঃ আল হাদীস, ২৯/২৬-৩১)

এর দ্বারা বোঝা গেল জুবাইর আলী যাই নিজেই বিদআতী। কেননা, তিনি জুজজানীকে বিদআতীও বলছেন আবার আহলে হাদীসদের মধ্যেও গণ্য করছেন।

একেই বলে,

লো খুদ হী আপনে দাম (জাল) মে সাইয়াদ (শিকারী) আ গয়া।

৬৪ নং স্ববিরোধিতা

আহলে বায়েতের শত্রুদেরকে কোথাও আহলে হাদীস বলে স্বীকার করেছেন আবার কোথাও অস্বীকার করেছেনঃ

জুবাইর আলী যাই বিখ্যাত লেখক ও আহলে হাদীসদের জামে মসজিদের খত্বীব হাকীম ফায়েজ আলম সিদ্দিকীকে (নাসবী) আহলে বায়েতের শত্রু ঘোষণা করে আহলে হাদীস হওয়াকে অস্বীকার করেছেন। দেখুনঃ আল হাদীস (৩/৪৩, ৮/১৬-১৭, ২৮/৩৮) সংখ্যাগুলি।

সুতরাং জুবাইর আলী যাই এর নিকট নাসবী বা আহলে বায়েতের শত্রুরা আহলে হাদীস নয়। কিন্তু স্বয়ং জুবাইর আলী যাই ইবরাহীম জুজজানীকে নাসবী বা আহলে বায়েতের শত্রু ঘোষণা করেও আহলে হাদীসদের মধ্যে গণ্য করেছেন। দেখুনঃ আল হাদীস, ৩/৪৩, ৮/১৬-১৭, ২৮/৩৮ প্রভৃতি সংখ্যাগুলি।

দেখুন মাতাল মুহাক্কিক আর কাকে বলে?

৬৫ নং স্ববিরোধিতা

কুরআনের আয়াত 'ফাসআলু আহলাল যিকর' কে কোথাও বলেছেন তাকলীদের দলীল আবার কোথাও বলেছেন দলীল নয়ঃ

জুবাইর আলী যাই উলামায়ে দেওবন্দের উপর অভযোগ করে লিখেছেন, "এই মহাশয়গণ আয়াতে কারীমা 'ফাসআলু আহলাল যিকর ইন কুনতুম লা তাঅলামুন' থেকে চার মাযহাবের একটি মাযহাবের তাকলীদের ওয়াজীব প্রমাণ করেন। যদিও এই আয়াতে কারীমা থেকে সলফ সালেহীন থেকে কেউ এস্তেদলাল করেন নি এবং প্রশ্নকে তাকলীদ বলা হয় না।" (বিদআতী কে পিছে নামায কা হুকুম, পৃষ্ঠা-৩১)

কিন্তু অন্য জায়গায় জুবাইর আলী যাই নিজেই আল্লামা আব্দুল বার মালিকী (রহঃ), আল্লামা খত্বীব বাগদাদী (রহঃ) এর উদ্ধৃতি দিয়েছেন যাতে এই দুইজনের উক্ত আয়াত থেকে সাধারন ব্যাক্তিদের (যারা মুজতাহীদ নয়) জন্য তাকলীদ (তাকলীদে শাখসী এবং তাগলীদে গায়ের শাখসী দুটোই) জায়েজ এবং ওয়াজীব গণ্য হয়। এবং উক্ত দুই বুযুর্গ প্রশ্ন করাকে তাকলীদের ব্যাখ্যা করেছেন। এ নিয়ে জুবাইর আলী যাই অভিযোগও করেছেন। (দেখুন দ্বীম মে তাকলীদ কা মাসআলা, পৃষ্ঠা-৪৪)

দেখুন জুবাইর আলী যাই এর স্ববিরোধীতা তিনি নিজেই বলছেন যে কুরআনের উক্ত আয়াত থেকে সলফ সালেহীনদের কেউ তাকলীদের ব্যাপারে এস্তেদলাল করেন নি আবার তিনি নিজেই বলছেন যে আল্লামা আব্দুল বার মালিকী (রহঃ) ও আল্লামা খত্বীব বাগদাদী (রহঃ) এর হাওয়ালা দিয়ে বলছেন যে উক্ত আয়াত দ্বারা তাঁরা দুজনেই তাকলীদের ব্যাপারে এস্তেদলাল করেছেন।

এখানে আমাদের বক্তব্য হয় জুবাইর আলী যাই এর স্মৃতিশক্তি নষ্ট হয়ে গেছে না হয় তিনি যে আল্লামা আব্দুল বার মালিকী (রহঃ) ও আল্লামা খত্বীব বাগদাদী (রহঃ) প্রভৃতিকে সলফে সালেহীনদের মধ্যে গণ্য করেন না।

৬৬ নং স্ববিরোধিতা

মুকাল্লিদদেরকে কোথাও আহলে হাদীস বলেছেন আবার কোথাও বলেন নিঃ

জুবাইর আলী যাই লিখেছেন যে, “আহলে হাদীস সেই সহীহ আকিদার মুহাদ্দিস ও সাধারণ লোকদেরকে বলা হয় যাঁরা কিতাব ও সুন্নাতের উপর সালাফ সালেহীনদের জ্ঞানের আলোকে আমল করে থাকেন।” (আল হাদীস, ৩৯/৩১)

এর দ্বারা বুঝা গেল শুধুমাত্র গায়ের মুকাল্লিদরাই আহলে হাদীস। আর কোন মুকাল্লিদ (হানাফী, শাফেয়ী, মালেকী ও হাম্বালী) আহলে হাদীস হয় না। কিন্তু অন্য জায়গায় জুবাইর আলী যাই নিজেই তাঁর এই কথাকে অস্বীকার করেছেন। সেজন্য তিনি ইমাম ইবনুত তুরকুমানী (রহঃ)কে হানাফী এবং আহলুর রায় ও আহলুল কিয়াস বলেছেন। (দেখুনঃ নুরুল আইনাইন, পৃষ্ঠা-৮০)

এর সাথে অন্য জায়গায় তিনি ইমাম ইবনুত তুরকুমানী (রহঃ)কে মুহাদ্দিস বলে গণ্য করেছেন। আর মুহাদ্দিসদেরকে জুবাইর আলী যাই আহলে হাদীসও বলেছেন। (দেখুনঃ আল হাদীস, ৩৩/৩৭-৪৯)

এই হল জুবাইর আলী যাই এর মারাত্মক স্ববিরোধীতা।

৬৭ নং স্ববিরোধিতা

মুহাদ্দিসদেরকে কোথাও মুকাল্লিদ বলে স্বীকার করেছেন আবার কোথাও স্বীকার করেন নিঃ

জুবাইর আলী যাই লিখেছেন, "একজন মুহাদ্দিসও মুকাল্লিদ ছিলেন না।" (আমীন ওকাড়বী কা তা'কুব, পৃষ্ঠা-২৫)

কিন্তু জুবাইর আলী যাই এর এতটুকুও হুঁশ নেই যে তিনি এর কয়েক পৃষ্ঠা পরেই লিখেছেন, "হযরত শাহ আব্দুল আজীজ মুহাদ্দিস দেহলবী (রহঃ) একজন মুহাদ্দিস ছিলেন এবং শান্ত প্রকৃতির মুকাল্লিদ ছিলেন।" (আমীন ওকাড়বী কা তা'কুব, পৃষ্ঠা-২৫)

দেখুন প্রথমে জুবাইর আলী যাই বললেন যে কোন একজন মুহাদ্দিসও মুকাল্লিদ ছিলেন না কিন্তু এর পরেই তিনি শাহ আব্দুল আজীজ মুহাদ্দিস দেহলবী (রহঃ)কে মুহাদ্দিস বলেও স্বীকার করলেন এবং মুকাল্লিদ বলেও স্বীকার করলেন।

আসলে জুবাইর আলী যাই এর বুযুর্গানে দ্বীনদের প্রতি বেয়াদবী করার জন্য এতটুকুও হুঁশ নেই যে তিনি কি লিখে চলেছেন। কথাই বলে আল্লাহ যার প্রতি অসন্তুষ্ট হন সব তার জ্ঞানকে হরণ করে নেন।

৬৮ নং স্ববিরোধিতা

মারফূ হাদীস থাকার পরেও সাহাবাদের আসারকে কোথাও গ্রহণ করেছেন আবার কোথাও বর্জন করেছেনঃ

জুবাইর আলী যাই তাঁর কিতাবে অন্যের প্রতি অভিযোগ করে লিখেছেন, “মারফু হাদীসের মুকাবিলায় নিজের ইচ্ছানুযায়ী আসার পেশ করা মারাত্মক ভূল।” (হাদীয়াতুল মুসলেমীন, পৃষ্ঠা-৩৯)

কিন্তু অন্য জায়গায় তিনি নিজেই এই ‘হাদীয়াতুল মুসলেমীন’ কিতাবেই নামাযে তাসমিয়া নিম্নস্বরে পড়ার ব্যাপারে মারফু হাদীস রয়েছে বলে স্বীকার করা সত্ত্বেও (দেখুন হাদীয়াতুল মুসলেমীন, পৃষ্ঠা-২৮) সেটাকে ছেড়ে জোরে তাসমিয়া পড়ার ব্যাপারে হযরত ওমর (রাঃ) এর আসার থেকে এস্তেদলাল করেছেন।” (পৃষ্ঠা-২৮)

জুবাইর আলী যাই ও সমস্ত গায়ের মুকাল্লিদ সম্প্রদায় হানাফী মাযহাবীদের ব্যাপারে সাহাবাদের আসারকে গ্রহণ করার ব্যাপারে অভিযোগ করে থাকেন এবং এটাকে মারাত্মক ভূল মনে করেন কিন্তু নিজেদের মতবাদের পক্ষে সাহাবাদের আসার তো দুরের কথা ১৪০০ বছর পর কোন জাহিল গায়ের মুকাল্লিদ কিছু বললেই সেখান থেকে তাঁরা দলীল গ্রহণ করে নেন। আর এটা করতে তাঁদের সামান্যটুকুও লজ্জাবোধ হয়না।

৬৯ নং স্ববিরোধিতা

স্বপ্নকে কোথাও দলীল বলেছেন আবার কোথাও অস্বীকার করেছেনঃ

জুবাইর আলী যাই হযরত ইমাম আহমদ বিন হাম্বাল (রহঃ) এর স্বপ্নের ব্যাপারে লিখেছেন, “দ্বীনের স্বপ্নের উপর নির্ভরশীল নয় বরং দলীলের উপর নির্ভর করে।” (আল হাদীস, ২৬/১৯)

তিনি অন্য জায়গায় স্বীকার করে লিখেছেন, “স্বপ্ন শরীয়াতের ব্যাপারে দলীল নয়।” (আল হাদীস, ২৫/১৭)

কিন্তু অন্য জায়গায় জুবাইর আলী যাই নিজের লজ্জা শরমের মাথা খেয়ে ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ) এর বিরুদ্ধে মুহাম্মাদ বিন ইদরীস (রহঃ) এর থেকে উল্লেখ করে লিখেছেন, “আমি আবু ইউসুফকে তাঁর ইন্তেকালের পর দেখলাম যে তিনি কিবলা ছাড়া অন্য দিকে মুখ করে নামায পড়ছিলেন।” (আল হাদীস, ১৯/৪৯)

তাহলে দেখুন হযরত ইমাম আহমদ বিন হাম্বাল (রহঃ) এর মত আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের ইমাম যখন স্বপ্নে কিছু দেখেন সেটা জুবাইর আলী যাই এর নিকট দলীল নয় কিন্তু মুহাম্মাদ বিন ইদরীস যখন ইমাম আবু ইউসুফের বিরুদ্ধে স্বপ্ন দেখেন সেটাকে জুবাইর আলী যাই দলীল স্বরুপ পেশ করেন। আসলে আহনাফের প্রতি জুবাইর আলী যাই এতটাই হিংসাপরায়ণ যে তিনি কি বলছেন আর কি লিখছেন তা ঠিক করতে পারছেন না। বেচারা তালগোল পাকিয়ে আবল তাবল বকতে আরম্ভ করেছেন।

৭০ নং স্ববিরোধিতা

তারাবীহর নামাযকে চার রাকআত পড়াকে কোথাও স্বীকার করেছেন আবার কোথাও অস্বীকার করেছেনঃ

বিখ্যাত গায়ের মুকাল্লিদ লেখক মাওলানা সাদিক শিয়ালকুটি তাঁর ‘স্বালাতুর রসুল’ কিতাবে তাহাজ্জুদের ব্যাপারে হযরত আয়েশা (রাঃ) এর হাদীসের ব্যাপারে বর্ণনা করার পর লিখেছেন, “এই হাদীস দ্বারা বোঝা গেল যে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এর নামায এমন ছিল যে তিনি চার চার রাকআতের নিয়ত করে দুই সালামে পড়তেন।” (স্বালাতুর রসুল, পৃষ্ঠা-৩৭০)

মাওলানা সাদিক শিয়ালকুটির এই বর্ণনা থেকে স্পষ্ট বুঝিয়ে দিয়েছেন যে, হযরত আয়েশা (রাঃ) এর আলফাজ (শব্দ) “কানা ইউসল্লু আরবাআ” এর অর্থ হল যে, রাসুল (সাঃ) সেই চার রাকআত এক সালামের সাথে পড়তেন। জুবাইর আলী যাই ‘স্বালাতুর রাসুল’ কিতাবের তাখরীজ ও তা’লিক্ব করতে গিয়ে এই বর্ণনাটিকে নিয়ে কোন রকমের মতবিরোধ করেন নাই। বরং নিরব থেকে মাওলানা সাদিক শিয়ালকুটির এই বর্ণনাকে সমর্থন করেছেন। (দেখুনঃ তাসবীহুল উসুল তাখরীজ ও তা’লিক্ব স্বালাতুর রাসুল, পৃষ্ঠা-৩০২)

বোঝা গেল জুবাইর আলী যাই এর নিকটও উক্ত নামায এক সালামে চার রাকআত করে পড়ার কথাই হাদীসে বলা হয়েছে।

কিন্তু অন্য জায়গায় যখন মাওলানা মাসউদ আহমদ কামালপুরী সাহেব হযরত আয়েশা (রাঃ) এর উক্ত হাদীসের ব্যাপারে লিখেছেন, "নবী (সাঃ) এক সালামে চার রাকআত পড়তেন।" (জিয়াউল মাসাবীহ, পৃষ্ঠা-৫৮) তখন জুবাইর আলী যাই মাওলানা মাসউদ আহমদ কামালপুরী সাহেবকে চরম অশ্রাব্য ভাষায় গালিগালাজ করেছেন। (দেখুন তা'দাদ রাকআতে কিয়ামে রমযান, পৃষ্ঠা-৪৬)

তাহলে জুবাইর আলী যাই এর দ্বিচারিতা দেখুন যখন মাওলানা সাদিক শিয়ালকুটি সাহেব বললেন যে রাসুল (সাঃ) চার রাকআত এক সালামে পড়তেন তখন এই কাজ্জাব জুবাইর আলী যাই সেটাকে নীরবে সমর্থন করলেন আর যখন মাওলানা মাসউদ আহমদ কামালপুরী বললেন যে রাসুল (সাঃ) চার রাকআত এক সালামে পড়তেন তখন তাঁকে অশ্রাব্য ভাষায় গালিগালাজ করলেন।

৭১ নং স্ববিরোধিতা

তাকলীদের উপর মতভেদকে কোথাও গুরুত্বপূর্ণ আবার কোথাও অগুরুত্বপূর্ণ বলেছেনঃ

জুবাইর আলী যাই লিখেছেন, "লোকেরা শোন ! আহলে হাদীস এবং দেওবন্দীদের মধ্যে মতভেদ তাকলীদ, ফাতেহা খলফল ইমাম, রফয়ে ইয়াদাইন, আমীন বিল জেহের, বুকের উপর হাথ বাঁধা, কিয়ামুল লাইল (তারাবীহ) এর উপরে কখনোই নয়, বরং শুধুমাত্র আসল মরভেদ হল, আকায়েদ এবং উসুলের উপর।" (আল হাদীস, ২৩/৪২)

কিন্তু জুবাইর আলী যাই অন্য জায়গায় নিজের লজ্জা শরমের মাথা খেয়ে লিখেছেন, "আহলে হাদীস এবং তাকলীদীদের (জুবাইর আলী যাই দেওবন্দীদেরকে তাকলীদী বলে থাকেন, দেখুনঃ নুরুল আইনাইন, পৃষ্ঠা-৭৪, ১২০) মধ্যে এক বুনিয়াদী মতভেদ হল, তাকলীদের মাসআলা।" (দ্বীন মে তাকলীদ কা মাসআলা, পৃষ্ঠা-৭)

৭২ নং স্ববিরোধিতা

মুকাল্লিদদেরকে কোথাও মুহাক্কিক স্বীকার করেছেন আবার কোথাও করেন নিঃ

জুবাইর আলী যাই মুকাল্লিদদেরকে মুহাক্কিক মনে করেন না। কিন্তু তিনি আবার অন্য জায়গায় মুকাল্লিদদেরকে মুহাক্কিক স্বীকারও করেছেন এবং লিখেছেন, "মুহাক্কিক আহলে হোক অথবা আহলে হাদীস না হোক।" (আল হাদীস, ৪৬/১০)

এখানে জুবাইর আলী যাই স্বীকার করলেন যে যাঁরা আহলে হাদীস নন তাঁদের মধ্যেও অনেকে মুহাক্কিক আছেন। কিন্তু তিনি অন্য জায়গায় আবার লিখেছেন, "তাহকীক শব্দটাই তাকলীদ বিরোধী শব্দ। তাহকীক যদি করা হয় তাহলে তাকলীদ খতম (শেষ) হয়ে যায়। তাকলীদ শব্দটি তখনই আসে যখন তাহকীক না করা হয়।" (দ্বীন মে তাকলীদ কা মাসআলা, পৃষ্ঠা-৪৭)

এখানে প্রশ্ন হল, জুবাইর আলী যাই এর বক্তব্য অনুযায়ী তাকলীদ শব্দটাই যদি তাহকীকের বিরোধী হয় তাহলে তিনি কিভাবে মুকাল্লিদদেরকে মুহাক্কিকের মধ্যে শামিল করলেন।

৭৩ নং স্ববিরোধিতা

ইবনে জুরাইজের মুতা করাকে কোথাও স্বীকার করেছেন আবার কোথাও অস্বীকার করেছেনঃ

জুবাইর আলী যাই লিখেছেন, "ইবনে জুরাইজ থেকে সনদ সহ মহিলাদের সঙ্গে (একজন মহিলার সঙ্গেও) মুতা করার প্রমাণ নেই।" (আল হাদীস, ২৭/২৪)

কিন্তু তিনি আবার অন্য জায়গায় লিখেছেন, "বাকি রইল মুতার মাসআলার ব্যাপারে। এটা তো ইবনে জুরাইজের ইজতেহাদী ভূল। এতে তাঁর ন্যায়পরায়নতা এবং 'সিক্কাহ' হওয়ার ব্যাপারে কোন সম্পর্ক নেই।

বরং ইমাম ইবনে জুরাইজ (রহঃ) এই ইজতেহাদী ভূল থেকে রুজু বা প্রত্যাবর্তন করে নিয়েছিলেন।" (নুরুল আইনাইন, পৃষ্ঠা-২৪০)

অন্য জায়গায় লিখেছেন, "ইমাম আব্দুল মালিক বিন আব্দুল আজীজ বিন জুরাইজ ('সিক্কাহ' হাফিয) রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেছেনঃ 'তোমরা সাক্ষী থেকো! আমি এই (মুতা বিবাহ থেকে) রুজু বা প্রত্যাবর্তন করে নিয়েছি।' (মুসনাদে বী আওয়ানাহ, ২/২৭৯ এর সনদ সহীহ, দেখুন ফাতহুল বারী, ৯/১৭৩) [আল হাদীস, ৪৯/১১)

দেখুন জুবাইর আলী যাই কেমন এক আজব মাখলুক! তিনি এটা স্পষ্ট বলছেন যে ইবনে জুরাইজের মুতা করা কোন সনদসহ প্রমাণিত নেই আবার তিনি এও বলছেন যে মুতা করাটা ইবনে জুরাইজের ইজতেহাদী ভূল। যা থেকে ইবনে জুরাইজ রুজু করে নিয়েছিলেন। এখন আমাদের প্রশ্ন যখন ইবনে জুরাইজ থেকে মুতা করাটা সনদসহ প্রমাণিত নেই তাহলে সেটা কিভাবে ইজতেহাদী ভূল হতে পারে এবং কিভাবে সেটা থেকে ইবনে জুরাইজ প্রত্যাবর্তন করতে পারেন? যে কাজ তিনি জুবাইর আলী যাই এর নিকট করেনই নাই সেই কাজ থেকে রুজু তিনি করলেন কিভাবে? এটা আমাদের মগজে আসে না।

৭৪ নং স্ববিরোধিতা

<u>মরজুহ আমলকে বর্ণনা করাকে কোথাও হারাম বলেছেন আবার কোথাও নিজেও করেছেনঃ</u>

হযরত মাওলানা জাইবুল্লাহ দিয়ারবী (রহঃ) যখন ইবনে জুরাইজের ব্যাপারে হাফিয যাহাবী (রহঃ) থেকে উল্লেখ করে লিখেছেন যে, ইবনে জুরাইজ ৯০ জন মহিলার সাথে মুতা করেছিলেন, সেটাকে জুবাইর আলী যাই অস্বীকার করতে গিয়ে এবং হযরত মাওলানা জাইবুল্লাহ দিয়ারবী (রহঃ) এর প্রতি ক্রোধ প্রকাশ করতে গিয়ে এবং ইবনে জুরাইজের সমর্থন করতে গিয়ে লিখেছেন, "যেহেতু একটি মাসআলায় ইমাম ইবনে জুরাইজ (রহঃ) কে অভিযুক্ত করা ভূল যা থেকে তিনি রুজু করে নিয়েছিলেন।" (নুরুল আইনাইন, পৃষ্ঠা-২৪০)

অন্য জায়গায় লিখেছেন, “রুজুকারীর বিরুদ্ধে প্রোপাগান্ডা জারি করা আহলুর রায়দের কেমন ন্যায়পরায়ণতা এবং কেমন ইনসাফ?” (নুরুল আইনাইন, পৃষ্ঠা-২৪০)

কিন্তু অন্য জায়গায় স্বয়ং জুবাইর আলী যাই ইবনে জুরাইজের সমর্থন করতে গিয়ে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) এর মত জালীলুল কাদীর সাহাবীর প্রতি বেয়াদবী করে বসেছেন। এবং তিনি লিখেছেন, “হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকেও মুতার জায়েজের ব্যাপারে বর্ণিত আছে। এবং আকাবির সাহাবীরা তাঁর প্রতি এই মাসআলার জন্য কঠিন সমালোচনাও করেছেন।” (নুরুল আইনাইন, পৃষ্ঠা-২৪০)

অন্য জায়গায় জুবাইর আলী যাই নিজেই লিখেছেন যে, “সাইয়েদেনা আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) মুতা বিবাহ থেকে রুজু করে নিয়েছিলেন।” (আল হাদীস, ৪৯/১১)

এখানে গায়ের মুকাল্লিদ জুবাইর আলী যাই এর ন্যায়পরায়ণতা ও ইনসাফ দেখুন যখন হযরত মাওলানা জাইবুল্লাহ দিয়ারবী (রহঃ) যখন ইবনে জুরাইজের রুজু করার বরেও ব্যাপারে হাফিয যাহাবী (রহঃ) থেকে উল্লেখ করে লিখেছেন যে, ইবনে জুরাইজ ৯০ জন মহিলার সাথে মুতা করেছিলেন সেটাকে উল্লেখ জুবাইর আলী যাই ভূল এবং সমালোচনাযোগ্য বলছেন এবং সেটাকে প্রোপাগান্ডা বলে প্রতিবাদ করছেন কিন্তু তিনি নিজেও হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) এর মত জালীলুল কাদীর সাহাবীর ব্যাপারে স্বীকার করছেন যে তিনি মুতা থেকে রুজু করে নিয়েছিলেন তা সত্ত্বেও তিনি সেটাকে উল্লেখ করছেন। এটা কি জুবাইর আলী যাই এর হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) এর মত জালীলুল কাদীর সাহাবীর ব্যাপারে প্রোপাগান্ডা নয়? তাহলে কি জুবাইর আলী যাই এর নিকট ইবনে জুরাইজের থেকে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) এর মত জালীলুল কাদীর সাহাবীর সম্মান কম?

৭৫ নং স্ববিরোধিতা

কুরআনের আয়াত 'ইয়া কুরিয়াল কুরআন' কে কোথাও বলেছেন মুসলমানদের জন্য নাযিল হয়েছে আবার কোথাও বলেছেন মুশরিকদের জন্য নাযিল হয়েছেঃ

জুবাইর আলী যাই কুরআনের আয়াত ***'ইয়া কুরিয়ান কুরআন ফাসতামিউলাহু ওয়া আনসিতু লা আল্লাকুম তুরহামুন'*** এর ব্যাপারে লিখেছেন, "উক্ত আয়াতের মধ্য না ইমাম কথা উল্লেখ আছে আর না মুক্তাদীর কথা। অনুরুপ, এর মধ্যে সুরা ফাতেহার উল্লেখ নেই। বরং এই আয়াত মুশরিকদের বিরুদ্ধে নাযিল হয়েছে।" (মাসআলা ফাতেহা খলফল ইমাম, পৃষ্ঠা-৬)

কিন্তু তিনি আবার অন্য জায়গায় লিখেছেন, "কিছু লোক ***'ফাসতামিউলাহু ওয়া আনসিতু'*** আয়াতকে এবং ***'ইয়া কুরিয়ান কুরআন'*** আয়াতকে পেশ করে থাকে। যদিও এই দুটি আয়াতের হুকুম জেহেরি নামাযে সুরা ফাতেহা ছাড়া অন্য কিরআতের ব্যাপারে বলা হয়েছে।" (হাদীয়াতুল মুসলেমীন, পৃষ্ঠা-৮৫)

এখানে জুবাইর আলী যাই স্বীকার করলেন যে উক্ত আয়াত মুসলমানদের জন্যই নাযিল হয়েছে এবং এর মধ্যে ইমাম ও মুক্তাদীর কথাও বলা হয়েছে এবং ইমাম যখন জোরে নামায পড়ার সময় সুরা ফাতেহা ছাড়া অন্য কিরআত করবে তখন মুক্তাদী চুপচাপ কিরআত শুনবে। কিন্তু এর আগেই জুবাইর আলী যাই এই আয়াতকে কাফিরদের জন্য অবতীর্ণ হয়েছে বলে কঠিনভাবে ইমামের পিছনে সুরা ফাতেহা না পড়াকে অস্বীকার করেছেন।

এখন জুবাইর আলী যাই ও তার মুকাল্লিদদের কাছে আমাদের প্রশ্ন এখানে জুবাইর আলী যাই সাহেবের কোন কথাটি সত্য?

৭৬ নং স্ববিরোধিতা

এক সালামে তিন রাকআতের বর্ণনাকে কোথাও যয়ীফ আবার কোথাও প্রমাণিত বলেছেনঃ

জুবাইর আলী যাই লিখেছেন, “যেসব বর্ণনায় এক সালামে তিন রাকআতের বর্ণনা রয়েছে, সেগুলি সব সনদের পরিপ্রেক্ষিতে যয়ীফ।” (হাদীয়াতুল মুসলেমীন, পৃষ্ঠা-৫৬)

কিন্তু এর বিপরীত অন্য জায়গায় লিখেছেন, “যে ব্যাক্তি তিন রাকআত বেতের পড়বে, তা যেন দুই রাকআতের পরে আত্তাহিয়াতুতে বসা উচিত নয়। বরং তিন রাকআত শেষ করে বসে আত্তাহিয়াতু, দরুদ এবং দুয়া করে তারপর সালাম ফিরানো উচিত। কেননা হুযুর (সাঃ) এর কর্ম থেকে এটাই প্রমাণিত হয়।” (তাসবীহুল উসুল, পৃষ্ঠা-২৯৩)

দেখুন জুবাইর আলী যাই এর কিরকম আজব ইনসাফ! তিনি নিজেই স্বীকার করছেন যে, “যেসব বর্ণনায় এক সালামে তিন রাকআতের বর্ণনা রয়েছে, সেগুলি সব সনদের পরিপ্রেক্ষিতে যয়ীফ।” কিন্তু আবার অন্য জায়গায় স্বীকারও করছেন যে নবী (সাঃ) থেকে এক সালামে তিন রাকআত পড়ার প্রমাণ রয়েছে।

৭৭ নং স্ববিরোধিতা

‘নামাযে নববী’ কিতাবের সব হাদীসকে কোথাও সহীহ আবার কোথাও যয়ীফ বলেছেনঃ

তালিবুর রহমানের ভাই ডাঃ শাফিকুর রহমান গায়ের মুকাল্লিদ নামাযের ব্যাপারে একটি বই লিখেছেন। বইটির নাম ‘নামাযে নববী সহীহ হাদীস কি রৌশনী মে’। জুবাইর আলী যাই সেই কিতাবটির তাখরীজ করেছেন এবং তার মুকাদ্দামাও লিখেছেন। মুকাদ্দামায় লিখেছেন, “জনাব ডাঃ শাফিকুর রহমান সাধারণ এবং বিশেষ ব্যাক্তিদের জন্য ‘নামাযে নববী’ নামে একখানি কিতাব রচনা করেছেন। তিনি চেষ্টা করেছেন যে এতে যাতে কোন যয়ীফ হাদীস শামিল না হয়। আমি সেই কিতাবের তাহকীক এবং তাখরীজ করার সময় ভরপুর চেষ্টা

করেছি যে এতে শুধুমাত্র মকবুল হাদীসের সমষ্টিকে যাতে আনা যায়। এখন আমার জ্ঞান অনুযায়ী এর মধ্যে কোনপ্রকার যয়ীফ হাদীস নেই।" (নামাযে নববী, পৃষ্ঠা-২৩)

কিন্তু জুবাইর আলী যাইএর জ্ঞান এবং স্মৃতিশক্তি এতটাই দুর্বল হয়ে পড়েছে যে তিনি জানেন না যে তিনি সেই কিতাবের তাখরীজ করতে গিয়ে নিজেই সেই কিতাবের বেশ কতকগুলি হাদীসকে যয়ীফ বলে দিয়েছেন। তিনি সেই কিতাবের একটি হাদীসের তাখরীজ করতে গিয়ে লিখেছেন, "আমার জানা অনুযায়ী এই হাদীসের দুটি সনদ রয়েছে। একটি সনদে হাসান বিন জাকওয়ানের তাদলীসের জন্য যয়ীফ। দ্বিতীয় সনদে ইসাল বিন সুফিয়ান যয়ীফ রাবী।" (নামাযে নববী, পৃষ্ঠা-৮৪)

আর একটি হাদীসের তাখরীজ করতে গিয়ে লিখেছেন, "ইমাম ইবনে হিব্বান এটাকে সহীহ বলেছেন। কিন্তু এর সনদে ওলীদ বিন মুসলিমের তাদলীসের জন্য যয়ীফ।" (নামাযে নববী, পৃষ্ঠা-২৯৪)

অন্য আর একটি হাদীসের তাখরীজ করতে গিয়ে লিখেছেন, "এটাকে ইমাম তিরমিযী (হাদীস নং ৩১৫) হাসান (লি গাইরী) বলেছেন।" (নামাযে নববী, পৃষ্ঠা-৯৪)

জুবাইর আলী যাই এটা বলেছেন যে হাসান লি গাইরী যয়ীফ হয়। তাই উক্ত হাদীসটি জুবাইর আলী যাই এর নিকট যয়ীফ।

এখানে আমাদের জুবাইর আলী যাই ও তাঁর অন্ধ মুকাল্লিদদের কাছে আমার প্রশ্ন যে, জুবাইর আলী যাই এর বক্তব্য অনুযায়ী 'নামাযে নববী' কিতাবে একটিও যয়ীফ হাদীস নেই তাহলে তাঁর এই তথাকথিত তাহকীক এর মধ্যে কিভাবে যয়ীফ হাদীস বেরিয়ে এল?

৭৮ নং স্ববিরোধিতা

কোথাও বলেছেন উলামায়ে দেওবন্দ ইবনে আরাবীর ওয়াহদাতুল ওজুদকে মানে আবার কোথাও বলেছেন মানেন নাঃ

গায়ের মুকাল্লিদদের বিখ্যাত আলেম আব্দুল্লাহ রোপরী সাহেব লিখেছেন, "ওয়াহদাতুল ওজুদ হল উত্তম তওহীদ বা একত্ত্ববাদ। এর ব্যাখ্যা বেশিরভাগ মুতাখিরীন সুফিদের (ইবনে আরাবী প্রভৃতিদের) কিতাবে পাওয়া যায়। মুতাকিদীনদের কিতাবে পাওয়া যায় না। তবে হ্যাঁ এর অর্থ কিন্তু সঠিক।" (ফাতাওয়া আহলে হাদীস, খণ্ড-১১, পৃষ্ঠা-৫৩)

এর পর মাওলানা আব্দুল্লাহ রোপরী সাহেব আকিদা ওয়াহদাতুল ওজুদকে কুরআন এবং হাদীস থেকে প্রমাণ করে শেষে লিখেছেন, "ইবনে আরাবী (রহঃ), রুমী (রহঃ), জামি (রহঃ) প্রভৃতিদের কালাম তওহীদের ব্যাপারে জটিল। এজন্য কিছু লোক তাঁর পক্ষে ভাল ধারণা রাখেন এবং এবং কিছু লোক খারাপ ধারণা রাখেন। ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) প্রভৃতিরা ইবনে আরাবী (রহঃ) থেকে বিরক্ত ছিলেন। অনুরুপ রুমী (রহঃ) এবং জামী (রহঃ) কেও উলামারা খারাপ বলে থাকেন। কিন্তু আমার ধারণা অনুযায়ী তাতের এই কালামটাই সন্দেহযুক্ত যেমনটা জামীর কালাম উপরে উল্লেখ করা হয়েছে। এবং সেই যুগটাই ছিল ইবনে আরাবীর, কেননা ইবনে আরাবীর 'আওয়ারেফুল মাআরেফ' যা গৃহীত হয়েছে তা সত্য হওয়া বোঝা যায়। তাই তাঁর প্রতি বিরুপ হওয়া ঠিক নয়।" (ফাতাওয়া আহলে হাদীস, খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-১৫৫)

উলামায়ে দেওবন্দের তরফ থেকে যখন আব্দুল্লাহ রোপড়ী এর হাওয়ালা পেশ করেম তখন জুবাইর আলী যাই তার জবাব দিতে গিয়ে লেখেন যে, হাফিয আব্দুল্লাহ রোপড়ী যে ওয়াহদাতুল ওজুদের ব্যাখ্য করেছেন তা অর্থটা সঠিক। কিন্তু দেওবন্দীরা যে ওয়াহদাতুল ওজুদ মানে এটা সেই অর্থে নয়। (আল হাদীস, ৫৪/২৯)

এখন যখন মাওলানা আব্দুল্লাহ রোপড়ী সাহেবের দৃষ্টিতে আল্লামা ইবনে আরাবী (রহঃ) এর ওয়াহদাতুল ওজুদের ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিয়েছেন যে তার অর্থ সঠিক। এবং জুবাইর আলী যাই এটা প্রমাণ করতে

চেয়েছেন যে, মাওলানা আব্দুল্লাহ রোপড়ী আল্লামা ইবনে আরাবীর যে ওয়াহদাতুল ওজুদকে সহীহ বলেছেন এটা সেই ওয়াহদাতুল ওজুদ নয় যা উলামায়ে দেওবন্দ আকিদা রাখে।

কিন্তু জুবাইর আলী যাই অন্য জায়গায় আবার লিখেছেন, "বোঝা গেল যে, উলামায়ে দেওবন্দের আকাবিরগণ ইবনে আরাবীর ওয়াহদাতুল ওজুদের আকিদায় বিশ্বাসী।" (আল হাদীস, ৪৯/১৬)

দেখুন জুবাইর আলী যাই এর স্ববিরোধীতা তিনি মাওলানা আব্দুল্লাহ রোপড়ী সাহেবকে বাঁচাবার জন্য প্রথমে লিখলেন যে ইবনে আরাবীর যে ওয়াহদাতুল ওজুদকে সহীহ বলেছেন এটা সেই ওয়াহদাতুল ওজুদ নয় যা উলামায়ে দেওবন্দ আকিদা রাখে। কিন্তু পরক্ষনেই তিনি আবার লিখেছেন যে উলামায়ে দেওবন্দের আকাবিরগণ ইবনে আরাবীর ওয়াহদাতুল ওজুদের আকিদায় বিশ্বাসী। তাহলে জুবাইর আলী যাই এর কোন কথাটা সত্য?

৭৯ নং স্ববিরোধিতা

তারাবীহ ও বেতের নামাযকে কোথাও একটাই বলেছেন আবার কোথাও আলাদা আলাদা বলেছেনঃ

জুবাইর আলী যাই লিখেছেন, "তাহাজ্জুদ, তারাবীহ, কিয়ামুল লাইল, কিয়ামে রমযান, বেতের একই নামাযের বিভিন্ন নাম।" (তা'দাদ রাকআতে কিয়ামে রমযান, পৃষ্ঠা-১৩)

এখানে জুবাইর আলী যাই তাহাজ্জুদ, তারাবীহ, কিয়ামুল লাইল, কিয়ামে রমযান, বেতের প্রভৃতি নামাযকে একটাই নামায বলেছেন। কিন্তু এর কয়েক পৃষ্ঠা পরেই জুবাইর আলী যাই হযরেত আয়েশা (রাঃ) এর ব্যাপারে লিখেছেন, "প্রশ্নকারীর প্রশ্ন শুধুমাত্র কিয়ামে রমযানের ব্যাপারে ছিল যাকে তারাবীহ বলা হয়। তাহাজ্জুদের ব্যাপারে তো প্রশ্নকারী কোন প্রশ্নই করে নি।" (তা'দাদ রাকআতে কিয়ামে রমযান, পৃষ্ঠা-১৪)

যদি প্রশ্নকারী তারাবীহর নামাযের ব্যাপারে প্রশ্ন করে থাকেন তাহলে তাহাজ্জুদ, তারাবীহ, কিয়ামুল লাইল, কিয়ামে রমযান, বেতের প্রভৃতি নামাযকে একটাই নামায বলা হচ্ছে কেন?

৮০ নং স্ববিরোধিতা

স্বপ্নের ব্যাপারে বাহ্যিক অর্থ নেওয়াকে কোথাও স্বীকার করেছেন আবার কোথাও অস্বীকার করেছেনঃ

জুবাইর আলী যাই এটা স্বীকার করে লিখেছেন, “স্বপ্ন ব্যাহ্যিক অর্থে ব্যাবহার করা যায় না বরং কোন কোন সময় এর ব্যাখ্যাও করতে হয়। উদাহারণস্বরুপ, রাসুল (সাঃ) একটি স্বপ্ন দেখেছিলেন যে, গায়কে জবাই করা হচ্ছে এবং এর তাবীর (ব্যাখ্যা) করা হয়েছিল যে, অনেক সাহাবায়ে কেরাম উহুদের যুদ্ধে শহীদ হয়েছিলেন। দেখুন সহীহ বুখারী শরীফ, হাদীস নং ৭০৩৫। (আল হাদীস, ৬৫/৩৮)

কিন্তু অন্য জায়গায় এই বদবখত (হতভাগা) জুবাইর আলী যাই মাওলানা রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী (রহঃ) এর একটি স্বপ্নকে নিয়ে ব্যাঙ্গ করে লিখেছেন, “এটা স্মরণ থাকে যে গাঙ্গুহী সাহেব স্বপ্নে নানুতুবী সাহেবকে নিকাহ (বিবাহ) করেছিলেন।” (আমীন ওকাড়বী কা তা’কুব, পৃষ্ঠা-১৬)

দেখুন এক জায়গায় জুবাইর আলী যাই স্বীকার করছেন যে স্বপ্নকে সব সময় বাহ্যিক অর্থে এনে বিচার করা যায় না কিন্তু অন্য জায়গায় তিনি উলামায়ে দেওবন্দকে হেয় করার জন্য মাওলানা রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী (রহঃ) এর স্বপ্নকে নিয়ে ব্যাঙ্গ করেছেন।

৮১ নং স্ববিরোধিতা

আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী (রহঃ) কে কোথাও মুকাল্লিদ বলে স্বীকার করেছেন আবার কোথাও অস্বীকার করেছেনঃ

হাফিয ইবনে হাজার আসকালানী (রহঃ) স্বীয় কিতাব ‘তাবক্বাতুল মুদাল্লিসীন’ এর মুকাদ্দামায় ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) কে ‘ইমামে আযম’ উপাধিতে সম্বোধিত করেছেন। জুবাইর আলী যাই হাফিয ইবনে হাজার (রহঃ) এর উক্ত কিতাবের উক্ত ইবারতের হাশিয়ায় লিখেছেন, ‘‘হাফিয ইবনে হাজার (রহঃ) এর এই বক্তব্যের অর্থ হল যে, ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) শুধুমাত্র শাফেয়ী মাযহাব অবলম্বীদের নিকট ‘ইমামে আযম’ ছিলেন। কিন্তু আসল ‘ইমামে আযম’ তো রাসুলুল্লাহ (সাঃ)ই ছিলেন।’’ (ফাতহুল মুবীন, পৃষ্ঠা-১১)

জুবাইর আলী যাই এর এই বক্তব্য থেকে বোঝা গেল হযরত আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী (রহঃ) শাফেয়ী মাযহাবের ছিলেন। কেননা জুবাইর আলী যাই এর নিকট ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) শাফেয়ী মাযহাবীদের মতে ‘ইমামে আযম’ ছিলেন। আর আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী (রহঃ) ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) কে ‘ইমামে আযম’ বলেছেন তাই বুঝা গেল যে তিনি শাফেয়ী মাযহাবের ছিলেন। সুতরাং এখানে জুবাইর আলী যাই স্বীকার করলেন যে আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী (রহঃ) শাফেয়ী মাযহাবের ছিলেন।

কিন্তু অন্য জায়গায় জুবাইর আলী যাই আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী (রহঃ) এর ব্যাপারে লিখেছেন, ‘‘এটা প্রশ্নই উঠে না যে তিনি (ইবনে হাজার আসকালানী) ইমাম শাফেয়ীর মুকাল্লিদ ছিলেন।’’ (মুকাদ্দামা জুজ রফয়ে ইয়াদাইন, পৃষ্ঠা-১৩)

দেখুন জুবাইর আলী যাই এর স্ববিরোধীতা। এক জায়গায় তিনি বলছেন আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী (রহঃ) শাফেয়ী মাযহাবের ছিলেন আবার অন্য জায়গায় বলছেন ছিলেন না। মাথাটা কতটা খারাপ হলে এরকম বক্তব্য দেওয়া যায় চিন্তা করুন।

লেখকের সংগ্রহযোগ্য পুস্তকাবলী

১) তসলিমা নাসরিনের বিচার হোক জনতার আদালতে (অনলাইন/অফলাইন) ৩০/-

২) ইসলাম কি তরবারীর জোরে প্রসারিত হয়েছে? (অনলাইন/অফলাইন) ১৫/-

৩) এরা আহলে হাদীস না শিয়া? (অনলাইন/অফলাইন) ২০/-

৪) ওয়াজহুন জাদীদ লি মুনকিরিত তাকলীদ
(আহলে হাদীস ফিৎনার নতুন রুপ) অফলাইন) ৬০/-

৫) আল কালামুস সরীহ ফি রাকআতিত তারাবীহ
(৮ রাকাআত তারাবীহর খন্ডন ও ২০ রাকাআত তারাবীহর জ্বলন্ত প্রমান) (অনলাইন/অফলাইন) ৭০/-

৬) ওয়াহদাতুল ওজুদের বিরুদ্ধে আহলে হাদীসদের অপবাদ ও তার খন্ডন (অনলাইন) ৫০/-

৭) আহলে হাদীস ফিরকার ফিকহের ইতিহাস ও তার পরিচয় (অনলাইন) ৪০/-

৮) তিন তালাকের মাসআলা ও হালালার বিধান (অনলাইন) ৩৫/-

৯) সম্রাট আওরঙ্গজেব কি হিন্দুবিদ্বেষী ছিলেন? (প্রকাশিতব্য) ----

১০) ধর্ম নিরপেক্ষতা একটি ভ্রান্ত মতবাদ (প্রকাশিতব্য) ----

১১) আমরা সবাই মৌলবাদী (প্রকাশিতব্য) ----

১২) কবর পুজার ধ্বংসাত্মক ফিৎনা (অনলাইন) ৩০/-

১৩) আমরা সবাই তালিবান (প্রকাশিতব্য) ----

১৪) রাম জন্মভূমি না বাবরী মসজিদ? (প্রকাশিতব্য) ----

১৫) মুহাররাম মাসে তাজিয়াবাজী (অনলাইন) ২০/-

১৬) মাসআলা আমীন বিল জেহের (অনলাইন) ২০/-

১৭) সুন্নতে রাসুলে আকরাম ফি কিরাআত খলফল ইমাম
(ইমামের পিছনে মুক্তাদীর সুরা ফাতেহা পাঠ) (প্রকাশিতব্য) ----

১৮) সুন্নতে রাসুলুস সাকইল ফি তরকে রফয়ে ইয়াদাইন (অনলাইন) ৫০/-

১৯) তরবারীর ছায়ার তলে জান্নাত (প্রকাশিতব্য) ----

২০) গুমরাহীর নায়ক ডাঃ জাকির নায়েক (প্রকাশিতব্য) ----

২১) আকিদা হায়াতুন নবী (সাঃ) (অনলাইন) ৩০/-

২২) বেদ কি আল্লাহর বানী ? (অনলাইন) ৩০/-

২৩) আসুন আমরা সন্ত্রাসবাদের আখড়া মাদ্রাসাগুলিকে খতম করি (অনলাইন) ২০০/-
২৪) আমিরুল মোমেনীন মোল্লা মুহাম্মাদ ওমর মুজাহিদ হাফিজাহুল্লাহ (অনলাইন) ৪০/-
২৫) শহীদে আযম ওসামা বিন লাদেন রাহিমাহুল্লাহ (প্রকাশিতব্য) ----
২৬) তাযকিরাতুল মুজাহিদীন (প্রকাশিতব্য) ----
২৭) নাস্তিক্যবাদ নিপাত যাক (অনলাইন) ৫০/-
২৮) তথাকথিত নাস্তিক প্রবীর ঘোষের যুক্তি খন্ডন (প্রকাশিতব্য) ----
২৯) নাস্তিকতাবাদীদের কফিনে শেষ পেরেক (প্রকাশিতব্য) ----
৩০) যুক্তিবাদীদের যুক্তি খন্ডন (প্রকাশিতব্য) ----
৩১) নাস্তিকের অপবাদ খন্ডন (প্রকাশিতব্য) ----
৩২) প্রবীর ঘোষকে অপেন চ্যালেঞ্জ (অনলাইন) ১০/-
৩৩) তসলিমা নাসরিনকে অপেন চ্যালেঞ্জ (অনলাইন) ১০/-
৩৪) নাস্তিক অভিজিৎ রায়ের অপবাদ খন্ডন (অনলাইন) ৫০/-
৩৫) হিন্দুধর্মে গো-মাংস খাওয়ার প্রমান (অনলাইন) ১০/
৩৬) তারাবীহ ও তাহাজ্জুদ দুটি আলাদা নামায (অনলাইন) ২৫/-
৩৭) ইহুদীদের ষড়যন্ত্র ফাঁস আইএস ইসরাইলের সৃষ্টি (অনলাইন) ৬০/-
৩৮) মুজাহিদ নারী ডাঃ আফিয়া সিদ্দিকী (অনলাইন) ৩০/-
৩৯) গণতন্ত্র একটি কুফরী মতবাদ (অনলাইন) ৮০/-
৪০) রফয়ে ইয়াদাইন সম্পর্কে লা মাযহাবী আনওয়ারুল হক ফাইযীর মিথ্যাচারের জবাব (অনলাইন) ২০-
৪১) ভারতে আইবি (ইন্টেলিজেন্স ব্যুরো) সন্ত্রাস ও মুসলমান (অনলাইন) ২০/-
৪২) ‘আমীন প্রসঙ্গে মিথ্যাচারের জবাব’ এর পোষ্ট মর্টেম (অনলাইন) ৪০/-
৪৩) নাসীরুদ্দীন আলবানীকে নিয়ে আহলে হাদীসদের বাড়াবাড়ি (অনলাইন) ৪০/-
৪৪) হাদীস গবেষনায় লা মাযহাবী জুবাইর আলী যাই এর জালিয়াতি (অনলাইন) ৩৫/-
৪৫) লা মাযহাবী আনওয়ারুল হক ফাইযীর পোষ্ট মর্টেম (অনলাইন) ৩০/-
৪৬) ইতিহাস বিকৃতির প্রয়াস ও বেরেলী ফিৎনার আবির্ভাব (প্রথম প্রকাশ - ২০১০ ফেব্রুয়ারী, বর্তমানে বাজেয়াপ্ত) ৩০/-
৪৭) নামাযে হাত বাঁধা নিয়ে আনওয়ারুল হক ফাইযীর মিথ্যাচারের জবাব (অনলাইন) ৩০/-
৪৮) রফয়ে ইয়াদাইন প্রসঙ্গে ইবনে ওমর (রাঃ) হাদীসের বিরুদ্ধ

আনওয়ারুল হক ফাইযীর অপবাদ খণ্ডন (অনলাইন) ৩০
৪৯) নামাযে নারী পুরুষের নামাযে পার্থক্য (অনলাইন) ৩৫/-
৫০) মৌদুদী মতবাদের স্বরুপ উন্মোচন (অনলাইন) ৩০/-
৫১) আল কুরআনের আমোঘ ঘোষণা নামাযে রফয়ে ইয়াদাইন করা যাবেনা (অনলাইন) ২০/-
৫২) আহলে হাদীসদের নিকটে ১০০টি প্রশ্ন (অনলাইন) ২০/-
৫৩) মানবতার শত্রু আমেরিকা (অনলাইন) ১০/-
৫৪) মুহাদ্দিস সম্রাট ইমাম বুখারী (রহঃ) [অনলাইন] ৮০/-

অনুদিত পুস্তক

১) হাদীস এবং সুন্নতের মধ্যে পার্থক্য (প্রকাশিতব্য)
[মূল উর্দূ লেখকঃ হুজ্জাতুল্লাহফিল আরদ হযরত আল্লামা আমীন সফদর ওকাড়বী (রহঃ)] ----
২) আহলে হাদীসদের খুলাফায়ে রাশেদীনদের সাথে মতবিরোধ। (প্রকাশিতব্য)
[মূল উর্দূ লেখকঃ আল্লামা মুহাম্মাদ পালন হাক্কানী (রহঃ)] ----
৩) হযরত মুহাম্মাদ এবং ভারতীয় ধর্মগ্রন্থ। (মূল হিন্দী লেখকঃ ডঃ এইচ এ শ্রীবাস্তব/ অনলাইন) ৩০/-
৪) কল্কি অবতার এবং হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) [মূল হিন্দী লেখকঃ ডাঃ বেদ প্রকাশ উপাধ্যায়] ৩০/-